পালকত্ব কার্যের আহ্বান

ঈশ্বরের লোকদের জন্য

২০০টি ক্লাসের রূপরেখা
পোর্টেবল বাইবেল স্কুলের জন্য

থেলমা ব্রাউন
কর্তৃক সম্পাদিত

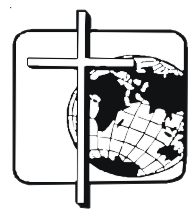

প্রকাশনা: অল ইণ্ডিয়া ডিকেডস্ অফ অ্যাডভান্স, নিউ দিল্লী,ইণ্ডিয়া - মার্চ,২০০৫
কপিরাইট © অল ইণ্ডিয়া ডিকেডস্ অফ অ্যাডভান্স, নিউ দিল্লী,ইণ্ডিয়া
এই বইটি এডুকেশনাল রিসোর্সের বিশেষ অনুমতিক্রমে মুদ্রিত হয়েছে

নিম্নলিখিত ঠিকানায় বইটির কপি পাওয়া যাবে:
রেভারেণ্ড স্টিফেন রাওয়াতে, এক্জিকিউটিভ ডাইরেক্টর, এআইডিএ
পোস্ট বক্স্ নং. বসন্তকুঞ্জ, নিউ দিল্লী ১১০০৭০

ব্যক্তিগত প্রচারের জন্য

উইলির প্রতি, যিনি জেইরীর
পোর্টেবল স্কুল আন্দোলনকে নেতৃত্ব
দিয়েছিলেন এবং আমাদের তিন
পুত্রের প্রতি এবং যারা আফ্রিকায়
আমাদের পরিচর্যা কাজে আমাদের
জীবনে সৃজনশীলতা এবং আনন্দ
এনেছিলেন।

পালকত্ব কার্যের আহ্বান
ঈশ্বরের লোকদের জন্য

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
১। মন্তব্য	৪
২। বাইবেলের পুস্তক সমূহ	৫
৩। বাইবেলের মূলতত্ত্ব	৩১
৪। প্রচারতত্ত্ব	৬২
৫। ঈশ্বরের পালকে পালন করা	৭৪
৬। পবিত্র জীবনযাপন	১০৩
৭। মণ্ডলীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক	১১৭
৮। উৎসগুলি	১১৯

মন্তব্য

এই বইটি বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগামী, যারা ঈশ্বরের আহ্বান পেয়ে প্রভুর কাছে আনবার জন্য গ্রামে গঞ্জে ও শহরে লোকদের পরিচর্য্যা করছেন। আপনি ৮ম সপ্তাহ পৃথক করেছেন যেন আপনি অধ্যয়ন করতে পারেন, কাজ ও প্রার্থনার মাধ্যমে আপনাকে ঈশ্বর বিশেষ আহ্বান করেছেন, সেই উদ্দেশে যেন নিজেকে প্রস্তুত করেন। তাই আপনি একজন বিশেষ ব্যক্তি।

এই বইটির ২০০টি পাঠ আপনি দৈনিক ৫ ঘণ্টায় ৪০ দিনের ক্লাসে শেষ করবেন। ৮ম সপ্তাহের পাঠক্রমটি নিম্নে দেওয়া হল:

৮ঃ০০ - ৮ঃ৫০	বাইবেলের বইগুলি।
৮ঃ৫০ - ৯ঃ৪০	বাইবেলের মূলতত্ত্ব।
৯ঃ৪০ - ১০ঃ৩০	প্রচারধারা।
১০ঃ৫০ - ১১ঃ৪০	মেষগণকে পালন করা।
১১ঃ৪০ - ১২ঃ৪০	পবিত্র জীবনযাপন, প্রথম ৪টি সপ্তাহ, খ্রীষ্টীয় সংস্থা গুলোর সম্পর্ক সম্বন্ধে ৪টি সপ্তাহ।

দুপুর ও বিকালে পাঠ্য বিষয়বস্তুগুলো অধ্যয়নে ক্লাসে শিক্ষার আলোচনা এবং এই শিক্ষাগুলোর বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন পাশ্ববর্তী অঞ্চ লের একজন মনুষ্যধারী হিসাবে। এটি হল দিনের মধ্যে একটি মূল্যবান সময়।

সতর্কবাণী এই যে, এখানে কিছু কিছু বিষয় বস্তু হয়তো পরিসর, ভীষণ কঠিন, এক ঘণ্টার মধ্যে আয়ত্ত করা অসম্ভ ব হবে বলে কারও কারও মনে হতে পারে। তাই কিছু কিছু পাঠ্যবস্তু আগামী দিনে পুনরায় আলোচনা করার প্রয়োজন মনে হতে পারে। কিন্তু যেহেতু এই পাঠক্রম যত্নপূর্বক ২০০ ঘণ্টার মধ্যে ভাগ করা হয়েছে, এবং ২০০ ঘণ্টার জন্য প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুগুলি গুরুত্বপূর্ণ, তাই অবশিষ্ট অংশ ক্লাসে আলোচনা করা সম্ভ ব নয়। কোন অবশিষ্ট পাঠ্যাংশ সেই দিনেই দুপুরে অথবা বিকালেই শেষ করে পরের দিনের জন্য নির্ধারিত নতুন পাঠ আরম্ভ করা উচিৎ।

এই ৪০টি দিন পৃথক করা হয়েছে যেন ঈশ্বরের মহান বাক্যকে ভালভাবে অধ্যয়ন করা যায়। তাঁর মহান কাজের প্রস্তুতির জন্য জীবনে এটি হল একটি শ্রেষ্ঠ সময়। আপনার কাছে এটা একটা মোকাবিলা বা চ্যালেঞ্জ। যেন স্নাতক হওয়ার পরেই আপনি যা শিখেছেন তা অপরকে পরিচর্য্যার মাধ্যমে খ্রীষ্টের পরিত্রাণের ভাগী করে, অপরের জীবনকে সমৃদ্ধিশালী করে এবং নিজেকে খ্রীষ্টের সহভাগিতায় রাখার মাধ্যমে আপনার প্রভুর সেবায় বাস্তবরূপে প্রয়োগ করতে পারেন, সেটাই হবে আপনার একান্ত প্রার্থনা।

১ বাইবেলের পুস্তকসমূহ

ভূমিকা

সূচনাঃ বাইবেলের ৬৬টি বই, ৮ সপ্তাহের মধ্যে আয়ত্ত করার পক্ষে খুবই অল্প সময়, পৃথিবীর সব চাইতে প্রচীন যে ব্যক্তি তার সমস্ত জীবন ধরলেও তা সম্ভব নয়। কিন্তু এর প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় যে সমৃদ্ধ বিষয় আছে তার স্বাদ গ্রহণ করাএই পাঠক্রমে সম্ভব হবে, এবং আপনার জীবনে প্রত্যেকটি দিন আরও অধিক বিষয় অনুসন্ধান করার অভ্যাস গড়ে তুলতেও এই বইটি আপনাকে সাহায্য করবে। বাইবেলে প্রজ্ঞার সঙ্গে বলা হয়েছে "ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষা সিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর (২ তীমথিয় ২:১৫ পদ)। আপনি যত অধিক এই বইটির সঙ্গে পরিচিত হবেন, তত অধিক আপনি বইটিকে এবং এর লেখককে ভালোবাসবেন। এতে আপনার ব্যক্তিগত জীবন ও পরিচর্যা কাজ উভয়ই আশীর্বাদযুক্ত হবে।

এই পাঠক্রম প্রস্তুত করতে ৩টি বিশেষ বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছেঃ এইচ্. সি. বিয়ার্স কর্তৃক রচিত *'হোয়াট দি বাইবেল ইজ্ অ্যাবাউট'* এবং জে, ভারনন্. ম্যক্গী কর্তৃক রচিত *'ব্রিফিং দি বাইবেল'* এবং জে. বালকিন্ কর্তৃক রচিত *'দি কমপ্যাক্ট সারভে অফ্ দি বাইবেল'*। এই বইগুলোর মধ্যে যে কোন একটা বই পাঠ করলে প্রভুর পরিচর্যা কাজে খুবই লাভ হবে এবং আশীর্বাদের জোয়ার আসবে।

প্রথম ভাগ
পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি

পাঠ ১ - ভূমিকা

বাইবেল হল মানুষের কাছে ঈশ্বরের মনের ভাব ও ইচ্ছার লিখিত প্রকাশ। এর মূল বিষয় হল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা পরিত্রাণ। বাইবেলে মোট ৬৬টি পুস্তক আছে যা ৪০ জন লেখক প্রায় ১৬০০ বছর ধরে লিখেছিলেন। পুরাতন নিয়মের অধিকাংশই ইব্রীয় ভাষায় লেখা, আর নতুন নিয়মটি লেখা হয় গ্রীক ভাষায়। লেখকের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন রাজা, রাজপুত্র, কবি, দার্শনিক, ভাববাদী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। এদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষিত, আবার কেউ কেউ ছিলেন সাধারণ মানুষ এবং অশিক্ষিত জেলে।

প্রথম মাসে আমরা "পুরাতন নিয়ম" পুস্তকটি অধ্যয়ন করবো যা ৩৯টি খণ্ড বিভক্ত এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পাওয়া যায়ঃ

৫টি - ব্যবস্থা

১২টি - ইতিহাস

৫টি - কাব্য

১৭টি - ভাববাদী পুস্তক (৫টি মুখ্য, ১২টি গৌণ)

মানবজাতির ইতিহাস সম্পর্কে বাইবেল হল একটি বিশেষ তথ্য। তাই এটি পড়া অধ্যয়ন করা, বিশ্বাস ও পালন করা উচিত।

পাঠ ২ — আদি পুস্তক

বাইবেলের প্রথম ৫টি বইকে পঞ্চ গ্রন্থ (ত্নন্দ্ধঃব্ধব্ধন্দ্বত্তত্তড়) বলা হয়, সেগুলো মোশি লিখেছেন। আদি শব্দের অর্থ হল প্রথম বা জন্ম। আদিপুস্তকে আছে বিশ্ব সৃষ্টির বিবরণ (১:১-২৫), মানবজাতির উৎপত্তির কথা (১:২৬-২৭), পৃথিবীতে পাপের আবির্ভাবের কথা (৩:১-৭), মুক্তির প্রতিজ্ঞার কথা (৩:৮-২৪), পারিবারিক জীবনের কথা (৪:১-১০), মানুষের তৈরী সভ্যতার কথা (৪:১৬-৯:২৯), পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির কথা (১০,১১ অধ্যায়) এবং ইব্রীয় জাতির কথা (১২-৫০ অধ্যায়)। আদিপুস্তকে রয়েছে মানুষের পত্তন ও অকৃতকার্যের কথা। আদিপুস্তক শুরু হয় ঈশ্বরকে নিয়ে, কিন্তু শেষ হয় কবর বা কফিনে। আদিপুস্তককে মূলতঃ ২টি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ-

১। পৃথিবীতে পাপের প্রবেশ (১-১১ অধ্যায়)

(ক) সৃষ্টি — ১,২ অধ্যায়

(খ) পতন — ৩,৪ অধ্যায়

(গ) জল প্লাবন — ৫-৯ অধ্যায়

(ঘ) বাবিলের প্রাচীর ও ভাষাভেদ: ১০-১১ অধ্যায়।

২। মুক্তিদাতার আগমনের প্রস্তুতি: ১২-৫০ অধ্যায়।

(ক) বিশ্বাসের মানুষ অব্রাহাম: ১২-২৩ অধ্যায়

(খ) প্রিয় পুত্র ইস্হাক্: ২৪-২৬ অধ্যায়

(গ) যাকোব, যিনি ঈশ্বর কর্তৃক আদরিত ও শাসিত হলেন: ২৭-৩৬ অধ্যায়

(ঘ) যোষেফ, যিনি নির্যাতিত হলেও ঈশ্বরের বিশ্বস্ত ছিলেন: ৩৭-৫০ অধ্যায়

পাঠ ৩ - যাত্রাপুস্তক

যাত্রা শব্দের অর্থ হল "বের হয়ে আসা।"

মাত্র ৭০ জন ব্যক্তি মিশর দেশে গিয়েছিলেন, কিন্তু মিশর দেশ ত্যাগ করার পূর্বে তারা সংখ্যায় ৩০ লক্ষের এক মহাজাতিতে পরিণত হয়েছিলেন। আদিপুস্তকে যেমন মানুষের পতন ও অকৃতকার্যের বিষয় পাই, তেমনি যাত্রাপুস্তকে পাওয়া যায় জীবন্ত ঈশ্বরের মুক্তি কাজের বিবরণ। এটির আরম্ভ হয় অন্ধকার ও মলিনতার মধ্যে, কিন্তু শেষ হয় গৌরবপূর্ণভাবে।

যাত্রাপুস্তকের ১২ অধ্যায়ে আমরা নিস্তারপর্বের এক প্রেরণাদায়ক ঘটনার বর্ণনা পাই। এটি মানুষের ব্যক্তিগত পরিত্রাণের এক স্পষ্ট প্রতিবিম্ব। কেবল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বলিদানে বিশ্বাস দ্বারাই এটি সম্ভব।

যাত্রাপুস্তকের রূপরেখা

১) ঈশ্বর মোশিকে একজন উদ্ধারকর্তা হিসেবে প্রস্তুত করেন (১-১১ অধ্যায়)।

২) উদ্ধার, রক্ত ও ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা (১২-১৪ অধ্যায়)।

৩) সিনয় পর্বতের যাত্রা হল ইস্রায়েল জাতির আধ্যাত্মিক শিক্ষা (১৫-১৮ অধ্যায়)।

৪) ব্যবস্থা/নিয়মাবলী হল ঈশ্বর দত্ত দর্পণ যা আমাদের পাপের ভয়ঙ্করতার বিষয় বলে (১৯-২৪ অধ্যায়)।

৫) সমাগম তাম্বুর নক্সা ও কাঠামো প্রমাণ করে যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের মধ্যে বসবাস করেন (২৫-৪০ অধ্যায়)।

পাঠ ৪- লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ

লেবীয় পুস্তক হল ইস্রায়েলের সন্তানদের আধ্যাত্মিক জীবনে শিক্ষার জন্য ঈশ্বরের এক ছবির বই। এই পুস্তকের প্রত্যেকটি অধ্যায় যীশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত কার্যকে প্রকাশ করে। এখানে যীশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তজনক মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। বলিদানের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক ঠিক করা। এখানে পাঁচ প্রকারের বলি ও উপহারের বিষয় বলা হয়েছে, যেমন: হোমবলি, ভক্ষ-নৈবেদ্য বলি, পাপার্থক বলি, দোষার্থক বলি, ও মঙ্গলার্থক বলি। এই বলিগুলির অর্থ হল ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্কে থাকা। এ ছাড়া আট প্রকারের পর্বের কথা উল্লেখ আছে, যেমন: বিশ্রামবার, নিস্তারপর্ব, পঞ্চাশত্তমী, তূরীধ্বনি, প্রায়শ্চিত্ত, কুটিরবাস,

বিশ্রাম বৎসর ও জুবিলী বৎসরের পর্বসমূহ। এই সমস্ত বলিদানগুলি এ কথাই নির্দেশ করে যে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন আছে রক্তসেচন। পর্বগুলিতে খাদ্যসমূহ, আধ্যাত্মিক পুষ্টি লাভের কথাই ইঙ্গিত করে।

গণনা পুস্তকে সিনয় পর্বত থেকে প্রতিজ্ঞাত কনান দেশের সীমা পর্য্যন্ত ইস্রায়েল জাতির প্রান্তরের জীবনযাপনকে বর্ণনা করে। এই পুস্তকটিকে আবার অভিযোগপূর্ণ বা বিবাদ পুস্তকও বলা যেতে পারে। এর মূল বিষয়টি হল নিয়মানুবর্তিতা। বিশ্বাসীর জীবন কেমন হওয়া উচিৎ সেই বিষয়ে এই পুস্তকে পাওয়া যায়ঃ

১-১০ অধ্যায় - আমাদের ঐশ্বরীক বিধান দেয়।
১২-২০ অধ্যায় - জাতির ব্যর্থতার কাহিনী বলে।
২১-৩৬ অধ্যায় - প্রান্তরের যাত্রায় ইস্রায়েল জাতির ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসা এবং তাদের চরম বিজয়ের বিবরণ পাওয়া যায়।

এই পুস্তকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমনঃ মোশি, হারণ, মরিয়ম, যিহোশূয় ও কালেব।

২ বিবরণ: এই পুস্তকে অতীতের ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এতে আছে মোশির কিছু বক্তৃতা ও গান যা তিনি মৃত্যুর পূর্বে ইস্রায়েলীয়দের দিয়ে যান। এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে অবাধ্যতার ফল অভিশাপ ও বাধ্যতার ফল আশীর্বাদ। এই বইটি হল দুই মাসের ঘটনা, তার মধ্যে এক মাস মোশির মৃত্যুর জন্য বিলাপ। যীশু প্রায়ই তাঁর শিক্ষায় ২ বিবরণ পুস্তকের কথা উল্লেখ করেছিলেন। শয়তানকে যীশু সমুচিত উত্তর দিয়েছিলেন এই পুস্তকের অংশ উদ্ধৃত করে। এই পুস্তকটি মানুষকে পৃথিবীতে স্বর্গের আস্বাদন দান করে।

পর্যালোচনা: *আদিপুস্তকে মানুষের অবনতির বিষয় তুলে ধরা হয়েছে এবং যাত্রাপুস্তকে মানুষের উদ্ধার ও মুক্তির কথা, লেবীয় পুস্তকে মানুষকে দেখা যায় ঈশ্বরের উপাসনা ও আরাধনা করতে, গণনা পুস্তকে সেবা ও পরিচর্য্যারত অবস্থায়, আর ২ বিবরণী পুস্তকে আজ্ঞা পালনকারীরূপে।*

পাঠ ৫- যিহোশূয়, বিচারকর্ত্তৃগণ ও রূতের বিবরণ

যিহোশূয় পুস্তক হল ঐতিহাসিক পুস্তকগুলির প্রথম পুস্তক। এতে আত্মিক সত্য, প্রজ্ঞা, উৎসাহের বিশদ্ বিবরণ পাওয়া যায়। মোশির মৃত্যুতে ইস্রায়েল জাতির যাত্রা কিন্তু থামেনি। মোশি যা আরম্ভ করেছিলেন যিহোশূয় তা সমাপ্ত করেন। এই বইটিকে দুই ভাগে করা যায়ঃ

১) প্রতিজ্ঞাত দেশের জয় (১-১২ অধ্যায়)।
২) প্রতিজ্ঞাত দেশ অধিকার (১৩-২৪ অধ্যায়)।

বিচারকর্ত্তৃগণ পুস্তক হল ইস্রায়েল জাতির অন্ধকারময় দিনগুলোর বিবরণ। এখানে মানুষ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করার দরুন, ঈশ্বরও মানুষকে পরিত্যাগ করেছিলেন (২:১৩, ২৩

পদ)। এই পুস্তকে মহান নেতা যিহোশূয়ের মৃত্যুর পর থেকে শৌলের রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনাগুলি নথিভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম ৩৫০ বৎসর সেই প্রতিজ্ঞাত দেশে ইস্রায়েলীয়দের কোন রাজা ছিল না, তাই বারবার যে কথাটি চোখে পড়ে তা হল, "প্রত্যেক মানুষ নিজের দৃষ্টিতে যা ভাল তাই করত"। এখানে লক্ষ করা যায় যে মানুষ বারংবার বিরুদ্ধাচরণ করলেও ঈশ্বরের মহান করুণা থেকে তারা বঞ্চিত হয়নি। বিশেষ, বিশেষ শিক্ষাগুলো হল, সাতবার স্খলন, সাতটি পরজাতির অধীনে সাতবার দাসত্ব এবং সাতটি উদ্ধারের বিবরণ।

রূতের বিবরণ: যীশু যে স্বজাতি থেকে উৎপন্ন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত ত্রাণকর্তা সেই বিষয়টি এই পুস্তকটিতেপ্রকাশ করা হয়েছে। এই পুস্তকটিতে বিচারকর্তৃগণ যুগের অন্ধকারে উজ্বল আলোস্বরূপ যীশু খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে গিদিয়োন ও যিপ্তহের রাজত্বকালের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। রূত ছিলেন রাজা দায়ূদের দিদিমা (বা বড়মা), যীশু খ্রীষ্টের পূর্ববংশ। এই পুস্তকে পাওয়া যায় মশীহের পরিবার ও সেই বংশের পরিচয় যেখানে মশীহ জন্মগ্রহণ করবেন। রূত ছিলেন একজন মোয়াবীয় মহিলা। লোটের বংশধর — যারা পরজাতি, ঈশ্বরকে বিশ্বাস করত না। খ্রীষ্টের পরিবারে পরজাতীয়দের অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে এটি ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহের এক অপূর্ব চিত্র!

পাঠ ৬ - ১ম ও ২য় শমূয়েল

১ শমূয়েল পুস্তকটি হল রাজাদের সম্পর্কে লিখিত ৬টি পুস্তকগুলির প্রথম। রাজাদের সম্পর্কে লিখিত বইগুলি হল শমূয়েল, রাজাবলি, ও বংশাবলি, প্রত্যেকটি দুটি করে। ১ শমূয়েলে প্রায় ১১৫ বছরের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে, শমূয়েলের জন্ম থেকে আরম্ভ করে শৌল রাজার সঙ্কটএবং দায়ূদ রাজার রাজত্ব কাল আরম্ভ পর্যন্ত। বিশেষ বিশেষ চরিত্রকে কেন্দ্র করে এই পুস্তকটিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১) শমূয়েল ঈশ্বরের ভাববাদী, ১-৭ অধ্যায়।

২) শৌল, ঈশ্বরের অবাধ্য রাজা ও তার পতন, ৮-১৫ অধ্যায়।

৩) দায়ূদ ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, ১৬-৩১ অধ্যায়।

২ শমূয়েল : ১ শমূয়েলে মানুষ দ্বারা নিযুক্ত রাজা শৌলের পতনের বিবরণ পাই। ২ শমূয়েলে রয়েছে ঈশ্বরের মনোনীত রাজা দায়ূদের রাজপদে অভিষিক্ত, এছাড়া রাজা দায়ূদও তাঁর বংশের প্রতিষ্ঠাতা যাঁর মধ্য দিয়ে মশীহের আগমন ঘটবে। রাজা দায়ূদ ছিলেন ঈশ্বরের মনের মত মানুষ, যদিও সিদ্ধ ছিলেন না। কিন্তু জীবনের বিফলতার জন্য অনুশোচনা করেছিলেন। তিনি সর্ব বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, মেষপালক হিসাবে, রাজপ্রাসাদে সঙ্গীত বাদক হিসাবে, সৈন্য, আদর্শ বন্ধু, নিঃসঙ্গ সেনাপতি, প্রধান সেনাপতি, রাজা, একজন প্রেমিক পিতা, কবি, পাপী এবং একজন ভগ্ন হৃদয়যুক্ত বৃদ্ধ, কিন্তু সর্বদাই ঈশ্বর প্রেমিক ছিলেন। এই পুস্তকটি প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১) দায়ূদের জীবনের বিজয়সূচক ঘটনা (১-১০ অধ্যায়)।

২) দায়ূদের জীবনের দুঃখ কষ্টের ঘটনা (১১-২৪ অধ্যায়)।

পাঠ ৭ - ১ম ও ২য় রাজাবলি

এই পুস্তক দুটো হল শমূয়েল বই দুটোর ধারাবাহিক বিবরণ। এতে প্রায় ৪০০ বছরের ঘটনা আছে, সাম্রাজ্যের বৃদ্ধি, পতন ও বিভক্তি করণের ইতিহাস। যিহূদার অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ রাজ্য এবং ২০ জন রাজা এবং ইস্রায়েলীয়দের অন্তর্ভুক্ত উত্তর রাজ্য ও ১৯ জন রাজা। ইস্রায়েল ও যিহূদা উভয় দেশকেই বন্দীদশার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। ১ রাজাবলিতে, ঈশ্বরের শক্তিশালী ভাববাদী এলিয়, যিনি ঈশ্বরের বিচার ও কঠোর উক্তি প্রকাশ করেছিলেন, আবার ২ রাজাবলিতে ইলিশায় ভাববাদী ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও শান্তির বার্তা বহন করেন। এই দুটি পুস্তকের মূল চিন্তাধারা এই প্রকারের ঃ

১) রাজা দায়ূদের মৃত্যু, ১ রাজাবলি ১,২ অধ্যায়।

২) শলোমন রাজার গৌরবময় যুগ, ১ রাজাবলি ৩-১১ অধ্যায়।

৩) বিভক্ত রাজ্য : ১ রাজাবলি ১২-২ রাজাবলি ১৬ অধ্যায়।

৪) অশূরীয়দের দ্বারা ইস্রায়েলীয়দের পরাজয় ও বন্দী: ২ রাজাবলি ১৭ অধ্যায়।

৫) ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা যিহূদার পরাজয় ও বন্দী: ২ রাজাবলি ১৮-২৫ অধ্যায়।

পাঠ ৮ - ১ম ও ২য় বংশাবলি

বংশাবলি পুস্তকগুলোতে ও রাজাবলি পুস্তকগুলোতে একই ঘটনা, কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। রাজাবলিতে ইতিহাসের আরম্ভ হয় সিংহাসন থেকে কিন্তু বংশাবলিতে আরম্ভ করা হয় বেদি থেকে। রাজাবলিতে কেন্দ্রস্থল হল রাজপ্রাসাদে, আর বংশাবলিতে হল বেদি। রাজাবলিতে রাজনৈতিক বিষয় আর বংশাবলিতে আছে ধর্মের বিষয়। রাজাবলিতে মানুষের ধ্যান ধারণা ও আচরণের বিষয়, কিন্তু বংশাবলিতে পাওয়া যায় ঈশ্বরের জাগরণের ঘটনা যা ৫টি রাজাদের সময়ে ঘটেছিল, যেমনঃ আসা (১৫ অধ্যায়), যিহোশাফট (২০ অধ্যায়), যোয়াশ (২৩,২৪ অধ্যায়), হিষ্কীয় (২৯-৩১ অধ্যায়) এবং যোশিয় (৩৫ অধ্যায়)।

১ বংশাবলি পুস্তকের রূপরেখা

১) বংশাবলি: ১-৯ অধ্যায়।

২) শৌলের রাজত্বকাল: ১০ অধ্যায়।

৩) দায়ূদের রাজত্বকাল: ১১-২৯ অধ্যায়।

২ বংশবলির রূপরেখা

১) শলোমনের রাজত্বকাল: ১-৯ অধ্যায়।

২) বিভক্ত রাজ্য ও যিহূদা রাজ্যের ইতিহাস, ১০-৩৬ অধ্যায়।

পাঠ ৯ - ইষ্রা, নহিমিয় ও ইষ্টের

নহিমিয় ও ইষ্রাতে আছে ঈশ্বরের মনোনীত লোকের বাবিলের নির্বাসন থেকে ফিরে আসার ইতিহাস। ইষ্রা ছিলেন এক জন পুরোহিত, আর নহিমিয় ছিলেন একজন সরকারী কর্মচারী। ইস্রায়েলীয়দের প্রথম নির্বাসন হল মিশর দেশে, যেখান থেকে মোশি তাদের উদ্ধার করেছিলেন, দ্বিতীয়টি হল বাবিলে, যেখান থেকে ইষ্রা তাদের মুক্তি দেন। ইষ্রার পূর্বে কিছু যিহূদী, যারা যিরূশালেমে ফিরে এসেছিলেন, তাদের জীবন পূর্ব অপেক্ষা আরও অধিক মন্দ ছিল। যিহূদীরা সেই নির্বাসিত দেশের ছেলে মেয়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল এবং সেই দেশের আচার আচরণ এবং ধর্ম গ্রহণ করেছিল (৯: ১-৪ পদ)। ইষ্রা তা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন (৯:৫-১৫);পরে লোকেরা একত্রিত হয়ে নিজ নিজ পাপের জন্য বিলাপ ও অনুশোচনা করেছিল (১০:১-৪৪)। ইষ্রা তৎক্ষণাৎ তাদের ঈশ্বরের মহান পবিত্র ব্যবস্থার মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

নহিমিয়, ইষ্রা ভাববাদীর ১৩ বছর পর যিরূশালেমে আসেন। তিনি পারস্য রাজার বিশেষ দত্ত ক্ষমতায় এসেছিলেন যেন যিরূশালেমের ভগ্ন প্রাচীর মেরামত করেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ কারিগর, অনেক বাধাবিপত্তির মধ্যেও ৫২ দিনের মধ্যে নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। উক্ত পুস্তকটির দুটি রূপরেখা আছে:

১) সরুব্বাবিলের নের্তৃত্বে বাবিল থেকে প্রত্যাগমন : ইষ্রা ১-৬ পদ

২) ইষ্রা দ্বারা বাবিল থেকে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ: ইষ্রা ৭-১০ অধ্যায়

৩) প্রাচীর পুনর্গঠনের কাজ : ১-৭ অধ্যায়

৪) পুনর্জাগরণ ও সংস্কার : নহিমিয় ৮-১৩ অধ্যায়

ইষ্টের- এই পুস্তকটিতে যদিও কোথাও ঈশ্বরের নামের উল্লেখ নেই, তথাপি প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় ও বাক্যে রয়েছে ঈশ্বরতত্ত্বের বিষয়। এখানে ঈশ্বরের দূরদর্শিতা এবং তাঁর সাহায্যের বিষয় শিক্ষা পাই। ঈশ্বরই হলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চালক। এই পুস্তকের ঘটনাগুলো মূলতঃ তিনটি ভোজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল:

১) পারস্য দেশের রাজা অহশ্বেরশের ভোজে, যখন বষ্টী রাণী বর্জিত হন এবং মর্দখয়ের সমস্ত পথ খুলে যায়, তাঁর খুড়ততঃ বোন ইষ্টেরকে তিনি অনাথ অবস্থায় বড় করেছিলেন, রাজার সম্মুখে উপস্থাপন করার জন্য, এবং কালক্রমে ইষ্টের রাণীপদে প্রতিষ্ঠিত হন: ১ ও ২ অধ্যায়।

২) ইষ্টের রাণীর উদ্দেশ্যে ভোজের সময় যখন যিহূদীদের শত্রু হামনের দূরভিসন্ধি প্রকাশ হয় এবং সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং মর্দখয় উন্নত হন: ৭ অধ্যায়।

৩) পূরীম পর্বের্র ভোজ, যখন যিহূদীরা মহাবিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিল: ৯ অধ্যায়।

পাঠ ১০ - ইয়োব

৫টি কবিতা পুস্তকগুলির মধ্যে ইয়োব হল প্রথম। এই পুস্তকগুলি মানুষের অন্তরের অনুভূতি ব্যক্ত করে। ইয়োব পুস্তকটি হল বাইবেলের মধ্যে সব চাইতে পুরাতন। সমস্যার

কারণ সম্পর্কে ঈশ্বরের উত্তর, ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখ কষ্ট কেন? তাছাড়া এই পুস্তকে স্বর্গের দৃশ্য দিয়ে আরম্ভ করা হয়, পরে কিভাবে ইয়োব প্রাচুর্য অবস্থা থেকে বিপর্যয়ে পড়েগেলেন তা তুলে ধরা হয়েছে। এর পর থেকেই শুরু হয় ইয়োব ও তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কথোপকথন।

১) গল্পের আরম্ভ স্বর্গের দৃশ্য দিয়ে — ১:১-১২, ২:১-৬ পদ।

২) সমৃদ্ধ শালী ইয়োবের দৈন্যদশা — ১:১৩-২২ পদ, ২:৭-১০ পদ।

৩) ইয়োব ও তার চার বন্ধু ইলীফস্, বিলদদ্, সোফর এবং ইলীহূর মধ্যে কথোপকথন ২:১১-৩৭:২৪ পদ।

৪) ঘটনার চরম অবস্থায় যখন ঈশ্বর কথা বলেন ৩৮-৪২ অধ্যায়। সদাপ্রভু ইয়োবকে বলেন কোন মানুষ ঈশ্বরের দর্শন পেলে তখন তার জীবনে কিছু ঘটে। ধার্মিক ব্যক্তিদের দুঃখ কষ্টের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য হল যেন তারা নিজেদের বুঝতে পারেন, যে ঈশ্বর তাদের উন্নত করেন। প্রত্যেকটি দুঃখ ও নির্যাতনের মধ্যে প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের পরিকল্পনা আছে, তিনি আগুনের মধ্যে দিয়ে খাঁটি সোনা বের করতে চান।

পাঠ ১১ - গীতসংহিতা

গীতসংহিতা পুস্তকটি হল স্তুতি, বন্দনা, প্রার্থনা এবং আরাধনার বই। এতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে স্তুতি ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার মধ্যে ঈশ্বরের একটি সম্পর্ক আছে। বিশ্ববাসীর জীবনে সমস্ত প্রকারের অভিজ্ঞতাকে আনন্দ দুঃখ জয় ও পরাজয় এগুলোর মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে। গীতসংহিতার মধ্যে আছে খ্রীষ্ট বিষয়ক ধারণা। খ্রীষ্টের দুঃখ, কষ্ট ও তাঁর প্রায়শ্চিত্তরূপ মৃত্যুবরণ এখানে প্রকাশিত হয়েছে। কেউ কেউ গীতসংহিতাকে বাইবেলের প্রথম পঞ্চ -পুস্তকের সাথে তুলনা করেছেন:

১) আদি পুস্তক: ১-৪১ সংখ্যার গীত , এখানে আছে মানুষের আশীর্বাদপূর্ণ জীবন, পতন ও পুনরুদ্ধারের বিষয়।

২) যাত্রাপুস্তক : ৪২-৭২ সংখ্যার গীত, এখানে ভক্তের উত্থান ও পতনের জীবনে ঈশ্বরকেই একমাত্র আশ্রয়স্থল রূপে দেখানো হয়েছে।

৩) লেবীয় পুস্তক: ৭৩-৮৯ সংখ্যার গীত

৪) গণনাপুস্তক: ৯০-১০৬ সংখ্যার গীত, এখানে আছে পৃথিবী, পৃথিবীতে বিপদ ও সুরক্ষার বিষয়।

৫) দ্বিতীয় বিবরণ: ১০৭-১৫০ সংখ্যার গীত, এখানে ঈশ্বরের বাক্যের সিদ্ধতা, স্তুতি ও বন্ধনার বিষয় আছে।

পাঠ ১২ - হিতোপদেশ, উপদেশক এবং পরমগীত

শলোমন ছিলেন একজন বিখ্যাত রাজা, জ্ঞানী ও ধনবান ব্যক্তি। ৩০০০টি উপদেশ এবং ১০০৫টি গান রচনা করেন, (১ রাজা ৪:৩১, ৩২ পদ) তাছাড়া তিনি একজন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ও বিখ্যাত কারিগরও ছিলেন। যার নির্মিত মন্দির পৃথিবীতে আশ্চর্য কাজের মধ্যে একটি। হিতোপদেশ বইটিতে প্রজ্ঞার কথা লেখা আছে। বইটিকে মূলতঃ তিন ভাগ

করা যায়।

১) যুবকদের জন্য পরামর্শ : ১-১০ অধ্যায়।

২) সমস্ত মানুষের জন্য পরামর্শ: ১১-২০ অধ্যায়।

৩) রাজা ও শাসনকর্তাদের জন্য পরামর্শ: ২১-৩১ অধ্যায়।

উপদেশক পুস্তক মানুষের জীবনের অর্থ, তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষের ধারণা ও প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে মানুষের নানান যুক্তি-তর্কগুলো ঈশ্বর লিপিবদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন। লেখক শলোমন, যখন ঈশ্বরের সহযোগিতা থেকে বঞ্চি ত হয়েছিলেন, তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ও পরিণাম নাটকীয়ভাবে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। শলোমন একজন জ্ঞানী রাজা হলেও নিজের বুদ্ধি তে চলতেন না। মূল শব্দটি হল 'অসার' এবং 'সূর্যের নীচে'।

শলোমনের **পরমগীতকে** বলা হয় খ্রীষ্টীয় প্রেমের গান। এই বইটিতে চারটি বিশেষ অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়:

১) এখানে দেখানো হয়েছে বৈবাহিক জীবনের পরম প্রেম।

২) এখানে আছে ইস্রায়েলীয়দের জন্য সদাপ্রভুর প্রেম।

৩) এখানে খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ড লীর ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

৪) খ্রীষ্ট ও বিশ্বাসীদের ব্যক্তিগত জীবনের সহভাগিতা।

খ্রীষ্টের জন্য ব্যক্তিগত প্রেম বর্তমানে মণ্ড লীতে অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।

পাঠ ১৩ - যিশাইয়

১৭টি ভাববাদী পুস্তকগুলোর মধ্যে যিশাইয় হল প্রথম। ভাববাদীরা হলেন সাধারণ মানুষ যাদের ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের অন্ধ কার যুগে তুলে ধরেছিলেন ও কাজে লাগিয়েছিলেন। ভাববাদীদের যুগ হল ৯ম খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৪ শতাব্দীর মধ্যস্থ ৫০০ বছর পর্যন্ত। এই ভাববাদীরা নির্ভয়ে রাজা ও প্রজাদের সম্মুখে একইভাবে তাদের পাপ ও স্খলনের অবস্থা তুলে ধরেছেন। এখানে দুটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথমতঃ ইস্রায়েলীয়দের জীবনের অবস্থা কি রূপ ছিল ও অবশেষে যীশু খ্রীষ্টকে একজন পাপ হননকারীরূপে, তাঁর গৌরব ও মহিমাকে তুলে ধরা হয়েছে।

যিশাইয় পুস্তকটিকে বাইবেলের একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা বলা যেতে পারে। এতে রয়েছে ৬৬টি অধ্যায়, যেমন বাইবেলে ৬৬টি বই আছে। আবার বাইবেলে যেমন প্রধান দুটি ভাগ আছে, পুরাতন নিয়মের ৩৯টি অধ্যায় এবং নতুন নিয়মের ২৭টি অধ্যায় । তেমনি ই পুস্তকটিকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এই বইটাকে আবার যিশাইয়ের সুসমাচারও বলা হয়, এতে কুমারীর গর্ব্ভে যীশুর জন্ম, যীশুর চরিত্র, জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও দ্বিতীয় আগমন,এই বিষয়গুলো পরিষ্কার ও নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

পাঠ ১৪ - যিরমিয় ও বিলাপ

যিরমিয়কে ক্রন্দনরত ভাববাদী বলা হয়। যে বার্তা তাকে প্রচার করতে বলা হয়েছিল তা তাঁর হৃদয়কে বিদীর্ণ করেছিল। এই প্রকারের বার্তা সাধারণতঃ মানুষের গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। তাঁকে লোকেরা বিশ্বাসঘাতকরূপে চিহ্নিত করেছিল কারণ তিনি তাদের বলেছিলেন যে ব্যাবিলনীয়দের হাতে তাদের বন্দী হতে হবে (৩৮:১৭-২৩ পদ), অপরাধের জন্য ইস্রায়েলীয়দের একটি কাজই করতে হবে তা হল আত্মসমর্পণ। "পরজাতীয়দের যুগ" উপস্থিত এবং তার আরম্ভ ব্যাবিলন থেকেই, "সেই স্বর্ণ নির্মিত মস্তক" যা দানিয়েল তাঁর দর্শনে দেখেছিলেন।

যিরমিয় তাদের ব্যাবিলনে ৭০ বৎসর বন্দীর কথা বলেছিলেন (২৫:৯-১২ পদ), কিন্তু এই অন্ধ কারের মধ্যেও তিনি দেখতে পান এক উজ্জ্বা আলো, যিরমিয়ের ন্যায় কোন ভাববাদী ভবিষ্যতের উজ্জ্বা প্রত্যাশার কথা বলেন নি (২৩:৩-৮,৩০,৩১ পদ, ৩৩:১৫-২২ পদ)। যিরমিয় বেশ কিছু উপমা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই বার্তা তাদের কাছে কেবল গ্রহণযোগ্য ছিল না, বরং বর্জিত বলে মনে হয়েছিল, তাই শত্রুরা তার প্রাণ দাবী করেছিল।

ধরা যেতে পারে যিরমিয়ই বিলাপ পুস্তকটি লিখেছিলেন, যেখানে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ধরণের ৫টি কবিতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কবিতার সমস্ত অংশেই যে দুঃখের ভাব ফুটে উঠেছে এমন নয়, বরং মানুষের পাপের জন্য কবির ক্রন্দন কালো মেঘের আড়ালে, যেন ঈশ্বরের ধার্মিকতার সূর্য ঝক্‌ঝক্ করছে (৩:২২-২৭)।

পাঠ ১৫ - যিহিষ্কেল

যখন ইস্রায়েলীয়রা ব্যাবিলনে বন্দী তখনই যিহিষ্কেল ভাববাদীর আবির্ভাব। তিনি ইস্রায়েলীয়দের ভ্রান্ত প্রত্যাশা, যে শীঘ্রই তারা প্যালেষ্টাইনে প্রত্যাগমন করবে, সেই আশা তিনি ব্যর্থ করে দিয়ে এবং তাদের প্রিয় যিরূশালেম নগরের মর্মান্তিক ধ্বংসের সংবাদ জানিয়ে তাদের প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন।

অন্যান্য ভাববাদীদের চাইতে তার বার্তা বেশী আত্মিক ছিল কারণ তিনি ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি সেই সময়ে অন্ধ কার যুগে ঈশ্বরের বার্তা প্রচার করেছিলেন। যেহেতু লোকেরা তার কথায় কর্ণপাত করে নি, তাই তিনি নতুন পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে না দেখিয়ে চাক্ষুষ নাটকীয়ভাবে ঘটনা উপস্থাপন করেন (২৪:২৪ পদ)। যিহিষ্কেল হলেন একজন মহান ভাববাদী, তিনি মহান ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করেছিলেন। এই বইটিতে যিরূশালেমের বিনাশের কথা লেখা আছে:

১) দখলের পূর্বের অবস্থা: ১-২৪ অধ্যায়। যিরূশালেম ধ্বংসের পূর্বে ৬ বছর থেকে তার ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত সময়ের ভাববাণী করা হয়েছিল।

২) শত্রুদের দ্বারা দমন, ২৫-৩২ অধ্যায়। পরবর্তীকালে যিহূদার শত্রু ও পরজাতিদের ধ্বংসের বিবরণ।

৩) শত্রুদের বিনাশের পরের ঘটনা, ৩৩-৪৮ অধ্যায়। এখানে যিহূদীদের পুনর্গঠনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

পাঠ ১৬ - দানিয়েল

দানিয়েলকে স্বপ্নের ভাববাদী বলা হয় কারণ ঈশ্বর তাঁর কাছে গুপ্ত বিষয়গুলি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সুদূর ভবিষ্যতের ভাবি ঘটনাগুলো অনুভব করেছিলেন। তাঁর জীবনে পরিচর্যা কাজের সময়কাল ৭০ বছর। ১৬ বছর বয়েসে বন্দী হয়েছিলেন ও ৯০ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। বন্দীর পর তিনি ব্যাবিলনের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি সর্বদাই সদাপ্রভুর বিশ্বস্ত দাস ছিলেন, এটাই তাঁর বড় পরিচয়। এই পুস্তকের রূপরেখা:

১) দানিয়েলের গুপ্ত জীবন (১:১-২:৩ পদ)।

২) দানিয়েলের সাধারণ জীবন ও পরজাতিয়দের প্রভাবের চিত্র (২:৪-৭:২৮ পদ)।

৩) দানিয়েলের দর্শনগুলো — জাতির ঐতিহাসিক ভাববাণী (৮-১২ অধ্যায়)।

পাঠ ১৭ - হোশেয়, যোয়েল ও আমোষ

হোশেয় হল ১২টি গৌণ ভাববাদী পুস্তকগুলোর প্রথম। এদের গৌণ ভাববাদী বলা হয়, কারণ এদের তথ্য ও বিষয়বস্তু অন্য ভাববাদীর তুলনায় কম। হোশেয় শব্দের অর্থ হল পরিত্রাণ, হোশেয়কে উত্তর রাজ্যের যিরমিয় বলা হয়। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু ঈশ্বর মনোনীত করেছিলেন, যেন তিনি একগুঁয়ে ইস্রায়েলীয়দের কাছে অপরিবর্তিত ঈশ্বরের প্রেমের কথা প্রচার করেন।

এখানে হোশেয়কে একজন বেশ্যার সাথে বিবাহ করতে বলা হয়, পরে তিনি দুটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম দেন। সেই বেশ্যা স্ত্রী বিবাহের পরেও সেই বেশ্যাবৃত্তি চালিয়ে যাওয়ায় হোশেয় তাকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ঈশ্বর হোশেয় ভাববাদীকে আদেশ করেন যেন তিনি সেই বেশ্যা স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করেন ও ভালবাসেন।

এখানে মূল শিক্ষার বিষয় হল, যদিও সমগ্র ইস্রায়েল ঈশ্বরের কাছে অবিশ্বস্ত ছিল, তথাপি ঈশ্বর তাদের ভালবাসেন ও পুনরায় তাদের মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনতে চান। পুস্তকটির রূপরেখা:

১) ভাববাদী ও তাঁর অবিশ্বস্ত স্ত্রী, গোমর (১-৩ অধ্যায়)।

২) ঈশ্বর ও অবিশ্বস্ত জাতি ইস্রায়েল (৪-১৪ অধ্যায়)।

যোয়েল হল যিহূদার ভাববাদী। এই পুস্তকটি লেখার সময় লোকেরা পঙ্গপাল ও মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছিল। তিনি এই সমস্ত ঘটনাগুলোকে ভবিষ্যতের বিচার সম্বন্ধে

বলতে গিয়ে ৫বার যে শব্দটি ব্যবহার করেন তা হল 'প্রভুর দিন'।

এই পুস্তকে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার মূল বিষয় হল আত্মিক পরিত্রাণ করা। তার ভাববাণীতে তিনি বলেছেন ঈশ্বর মর্ত্তে মানুষের অন্তরে নিজ আত্মা সেচন করবেন (২:৩২ পদ, ৩:১৮ পদ), নতুন নিয়মে পঞ্চাশত্তমীর দিনে এই প্রতিজ্ঞাটি পূর্ণ হয়েছিল (প্রেরিত ২:১৬)।

আমোষ ছিলেন একজন পশুপালক। তাঁর বার্তার অধিকাংশই ছিল উত্তরাঞ্চলের রাজ্যের জন্য। তিনি একমাত্র ঈশ্বরকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করতেন না। তিনি তার প্রচার আরম্ভ করেন, ৬টি প্রতিবেশী রাজ্যের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের আসন্ন বিচার ঘোষণার মাধ্যমে। পরে তিনি নিজস্ব জাতি যিহূদা ও ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে ভাববাণী ঘোষণা করেন।

পাঠ ১৮ - ওবদিও, যোনা ও মীখা

ওবদিয় পুস্তকটি হল পুরাতন, সবচাইতে সংক্ষিপ্ত বই, এতে একটা পৃষ্ঠা ও ২১টি পদ আছে। কিন্তু এটি বর্তমান সময়ের জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ ভাববাণী। এখানে ইদোমের বিরুদ্ধে ভাববাণী করা হয়েছে। এতে দুটি বিশেষ বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে — গর্বিত ও বিদ্রোহীর বিনাশ, কিন্তু মৃদুশীল ও নম্রদের উদ্ধার। ইদোম হল এষৌয়ের বংশধর যিনি নিজ জ্যেষ্ঠাধিকার হারিয়েছিলেন — তাই ইদোম ছিল ইস্রায়েলদের চিরশত্রু। ওবদিয় যেমন ভাববাণী করেছিলেন সেই প্রকারে ইদোমের ধ্বংসও বাস্তবে ঘটেছিল।

ওবদিয়, অন্যান্য ভাববাদীদের ন্যায় ভাববাণী করেছিলেন, যেমন: আসন্ন প্রভুর দিন সম্পর্কে ও মশীহের রাজ্য স্থাপনের বিষয়।

যোনা ভাববাদী পুস্তকে ভাববাণী নেই, যদিও তিনি একজন ভাববাদী ছিলেন। এখানে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়, তা হল পৃথিবীর ইতিহাসে সব চাইতে মহৎ একটি ঘটনা, যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ইঙ্গিত। এখানে যা পাওয়া যায় তা হল ঈশ্বর চারটি এমন কিছু সৃষ্টি করেছিলেন তার বিবরণ: একটি প্রকাণ্ড মাছ (১:১৭), এরণ্ড বৃক্ষ (৪:৬), একটি কীট (৪:৭), প্রচণ্ড পূর্বীয় বায়ু (৪:৮)। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে ঈশ্বর তার ভাববাদীর তত্ত্বাবধান করেছিলেন। এখানে লক্ষণীয় দুটো বিশেষ বিষয় হল: প্রকাণ্ড মাছ দ্বারা যোনার গ্রাস এবং একজন বিদেশী প্রচারকের প্রচারে নীনবীর পরজাতিদের বিপুল সংখ্যায় মন পরিবর্তন।

দুটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হল— প্রথমতঃ, যোনা যীশুর মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থানের প্রতীক। দ্বিতীয়তঃ, যোনা হলেন অবাধ্য ইস্রায়েলের প্রতীক, পৃথিবী দ্বারা কবলিত, যাকে বের হয়ে আসতে হবে খ্রীষ্টের আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে, যখন ইস্রায়েল ব্যাপকভাবে ঈশ্বরের সাক্ষী হতে পারবে।

মীখা ভাববাদী যিরূশালেমের বিচার সম্বন্ধে এবং ইস্রায়েল নগরগুলো বিরুদ্ধে ভাববাণী করেন। তিনি আশার বাণীতে বিশেষ তৎপর হন। তিনি অমঙ্গল এবং বিচারের বিষয়গুলোর মধ্যে ঈশ্বরের গৌরবপূর্ণ দিন দেখতে পেয়েছিলেন — যখন খ্রীষ্ট রাজত্ব করবেন, মশীহ্

আসবেন (৪:৮)। মশীহ্ বৈথলেহমে জন্মগ্রহণ করবেন (৫:২-৪)।

মীখার তিনটি বার্তার মধ্যে সতর্কীকরণের বিষয় লক্ষ্য করা যায় "শোন" শব্দের মাধ্যমে:

১) প্রথমটি সমস্ত মানুষের উদ্দেশে (১:২)।

২) দ্বিতীয়টি ইস্রায়েল নেতাদের উদ্দেশে (৩:১)।

৩) তৃতীয়টি হল ইস্রায়েল জাতির কাছে তাঁর ব্যক্তিগত অনুরোধ — অনুতাপ সহকারে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসা (৬:১)।

পাঠ ১৯ - নহূম, হবক্কূক ও সফনিয়

নহূম ভাববাদী পুস্তকের বিষয়বস্তু হল নীনবী নগরের ধ্বংসের বর্ণনা, যার বিষয়ে যোনা সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। যোনা দ্বারা নীনবীতে উদ্দীপনা আসে। এর ১৫০ বছরের পর নহূম পুস্তকটি লেখা হয়েছিল। নীনবীর লোকদের অনুতাপ দীর্ঘ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল না। তাদের পুরাতন পাপময় জীবনে ফিরে যাওয়ার দরুন নীনবী ধ্বংস হয়েছিল (৩:১-৭)।

নীনবী হল সমগ্র মানবজাতির এক প্রতীক, যারা ঈশ্বরের দিকে নিজেদের পশ্চাৎ ফিরিয়ে দিয়ে। যে সমস্ত লোক বা জাতি স্বেচ্ছায় ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দেয়, ঈশ্বরও স্বেচ্ছায় তাদের জীবনে সমুচিত পরিণাম ঘটতে দেন।

হবক্কূক ভাববাদী প্রশ্ন করেছিলেন এবং তাঁর উত্তরও পেয়েছিলেন। প্রশ্নটি হল, "দুষ্ট লোকের কেন উন্নতি হয়"? সমস্ত সমস্যার মধ্যে হবক্কূক প্রার্থনা পূর্বক ধৈর্য্য সহকারে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন (২:১)।

তার প্রার্থনার ফলস্বরূপ ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশিত হয়েছিল (৩:১-১৬)।

মণ্ডলী সংস্কারের সময় হবক্কূকের বাক্য "ধার্মিক বিশ্বাস হেতু বাঁচিবে" (২:৪) বিশেষ স্থান পেয়েছিল। এই বাক্যটি নতুন নিয়মে বারংবার উল্লেখিত হয়েছে। রোমীয় ১:১৭ পদ, গালাতীয় ৩:১১ পদ এবং ইব্রীয় ১০:৩৮ পদ।

সফনিয় ভাববাদীতে প্রধানতঃ ঈশ্বরের ক্রোধ ও বিচারের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে (১:১৫ এবং ইব্রীয় ১০:৮)। তথাপি এর মধ্যে লুকিয়ে আছে ঈশ্বরের প্রেম (৩:১৭)। সফনিয় বিভিন্ন প্রকারের পৌত্তলিকতার প্রচলনকে তিরস্কার করেছেন। যোশিয় রাজার সময়ে যে উদ্দীপনা দেখাগিয়েছিল তার বিশেষ অবদান ছিল সফনিয়ের।

এই পুস্তকটির আরম্ভ হয় দুঃখপূর্ণভাবে কিন্তু সমাপ্ত করা হয় গানের মাধ্যমে।

পাঠ ২০ - হগয়, সখরিয় ও মালাখি

ভাববাদী পুস্তকগুলোর অধিকাংশই ইস্রায়েল জাতির বন্দিত্বের পূর্ব ঘটনা বর্ণনা করে। এদের মধ্যে যিহিষ্কেল ও দানিয়েল ভাববাদী তাদের বন্দিত্বের সময়ে ভাববাণী করেছিলেন।

অপর তিন জন, অর্থাৎ সখরিয়, হগয় ও মালাখি ইস্রায়েলীয়দের বন্দী হওয়ার পর ভাববাণী করেছিলেন।

হগয়ের মনে ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যিরূশালেম মন্দিরের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস। লোকদের কাজের মন্দ গতি দেখে তিনি তাদের ভর্ৎসনা করেছিলেন, পরে তিনি নিজেই এই মহৎ কাজে তাদের সাহায্য করেন এবং উৎসাহ দেন। পুস্তকটি তিনি চারমাস সময়ের মধ্যে লিখেছিলেন, যা চারটি বিশেষ বার্তায় বিভক্ত। তার এই কঠোর অনুযোগ ও কর্তব্য পালনের বিষয়ে শিক্ষার ভাল ফল এনেছিল। ফলে লোকেরা অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে আরম্ভ করেদিয়েছিল (১:১২-১৫)।

সখরিয় একজন যুবক ভাববাদী ছিলেন। তিনি বন্ধু হগয়ের পাশে দাঁড়িয়ে ইস্রায়েলীয়দের মন্দির নির্মাণ কাজে প্রেরণা দিয়েছিলেন এবং তাদের সতর্ক করেদিয়েছিলেন, যেন তারা তাদের পিতৃপুরুষদের ন্যায় ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য না হয়। তিনি ইস্রায়েলীয়দের সম্মুখে পুরুষানুক্রমে চিরাচরিত বর্ধিষ্ণু আশীর্বাদের একটি চিত্র অঙ্কন করেছিলেন, যা তারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভোগ করতে সক্ষম হবে।

যিশাইয় ছাড়া সখরিয় ভাববাদীও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবের কথা অগ্রিম ঘোষণা করেন। সুদূর ভবিষ্যতের ঘটনা তিনি যেন চাক্ষুষ দেখতে পান, সেই ত্রাণকর্তাকে প্রথমে নম্রতা ও নির্যাতিত অবস্থায় ও পরে পরাক্রমে ও মহিমার মধ্যে তিনি দেখেছিলেন।

মালাখি ভাববাদী হল পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে একটি সেতু। মালাখি ভাববাদীর পর প্রায় ৪০০ বছর নিস্তব্ধতার পর যোহন বাপ্তাইজক নতুন নিয়মে প্রথম বার্তা ঘোষণা করেছিলেন, "তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর।"

পুরাতন নিয়ম শেষ হয় "অভিশপ্ত" শব্দটি দিয়ে। কিন্তু নতুন নিয়ম শেষ হয় "আশীর্বাদ" শব্দ দিয়ে। উদ্দীপনার সময়ের পর লোকদের আত্মিক জীবন শিথিল হয়েগেছিল। এর ফলে তাদের নৈতিক চরিত্র ভ্রষ্ট হয়েছিল। তখন মালাখি অনুযোগের মাধ্যমে একজন সংস্কারক হিসাবে তাদের উৎসাহ দেন (নহিমিয় ১০:২৮-৩৯)।

মালাখিতে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের বিবরণ পাঠ করুন যার জন্য আমরা সকলে অপেক্ষা করে আছি (৩:১৬-৪:৩)।

দ্বিতীয় ভাগ
নতুন নিয়মের পুস্তকসমূহ

পাঠ ২১ - সুসমাচারগুলোর ভূমিকা

'সুসমাচার' শব্দের অর্থ হল 'শুভ সংবাদ'। এখানে চারজন লেখককে প্রচারক বলা হয়, যারা শুভবার্তা বহন করেছিলেন। মথি, মার্ক এবং লূক — এই তিনটি সুসমাচারকে সিনপ্টিক্ (সমদৃষ্টি সম্পন্ন বিবরণ) বলা হয়, কারণ যোহনের সুসমাচার ছাড়া এই তিনটি সুসমাচার

খ্রীষ্টের জীবন ও কার্যকে একই দৃষ্টিভঙ্গীতে উপস্থাপন করেছে।

এই প্রথম তিনটি সুসমাচারে গালীলকে কেন্দ্র করে যীশুর সেবামূলক কাজগুলোর বিষয় লেখা হয়েছে, যোহনের সুসমাচারটিতেও যীশুর আশ্চর্য কাজ, দৃষ্টান্ত এবং পবর্বতে দত্ত উপদেশগুলো পাওয়া যায়, কিন্তু যোহন যীশুর জীবনী ও শিক্ষার গভীরতত্ত্ব প্রকাশ করেন। এছাড়া যীশুর কথোপকথন এবং প্রার্থনার অবস্থা তুলে ধরেন। তিনটি সুসমাচারে যীশুকে কর্মরত অবস্থায় দেখানো হয়েছে। কিন্তু যোহন দেখিয়েছেন যীশুর ধ্যানমগ্ন জীবন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর সহভাগিতা।

ভাববাদীরা যা বলেছিলেন সেগুলো যীশু খ্রীষ্টের পার্থিব জীবন ও তার মহাপ্রায়শ্চিত্ত কার্যের বিষয়ই প্রকাশ করে, আর শিষ্যদের পত্রাবলীতে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

সুসমাচারগুলো হল উৎস। এতে আছে **কখন** এবং **কীভাবে** খ্রীষ্ট আসবেন। পত্রাবলীতে পাওয়া যায় **কেন** এবং **কীসের** জন্য খ্রীষ্ট আসবেন।

পাঠ ২২ - মথি

মথি যীশুকে এক রাজা হিসাবে দেখিয়েছিলেন, তিনি মূলতঃ যিহূদীদের জন্য লিখেছিলেন, তিনি যীশুকে "দায়ূদ সন্তান হিসাবে তুলে ধরেন। প্রথম অধ্যায়ে যীশুর রাজকীয় বংশাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়, যার উৎস হল অব্রাহাম। এই সুসমাচারের পুরাতন নিয়মের ২৯টি উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই ব্যাপক ব্যবহার অন্য কোন সুসমাচারে পাওয়া যায় না, এখানে মশীহ্ সংক্রান্ত সমস্ত ভাববাণী কিভাবে পূর্ণ হয়েছিল তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

মথি ছিলেন রোম সাম্রাজ্যের কফরনাহূম অঞ্চলের একজন করগ্রাহী যখন যীশু তাকে আহ্বান করেন (৯:৯, ১০:৩)। অন্য সুসমাচারে দেখানো হয়েছে মথি, যীশুর জন্য ভোজ প্রস্তুত করেছিলেন এবং সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে যীশুর অনুগামী হয়েছিলেন। তিনি যে একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। মথি লিখিত সুসমাচার হল ঈশ্বরের অভিষিক্ত ব্যক্তি মশীহের সুসমাচার। এটি লেখার মূল উদ্দেশ্য হল যে নাসরতীয় যীশু হলেন সেই প্রত্যাশিত মসীহ্ যার বিষয়ে মোশি ও অন্যান্য ভাববাদীরা লিখেছিলেন।

কেবল মথিতেই পাওয়া যায় পূর্বদেশ থেকে পণ্ডিতদের আগমনের কথা। এ ছাড়া পবর্বতীয় উপদেশে পাওয়া যায় স্বর্গরাজ্যের সংবিধান। যেহেতু এটি রাজার সুসমাচার, সেহেতু এখানে প্রায় ৫৫ বার "স্বর্গরাজ্যের " শব্দটি উল্লেখ করা আছে।

মথি ২৪ এবং ২৫ অধ্যায়ে যীশুর অধিকাংশ বক্তব্য তার দ্বিতীয় আগমনকে কেন্দ্র করে।

মথিতে যীশুর স্বর্গারোহণের কথা লেখা নেই, এখানে মশীহের পার্থিব জীবনের মধ্যেই যবনিকা টেনে দেওয়া হয়েছে। কারণ পৃথিবীতেই এই দায়ূদ সন্তান তার গৌরবময় শাসন কাজ চালাবেন।

পাঠ ২৩ - মার্ক

মার্ক যীশুকে ঈশ্বরের দাসরূপে দেখিয়েছেন। তিনি রোমীয়দের জন্য লিখেছিলেন, তাই যীশুর বংশের কোন তালিকা নেই। কেন? তার কারণ একজন দাসের বংশতালিকা কেউ জানতে চাইবেন না।

লেখকের নাম যোহন মার্ক, মরিয়মের পুত্র এবং তিনি বার্ণবার খুড়তুত ভাই ছিলেন। পৌল ও বার্ণবার সঙ্গে মার্ক আন্তিয়োখিয়াতে যান, সেখানে দুজনের মধ্যে বিবাদ ঘটেছিল (প্রেরিত ১২:২৫, ১৩:৫)। দারুণ কষ্টের ফলে হয়তো মার্ক তাদের ত্যাগ করে চলে যান (প্রেরিত ১৩:১৩)। পরিশেষে তিনি পৌলের এক বিশেষ পরিচারক হয়ে যান (কলসীয় ৪:১০, ১১; ২ তীমথিয় ৪:১১)। তার পরবর্তী জীবনের পিছনে পিতরের অবদান আছে, তাই পিতর তাকে সম্বোধন করে বলেন "আমার পুত্র" (১ পিতর ৫:১৩)। এই সুসমাচারে পিতরের প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়।

সুসমাচারগুলোর মধ্যে এটি সব চাইতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এতে আছে কাজ ও সফলতার অনেক বিবরণ। মার্ক এই সুসমাচারটি রোমে থাকাকালীন রোমীয়দের জন্য লিখেছিলেন। রোমীয়রা অত্যন্ত ব্যস্ত ও কাজের লোক ছিল। তারা ক্ষমতা ও কার্যের ওপর খুবই বিশ্বাস করতো। তারা কথার থেকে কাজকে অধিক প্রাধান্য দিত। পুরাতন নিয়মের উক্তিগুলো তাই খুব কম মাত্রায় এখানে উল্লেখ আছে। এতে আছে মাত্র একটি দৃষ্টান্ত এবং ভূমিকাটি খুব সংক্ষিপ্ত। কিছু কিছু শব্দ যেমন: তৎক্ষণাৎ, এমনি, পরেপরেই, প্রায় ৪০ বার পাওয়া যায়, অর্থাৎ ঘটনাগুলোর মধ্যে দ্রুতগতি লক্ষ্য করা যায়। যীশুর আশ্চর্য কাজগুলো বিশেষস্থান পেয়েছে। প্রায় ২০টি ঐ প্রকারের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে।

পাঠ ২৪ - লূক

লূক যীশুকে একজন সিদ্ধ পুরুষ হিসাবে দেখিয়েছিলেন। তিনি যেহেতু গ্রীকদের জন্য লিখেছিলেন তাই বংশাবলির আরম্ভ অব্রাহাম থেকে না করে প্রথম পুরুষ আদম থেকে দেখিয়েছেন। যীশু এক জন সিদ্ধ পুরুষ, তাই তাঁকে প্রার্থনায় রত অবস্থায় এবং দূতগণ দ্বারা সেবিত দেখা যায়।

লূক একজন চিকিৎসক ও পৌলের সঙ্গী ছিলেন। নূতন নিয়মের লেখকদের মধ্যে কেবল তিনিই ছিলেন একজন পরজাতি। তিনি একজন সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ ছিলেন।

এই সুসমাচারটি পাপী মানুষদের জন্য লেখা। তিনি দেখিয়েছেন যীশু কিভাবে মানবজাতির প্রতি করুণাবিষ্ট হয়ে তাদের পরিত্রাণ করবার জন্য নিজেই মানবরূপ ধারণ করেন।

ডাক্তার লূক যীশুর অলৌকিক জন্মের পূর্ণ বিবরণ দেন। তিনিই একমাত্র উল্লেখ করেছেন যে মেষপালকেরা শিশু যীশুকে দর্শন করতে গেছিলেন, ১২ বছর বয়েসে যীশু মন্দিরে যান। এছাড়াও মানুষ হিসাবে যীশুকে কাজ করতে, দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে দেখা যায়।

৬টি আশ্চর্য কার্যের ঘটনার মধ্যে ৫টি রোগী সুস্থ হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কেবল লূকই মহাযাজকের দাসের কর্ণচ্ছেদন ও তাকে সুস্থ করার ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন (২২:৫১)।

লূক লিখিত সুসমাচারটি পৃথিবীর উপেক্ষিত ও দলিত লোকদের জন্য লেখা, বিশেষ বিবরণ। তিনি নারীত্বের সম্বন্ধেও লিখেছেন। এতে সুন্দর কবিতাও আছে। তিনি প্রভুর প্রার্থনাশীল জীবনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

পাঠ ২৫ - যোহন

যোহন যীশুকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে দেখিয়েছেন। এখানে অধিকাংশ উদাহরণ ও আচরণের দ্বারা যীশুর ও ঈশ্বরের মধ্যে গভীর সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

লেখক হলেন যোহন, সিবদিয়ের পুত্র (বা বজ্রের পুত্র), যীশু যাকে ভালবাসতেন। যোহনের পিতা সিবদিয় একজন দক্ষ জেলে ছিলেন। মা শালেম ছিলেন ঈশ্বরভক্ত মহিলা ও যীশুর অনুগামী। তাঁর ভ্রাতা যাকোব।

যোহন এটি অন্যান্য লেখকদের চাইতে প্রায় এক যুগ ধরে লিখেছিলেন। সম্ভবতঃ তার বয়স যখন ২৫ তখন যীশু তাকে আহ্বান করেছিল। ৮০ - ১০০ খ্রীষ্টাব্দে তাকে পাটম দ্বীপে নির্বাসনে যেতে হয়, তখন যোহন লিখিত সুসমাচারটি ছাড়া নতুন নিয়মের সবকটা বই লেখা হয়েগেছিল।

যোহনের বার্তায় উৎকৃষ্ট বাণী ও মহান দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়, যা অন্য সুসমাচারে দেখা যায় না। যোহনে যীশু, ঈশ্বর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ৩৫ বার উল্লেখ করেছেন 'আমার পিতা'। এছাড়া যীশু কথা প্রসঙ্গে ২৫ বার বলেছেন "সত্য সত্য" বলিতেছি, এতে তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রকাশিত হয়।

যোহনের লেখার উদ্দেশ্য এই যেন লোকেরা বিশ্বাস করে যীশুই সেই খ্রীষ্ট এবং এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি ৭টি সাক্ষ্য উল্লেখ করেন (১:৩৪,৪৯, ৬:৬৯, ১১:২৭, ২০:২৮, ৩১ এবং ১০:৩৬ পদ)। ৭টি আশ্চর্য কার্যের বিবরণ পাওয়া যায় (২:১-১১, ৪:৪৬-৫৪, ৫:১-৪৭, ৬:১-১৪, ১৫-২১, ৯:১-৪১ এবং ১১-১-৫৭ পদ)। খ্রীষ্টের উক্তি 'আমি' শব্দটি তার ঈশ্বরের চরিত্র প্রকাশ করে।

পাঠ ২৬ - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী

লূক তার সুসমাচারে যীশু খ্রীষ্ট পৃথিবীতে কি কাজ আরম্ভ করেছিলেন তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। আর প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণীতে সেই কাজ কিভাবে পবিত্র আত্মা দ্বারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেল তার বর্ণনা পাওয়া যায়। লূক লিখিত সুসমাচারে যীশুর স্বর্গারোহণ দিয়ে শেষ করা হয়, আর প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণীতে তা শুরু করা হয়।

প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণ হল প্রেরিতদের জীবনে পবিত্র আত্মার কাজের বিবরণ।

এখানে পবিত্র আত্মার নাম প্রায় ৭০ বার ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে পবিত্র আত্মার বিকল্প শব্দটি ৩০ বারের বেশী উল্লেখ আছে।

এই বইটি আরম্ভ হয় যিরূশালেমে প্রচারের মধ্যে দিয়ে, যিরূশালেম ছিল যিহূদীদের প্রধান শহর। আর এই বইটি শেষ করা হয় রোমের প্রচার দিয়ে, রোম ছিল বিশ্বের প্রধান শহর। প্রেরিতেরা একটি যুগের মধ্যেই তথাকথিত বিশ্বের সর্বস্থানে ও সর্বজাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন (কলসীয় ১:২৩)। প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ ১-১২ অধ্যায়ে যিহূদীদের কাছে পিতরের সাক্ষ্য ও প্রচার উল্লেখ করা হয়েছে। তার প্রচারের মূল বক্তব্য ছিল 'অনুশোচনা কর' ও 'মন ফিরাও'। প্রেরিতদের কার্য-বিবরণী ১৩-১৮ অধ্যায়ে পরজাতিদের নিকট পৌলের সাক্ষ্য ও প্রচার পাওয়া যায়। পৌল বলেন, 'বিশ্বাস কর'।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ হল প্রচার কার্যের একটি সাহায্যকারী বই। এখানে প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য কি সে বিষয়ে জানা যায় — তা হল মানুষকে এই জ্ঞানের কথা জানানো যে যীশু খ্রীষ্টই হলেন একমাত্র ত্রাণকর্তা। প্রথম মণ্ড লী তার নিজস্ব চিন্তাধারায় ও পরিকল্পনায় অগ্রসর হয়েছিল — তারা তাদের কার্যের কেন্দ্রস্থলটি বেছে নিয়েছিল একটি জনবহুল আশাজনক এলাকা। তারা পবিত্র আত্মার উপর নির্ভরশীল হয়ে এই কাজে মহা উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পৌলের প্রচার অভিযানে তিনটি যাত্রা হল বর্তমান সময়ে প্রচার কাজ ও সেই কাজে সফলকামী হওয়ার অদ্বিতীয় উদাহরণ।

পাঠ ২৭ - রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

রোমীয়দের প্রতি পত্রটি হল নতুন নিয়মের পত্রগুলোর মধ্যে প্রথম। যেহেতু পৌল ১৩টি পত্র লিখেছিলেন, সেহেতু এই পত্রগুলোকে পৌলীয় পত্রাবলী নামে অভিহিত করা হয় (এদের মধ্যে ইব্রীয় পুস্তকটি সম্বন্ধে যদিও সঠিক জানা নেই)। রোম সাম্রাজ্যের নাগরিক, গ্রীকদের শিক্ষা ও ইব্রীয়দের ধর্ম কর্ম — এই সমন্বয়ের ফলে পৌলের জীবন ও কার্যের মধ্যে অনেকখানি প্রভাব এনেছিল।

নিস্তার পর্বের সময় রোম থেকে অসংখ্য পর্যটক যিরূশালেমে এসেছিল। সেখানে পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতরের প্রচারে পবিত্র আত্মার দ্বারা তাদের জীবন পরিবর্তিত হয়েছিল। রাজধানীতে ফিরে গিয়ে তারা মণ্ড লী স্থাপন করেছিল। ২৮ বছর পর যখন পৌল তা পরিদর্শন করেন তখন তিনি ভীষণ উৎসাহী হয়েছিলেন, সেই কারণে তিনি করিন্থীয় থেকে এই পত্রটি তাদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, এছাড়া সুসমাচার প্রচারের তৃতীয় যাত্রায় তিনি সেখানে তিন মাস কাটান।

এই পত্রে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে একজন অপরাধী ঈশ্বরের নির্ধারিত উপায়ে ধার্মিক হতে পারেন। এটা আমাদের পরিত্রাণ সম্পর্কীয় বিষয়ের একটি মূল্যবান তথ্য।

রূপরেখা: ১-১৮ অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক জীবনের মৌলিক শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথম

তিনটি অধ্যায়ে মানুষের পাপপূর্ণ জীবনের চরম অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে (১:১৮, ৩:২০)। ঈশ্বরের ধার্মিকতা যীশু খ্রীষ্টের মহাপ্রায়শ্চিত্ত কাজের উপর বিশ্বাস করে পাওয়া যায় (৩:২১, ৫:১১)। তারপর শুচিকৃত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনযাপন (৫:১২, ৮:৩৯)। ৯-১১ অধ্যায়ে আমরা যা পাই তা হল সমগ্র ইতিহাসে ইব্রীয় ও ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে ঈশ্বরের ব্যবহার।

শেষের চারটি অধ্যায়ে (১২-১৬) বিশ্বাসীদের দৈনন্দিন, জীবনের কাজ ও কর্তব্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

পাঠ ২৮ - ১ম ও ২য় করিন্থীয়

পৌলের সময়ের রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করিন্থীয় শহর ছিল পাপের একটি ঘাঁটি। সেখানকার লোকেরা ছিল মাংসিক ও জাগতিকতায় পূর্ণ। গ্রীস দেশের মধ্যে এটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ শহর। এখানকার লোকদের ধন-সম্পত্তির পরিমাণ ছিল কল্পনাতীত। এখানকার লোকদের নৈতিক চরিত্র ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের এবং নৈতিক ভ্রষ্টতার চরম দৃষ্টান্ত।

মানুষের এই চরম অবনতির জন্য পৌল করিন্থীয়তে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, পরে সেখানে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী স্থাপিত হয়। পৌল এই দুটি পত্র ঐ মণ্ডলীর উদ্দেশ্যেই লেখেন।

করিন্থীয় থেকে কয়েক জন প্রতিনিধি পত্র নিয়ে পৌলের কাছে এসেছিলেন (৭:১; ১৬:১৭)। **প্রথম করিন্থীয়** পত্রটি হল সেই মণ্ডলীর অধ্যাত্মিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে তার উত্তর। মাংসিক অভিলাষ ও জাগতিকতা মণ্ডলীর লোকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। একজন অন্যের বিরুদ্ধে মামলা ও পবিত্র প্রভুর ভোজে মিলিত হয়ে অপরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা মণ্ডলীতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকদের মণ্ডলীতে অশ্লীল আচরণ, মণ্ডলীর সদস্যপদকে কেন্দ্র করে তর্ক, বিবাহ ও আত্মিকদানের ওপর বাক্-বিতণ্ডা ইত্যাদি দেখা যায়।

পৌল ১৫ অধ্যায়ে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে নানান প্রমাণ তুলে ধরেন। পৌল তার **২ করিন্থীয়** পত্রটিতে তার প্রথম পত্রটি কিভাবে তারা গ্রহণ করেছিলেন সেই বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং নিজ প্রেরিতত্বের বিষয় পুনরায় দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করেন। তাছাড়াও এখানে পৌল তার ব্যক্তিগত ঘটনাগুলো উল্লেখ করেছেন যা অন্য পত্রগুলোতে পাওয়া যায় না। এই পত্রটির আরম্ভ আনন্দ দিয়ে (১:৩), শেষ হয় আনন্দ দিয়ে (১৩:১১)।

পাঠ ২৯ - গালাতীয়

পৌল তাঁর দ্বিতীয় প্রচার অভিযানে এই মণ্ডলীটি গালাতীয় গ্রাম্য অঞ্চলে স্থাপন করেন। ব্যবস্থাবেত্তারা যারা পৌলকে অনুসরণ করে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মণ্ডলীতে ভুল শিক্ষা দিয়েছিল। সেই ভুল শিক্ষাটি হল 'কাজের দ্বারা পরিত্রাণ লাভ'। তাই তারা মণ্ডলীকে পুনর্বার সামাজিক বিধি ব্যবস্থা পালন করার জন্য বিশেষ জোর দিয়েছিল। কিন্তু পৌল তাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মানুষ নিজের চেষ্টায় ও ভাল কাজের ফল দ্বারা খ্রীষ্টের

সান্নিধ্যে আসতে পারে না। মানুষের পরিত্রাণ কেবল খ্রীষ্ট যীশুর ওপর বিশ্বাস দ্বারাই হয়। পৌল লোকদের ঐ ভ্রান্ত শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রটি লেখা ভীষণ জরুরী বোধ করেছিলেন (৬:১১)।

এই পত্রটি হল খ্রীষ্টিয় জীবনে স্বাধীনতার স্বীকারোক্তি। এখানে অনুগ্রহ, ও ব্যবস্থা পালনের মধ্যে দ্বন্দ্ব আনা হয়েছে।

এই পত্রটি হল একটা সুদৃঢ় কঠোর ও জরুরী বার্তা। এখানে বিচার অথবা স্তব অথবা ধন্যবাদ, এই বিষয়গুলির উল্লেখ নেই। কারও নামও উল্লেখ নেই। এখানকার ভাবাবেগ বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ, তাই এটাকে যুদ্ধের পত্রও বলা হয়। এই পত্রটি ছিল মার্টিন লুথারের প্রিয় বই। বিশ্বাস দ্বারাই পরিত্রাণ এই সত্যকে দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যা বাইবেলের অন্য কোথাও এত স্পষ্ট হয় নি।

পাঠ ৩০ - ইফিষীয়

পৌলের অন্যান্য চারটি কারাগারের পত্রগুলোর মধ্যে এটি প্রথম (অন্যগুলি ফিলিপীয়, কলসীয়, ও ফিলীমন)। এখানে মণ্ডলীর নিগূঢ়তত্ত্ব বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। এটিকে পৌলের পবিত্রতম বা তৃতীয় স্বর্গের বই বলা হয়।

পৌল তাঁর দ্বিতীয় প্রচার অভিযানে পবিত্র আত্মা দ্বারা বাধা পেয়েছিলেন যেন তিনি এশিয়ার প্রধান কেন্দ্রস্থল ইফিষে প্রবেশ না করেন। তাই তিনি ইউরোপ মহাদেশের করিন্থ পর্যন্ত গিয়ে ইফিষের পথ দিয়ে ফিরে আসেন। তাঁর তৃতীয় প্রচার অভিযানে তিনি আবার ইফিষে ফিরে আসেন এবং দুই দিন সেখানে পরিচর্যা করেন (প্রেরিত ১৮:১৯, ১৯:৮-১০)। ইফিষের লোকেরা অন্যদের কাছ থেকে নয় কিন্তু পৌলের কাছ থেকে বাইবেলের সুন্দর শিক্ষা লাভ করেন, পৌল এখানে যদিও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি ইফিষের মণ্ডলীকে ভীষণ ভালবাসতেন।

বইটির রূপরেখা:

১) বিশ্বাসীদের অবস্থান— "খ্রীষ্টেতে", "স্বর্গীয়স্থানে," ১-৩ অধ্যায়।

২) বিশ্বাসীদের জীবনযাপন, ৪-৬ অধ্যায়।
   মণ্ডলীগতভাবে - ৪ অধ্যায়
   নৈতিক চরিত্রে - ৫ অধ্যায়
   সামাজিকভাবে - ৫:২১-৬:৯ পদ
   যোদ্ধা হিসাবে - ৬:২০-২৪

পাঠ ৩১ - ফিলিপীয় ও কলসীয়

এই পত্রগুলো ইফিষীয় ও ফিলীমনের মত কারাগারে লেখা। **ফিলিপীয়** পত্রটি হল ধন্যবাদ দেওয়ার পত্র যা পৌল ইপাফ্রাদীতের হাতে ফিলিপীয়ের মণ্ডলীতে পাঠিয়েছিলেন।

এখানে পৌল ও তীমথিয় তাদের পাঠানো দানের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান।

পৌল ফিলিপীয় মণ্ডলীকে ভালবাসতেন, নদীতীরে মহিলাদের একটি দলের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে, তাদের মধ্যে লুদিয়া ছিলেন একজন বিশ্বাসী। পরে পৌল ও শীলকে বেত্রাঘাত করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তারা যখন মধ্যরাতে ঈশ্বরের উদ্দেশে গান ও প্রার্থনা করছিলেন, হঠাৎ এক মহাভূমিকম্পে সমস্ত কারাগারটি কেঁপে ওঠে। এর ফলে কারারক্ষী ও তাঁর পরিবার সকলে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে বাপ্তাইজিত হয়েছিল (প্রেরিত ১৬ অধ্যায়)। এই পত্রটিতে, আনন্দ বিষয়টি বিশেষ স্থান পেয়েছে: নির্যাতনের মধ্যে আনন্দ, (১ অধ্যায়), সেবার মধ্যে আনন্দ (২ অধ্যায়), খ্রীষ্ট যীশুতে আনন্দ (৩ অধ্যায়), সমস্ত অবস্থায় আনন্দ (৪ অধ্যায়)।

মণ্ডলীতে ভ্রান্ত শিক্ষা সংশোধন করবার জন্য পৌল **কলসীয়** পত্রটি লিখেছিলেন। বিশ্বাসীরা ভেবেছিলেন তাদের পরিত্রাণ অর্জন করবার জন্য ত্বক্‌চ্ছেদ নিয়ম, খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থার নিয়ম, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, মানুষ ও ঈশ্বরের মাঝে স্বর্গদূত এইগুলো পালন ও বিশ্বাস করা অতি প্রয়োজন।

কিন্তু তারা খ্রীষ্টের প্রভুত্বের ওপর বিশ্বাস করে নি, তারা বুঝতে অক্ষম যে খ্রীষ্টেতে সমস্ত কিছুই বিরাজ করে এবং খ্রীষ্টই সর্বেসর্বা। তাই পৌল তাদের সংশোধন করেন:

১) ঐশ্বরীক শিক্ষার বিষয়ে (১-২ অধ্যায়)।

২) দৈনন্দিন জীবনে তাঁর প্রয়োগ (৩-৪ অধ্যায়)।

পাঠ ৩২ - ১ম ও ২য় থিষলনীকীয়

দ্বিতীয় প্রচার অভিযানে পৌল ও শীল থিষলনীকীয়তে মণ্ডলী স্থাপন করেন (১৭:১-১০)। যিহূদীদের উৎপীড়ন হেতু তারা সেখানে এক মাসও থাকতে পারেন নি। এই নতুন মণ্ডলীতে উদ্দীপনা ও ঐশ্বরীক শান্তি লক্ষ্য করা যায়। এখানকার সদস্যরা অধিকাংশই ছিল পরজাতি ও পৌত্তলিকতার পরিবেশ থেকে এসেছিল, তাই পৌল ও শীলকে কঠিন সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল।

পৌল তাদের অগ্রগতির বিষয় জানতে ইচ্ছা করেছিলেন। তীমথিয় সেই সংবাদ তার কাছে এনেছিলেন (৩:৬) এবং পৌল তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে উৎসাহ দেন। ১ থিষলনীকীয় পত্রে অধিকাংশেই লক্ষ্য করা যায় প্রেরণা ও উৎসাহ এবং স্বল্প ঐশ্বরীক বিষয় শিক্ষা। পৌল এখানে যীশুর দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (১:১০, ২:১৯, ৩:১৩, ৪:১৬-১৮ এবং ৫:২৩), যেন তারা খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন ও সেবা কাজে উৎসাহ পান।

২ থিষলনীকীয় পত্রটি লেখা হয় প্রথমটির কিছু দিন পরেই। এখানে মূল শিক্ষার বিষয় হল যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন। তার প্রথম পত্রটি পড়ে অনেকের এই বিষয়ে কিছু কিছু ধারণা অস্পষ্ট থাকায়, দ্বিতীয় পত্রটিতে খ্রীষ্টীয় আগমনের পূর্বাভাষ ও ঐ সকল ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাসীদের আসন্ন নির্যাতন সহ্য করার জন্য প্রেরণা দেন, তাছাড়া তিনি জোর দিয়েছেন প্রত্যেকেই যেন পরিশ্রমী হয় এবং খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকে।

পাঠ ৩৩ - ১ম ও ২য় তীমথিয়

১ম, ২য় তীমথিয় ব্যতীত এই পত্রগুলিকে পালকীয় পত্র বলা হয়। কারণ এখানে একজন পরিপক্ক পালকের উপদেশ একজন যুব পালকের কাছে, যারা আগামী দিনে তাদের পরিচর্যা কাজে অপরকে শিক্ষা দেবে।

তীমথিয়ের বাবা ছিলেন একজন গ্রীক ও মা ছিলেন যিহূদী। যখন তার বয়স ১৫, তখন পৌল লুস্ত্রায় তাদের এলাকার শহরে গেছিলেন, যেখানে তীমথিয়ের মন পরিবর্তন হয়েছিল (প্রেরিত ১৬:১-৩, ১ তীম ১:২)। এই ঘটনার সাত বছর পর তিনি পৌলের অভিযানে সঙ্গী হন।

১ তীমথিয়: পৌল প্রথম কারাজীবন শেষ করে ইফিষে এসেছিলেন। তিনি সেই স্থান ত্যাগ করার পূর্বে তীমথিয়কে সেখানে কাজের ভার দিয়ে যান। তীমথিয় একজন নিরীহ, স্পর্শকাতর ব্যক্তি ছিলেন, তিনি অনুভব করেছিলেন যে তিনি একাকী ও ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন। পৌল তাকে উৎসাহ দেবার জন্য করিন্থ থেকে এই পত্রটি লিখেছিলেন এবং ব্যবহারিক জীবনের বিষয়ে কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন।

এখানে মূল পদটি হল ৩:১৫ পদ। তীমথিয়কে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি ভ্রান্ত শিক্ষকদের বিষয়ে সতর্ক হন এবং প্রার্থনার ওপর যেন জোর দেন। মণ্ডলীর নেতাদের জন্য এখানে সুন্দর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখানে উন্নতমানের খ্রীষ্টীয় নেতাদের গুণাগুণ উল্লিখিতআছে।

২ তীমথিয়: পৌলের শেষ পত্র, যখন তিনি রোমের কারাগারে মৃত্যুর দিন গুণছিলেন, তখন তিনি এই পত্রটি লিখেছিলেন। ত্রোয়াতে তাকে হঠাৎ বন্দী করা হয়, তাই তিনি তাঁর বইপত্র, তথ্য সামগ্রী, শাল ইত্যাদি আনতে তীমথিয়কে অনুরোধ করেছিলেন (৪:১৩)। তিনি কারাগারে একাকী (৪:১০-১২) এবং প্রাণদণ্ডের অপেক্ষায় ছিলেন। এই জরুরী পত্রে তিনি তীমথিয়ের কাছে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন মার্ককে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন এবং ঐ সকল জিনিসপত্র নিয়ে আসেন যা তিনি সেখানে ফেলে এসেছিলেন।

এর মধ্যে আছে নির্যাতন, সেবাকার্য, শাস্ত্র এবং ভ্রান্ত শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা।

পাঠ ৩৪ - তীত ও ফিলীমন

তীত ছিলেন একজন পরজাতি, যিনি পৌলের প্রচারে পরিবর্তিত হযেছিলেন (তীত ১:৪)। পৌল তীতের ওপর এক কঠিন দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তা হল করিন্থীয় মণ্ডলীর সমস্যাগুলো যেন তিনি সমাধান করেন (২ করিন্থীয় ৭:৬-৭) তীতের ওপর পৌলের অগাধ বিশ্বাস ছিল তাই ক্রীতে তাকে রেখেগিয়েছিলেন, যেন ঐ সমস্যপূর্ণ মণ্ডলীতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন (১:৫)। তীতকে তাই একজন সমস্যা সমাধানকারী ব্যক্তি বলা হয়, যিনি কঠিন সমস্যাগুলো দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করতেন। তিনি হয়তো তীমথিয়কে অপেক্ষাকৃত বেশী কষ্ট সহিষ্ণু ও বেশী পরিপক্ক ছিলেন।

এই পত্রটিতে আছে ব্যবহারিক জীবনের নানা উপদেশ ও ভ্রান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে সতর্ক

বাণী। এখানে মূল শিক্ষার মধ্যে আছে ব্যক্তিগত জীবনের জন্য পরামর্শ, পালকীয় কাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য, অনুযোগ। এছাড়া বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে সৎকার্যের ওপর।

ফিলীমন হল "অপরের জন্য সুপারিশের একটি সুন্দর পত্র"। এখানে ফিলীমনকে অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তিনি পলাতক দাস ওনীষিমের দোষ ক্ষমা করে পুনরায় তাকে গ্রহণ করেন।

ফিলীমন একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন (৫:৭,২২)। সম্ভবতঃ তিনি পৌলের দ্বারাই পরিবর্তিত হয়েছিলেন (১৯ পদ)।

এখানে ওনীষিমের পরিবর্তিত জীবনের সাক্ষ্য পাওয়া যায় এবং তাকে ক্ষমা করবার জন্য নিবেদন করা হয়েছে।

পাঠ ৩৫ - ইব্রীয়ের পত্র

এই পত্রটিতে লেখকের কোন স্বাক্ষর ছিল না, তথাপি অনেকের বিশ্বাস যে এটি পৌল লিখেছিলেন। এটা প্রধানতঃ লেখা হয় ইব্রীয় খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য, উদ্দেশ্য হল খ্রীষ্টীয় জীবনের মহিমা ও গৌরবের বিষয় কি তা তুলে ধরা। পুরাতন নিয়মের পুরোহিত ও যাজকদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলেন খ্রীষ্ট, তিনি একমাত্র সিদ্ধ পুরোহিত এবং মানুষের পাপের জন্য একমাত্র পবিত্র বলি।

প্রথম দশটি অধ্যায়ে পাওয়া যায় ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট সমস্ত দূতগণ অপেক্ষা, মোশি, যিহোশূয়, হারোণ এবং মল্কীষেদক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১১ থেকে ১৩ অধ্যায় বিশ্বাসীদের জীবন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

পাঠ ৩৬ - যাকোবের পত্র

লেখক যাকোব হলেন সম্ভবত যীশুর ভাই, যিনি যিরূশালেম মণ্ডলীর একজন নেতা হয়েছিলেন (প্রেরিত ১২:১৭, ১৫:১৩)। তিনি ৬২ খ্রীষ্টাব্দে সাক্ষ্যমর হন।

এই পত্রটি মূলতঃ যিহূদী বিশ্বাসীদের জন্য লেখা, যারা যিরূশালেমের বাইরে নানান স্থানে ছড়িয়ে ছিলেন। এখানে উপদেশগুলো এত পরিষ্কার এবং বাস্তব যে প্রত্যেকটি খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের জন্য প্রযোজ্য। এখানে মূল বিষয়টি হল দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় আচরণ যদিও সৎকার্যের ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া খ্রীষ্টীয় জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ কিছু শিক্ষা এখানে আছে, যেমন: সমস্যা (১:২-৪), ধনী খ্রীষ্টীয়ান (১:৯-১১, ৫:১-৬), মণ্ডলীর সদস্য (২:১-৯), যারা নের্তৃত্বে আছেন (৩:১) এবং যারা অস্থির চিত্ত (৫:১৯-২০)।

যাকোব তার শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করবার জন্য বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও উপমা ব্যবহার করেছেন, উদাহরণস্বরূপ (১:৬, ১১,২৭,২৩,২৬;৩:৩,৫,৭;৪:১৪;৫:১,২,৭)।

পাঠ ৩৭ - ১ম ও ২য় পিতর

১ পিতরটি লেখা হয়েছিল তাদের জন্য যারা তাড়নার সম্মুখীন হয়ে ছিন্নভিন্নভাবে বাস করছিলেন এবং নির্যাতনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাই এই রচনা খুবই প্রাণবন্ত, হৃদয়ের গভীর অনুভূতি, মর্মভেদী এবং হৃদয়স্পর্শী, এটা একটা সাধারণ উপদেশ নয়। নির্যাতন শব্দটি ১৫ বারের বেশী পাওয়া যায়। পিতর খ্রীষ্টেতে গৌরবময়, পরাক্রমী, খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসীদের অবস্থান এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করেন।

এখানে পিতর একজন সুনাগরিক, সামাজিক জীবনে কর্তব্য সম্বন্ধে এবং বিশ্বাসী - গৃহের কর্তব্য ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। তিনি খ্রীষ্টকে প্রত্যাশার উৎসরূপ ব্যাখ্যা করেন (১:৩), উৎসর্গীকৃত মেষ (১:১৯), কোনের প্রধান প্রস্তর (২:২৩), পাপবহনকারী (২:২৪), আত্মিক লোকদের পালক (২:২৫) এবং তিনিই উচ্চীকৃত প্রভু (৩:২২)।

২ পিতর: এই পত্রে ভ্রান্ত শিক্ষক ও নিন্দুকদের বিরুদ্ধে সতর্ক বাণী করা হয়েছে। এখানে ঈশ্বরের বাক্যের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আত্মিক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ হওয়ার নিশ্চয়তার বিষয় বলা হয়েছে। ২ তীমথিয়ের ন্যায় ২ পিতরের শেষ সময় যে সন্নিকট এবং মণ্ডলীর সম্মুখে ভীষণ সময় উপস্থিত হবে তা উল্লেখ আছে।

পিতরের এই পত্রে সাতটি মূল্যবান শিক্ষার বিষয় এবং তালিকা দেওয়া হয়েছে। যেমন: অগ্নিময় পরীক্ষা (১:৭), খ্রীষ্টের রক্ত (১:১৯), জীবন্ত প্রস্তর (২:৪), স্বয়ং খ্রীষ্ট (২:৬), নম্র ও মৃদু আত্মা (৩:৪), বিশ্বাসীর বিশ্বাস (২ পিতর ১:১) এবং ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতিগুলো (২ পিতর ১:৪)।

পাঠ ৩৮ - ১ম, ২য়, ৩য় যোহন এবং যিহূদার পত্র

প্রেরিত যোহন এই তিনটি পত্র লিখেছিলেন:

১ যোহনকে বলা যেতে পারে "নিশ্চয়তার" পত্র। এর মূল শব্দগুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। "জানা" শব্দটি অথবা তার বিকল্প শব্দ প্রায় ত্রিশ বারেরও বেশী পাওয়া যায়। মূল শিক্ষার বিষয়গুলো নিম্নে দেওয়া হল:

১) ঈশ্বর হলেন জ্যোতি এবং জীবন (১,২ অধ্যায়)।

২) ঈশ্বর ধার্মিক এবং প্রেমময় (৩,৪ অধ্যায়)।

৩) বিশ্বাস ও প্রেম হল জগতের ও সমস্ত মন্দ শক্তির ওপর বিজয়ের সূত্র (৫ অধ্যায়)।

দ্বিতীয় যোহন: এখানে ভ্রান্ত শিক্ষা এবং শিক্ষকদের প্রতি সতর্কবাণী করা হয়েছে (৭ থেকে ১১ পদ)। এখানে "প্রেম" শব্দটি চারবার এবং "সত্য" শব্দটি পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩ যোহন: পত্রটি লেখা হয়েছিল গায়ের উদ্দেশ্যে। তিনি একজন নিষ্ঠাবান খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ছিলেন, যিনি যোহনকে অতিথি সেবায় তুষ্ট করেছিলেন। এই পত্রের বিষয়বস্তু হল দুজনকে কেন্দ্র করে। দিয়ত্রিফি, যার সাক্ষাৎ হলে যোহন তাকে তিরস্কার করবেন। দীমীত্রিয় একজন সম্মানিত এবং আদর্শ খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ছিলেন।

যিহূদার পত্র: এই পত্রটি যীশু ও যাকোবের ভাই যিহূদা লিখেছিলেন। যারা মণ্ড লীতে "অনুপ্রবেশকারী" এবং যাদের ভ্রান্ত শিক্ষা বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল তাদের বিষয় সতর্ক করে যিহূদা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের উদ্দেশে এই পত্রটি লিখেছিলেন। সেই ভ্রান্ত শিক্ষকদের দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করাই যিহূদার অভিপ্রায় ছিল।

পাঠ ৩৯ - প্রকাশিত বাক্য

পাটম্ দ্বীপে নির্বাসিত অবস্থায় যোহন এই পত্রটি লিখেছিলেন। এটা বিশ্বাসীদের নির্যাতনের সময় লেখা হয়েছিল (২:১৩), কারণ রোম সম্রাটের আরাধনা বা মনুষ্যপূজা বাধ্যতামূলক হয়েছিল। যেন তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়, যেন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা নিজ নিজ বিশ্বাসে স্থির থাকেন।

এই পুস্তকটির অর্থ কঠিন বলে মনে হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানে স্পষ্ট দৃশ্য পাওয়া যায়, ভাববাদীরা যা যা ভাববাণী করেছিলেন তার সমস্তই পূর্ণ হবে, যখন মন্দের বিচার হবে, যখন খ্রীষ্ট অনন্ত মহিমায় রাজা হিসাবে নিজ রাজ্য স্থাপন করবেন। এটি বাইবেলের একমাত্র বই যেখানে বিশ্বস্ত পাঠকদের বিশেষ আশীর্বাদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে (১:৩) , যারা এর যোগ বা বিয়োগ করে তারা অভিশপ্ত (২২:১৮-১৯)।

পাঠ ৪০ - প্রকাশিত বাক্যের রূপরেখা

১) সূচনা	১:১-২০
২) সাতটি পত্র, সাতটি মণ্ড লীর উদ্দেশ্যে	২:১-৩:২২
৩) স্বর্গের দর্শন	৪:১-১১
৪) সপ্ত মুদ্রা	৫:১-৮:৫
৫) সপ্ততূরী	৮:-১১:১৯
৬) সপ্তচিহ্ন	১২:২-১৪:২০
৭) সপ্ত অন্তিম আঘাত	১৫:১-১৬:২১
৮) খ্রীষ্টারীর রাজত্ব ও বিনাশ	১৭:১-২০:১৫
৯) ঈশ্বরের নগরী	১২:১-২২:৫
১০) উপসংহার	২২:৬ - ২১

প্রকাশিত বাক্যের শেষ অধ্যায়গুলোর সাথে আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়গুলোর

বিশেষভাবে তুলনা করা হয়েছে। আদিপুস্তকে সূর্যের সৃষ্টি, জগতে পাপের প্রবেশ, ঘোষিত অভিশাপ, শয়তানের জয়লাভ এবং জীবনবৃক্ষ হতে পৃথক এই সকল বিষয় পাওয়া যায়।

প্রকাশিত বাক্য এমন একটি স্থানের বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে সূর্যের প্রয়োজন নেই, যেখানে পাপ বা মন্দের চিরবিনাশ হবে, অভিশাপের নিষ্পত্তি হবে, শয়তান উৎপাটিত হবে এবং জীবনবৃক্ষ পুনরায় স্থাপিত হবে।

আমেন, প্রভু যীশু আইস।

২ বাইবেলের মূলতত্ত্ব

এই শিরোনাম দেখে অনেকে হয়তো ভেবে নিচ্ছেন যে বিষয়টি ভীষণ কঠিন ও একঘেয়েমী হবে। কিন্তু আপনারা বরঞ্চ দেখতে পাবেন এই শিক্ষামালা আমাদের বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ সত্যগুলো ও শাস্ত্রে থাকা বিভিন্ন বিষয়গুলো একত্র করে দিয়েছে।

উপদেশের অর্থ শিক্ষাদান বুঝায়, এই শিক্ষাগুলো আপনার অনেক প্রশ্নের জবাব দেবে। এমন অনেক প্রশ্ন হয়তো আপনার পরিচর্যার কাজে বিভিন্ন মানুষকে করতে দেখা যাবে। আপনার যত্নপূর্বক অধ্যয়নের দ্বারা আপনি অন্যকেও শিক্ষা দিতে সমর্থ হবেন যেন তারা ভুল শিক্ষায় বিপথে না চলে যায় (ইব্রীয় ১৩:৯)।

দ্রষ্টব্য: এই পাঠ্যবস্তুর বেশীর ভাগই দুটি সুন্দর বই থেকে নেওয়া হয়েছে, সেগুলো হল: *Gospel Literature Service, Bombay, India* কর্তৃক প্রকাশিত, *Douglas Alban* কর্তৃক লিখিত *100 Bible lessons* এবং *Moody Press, Chicago* কর্তৃক প্রকাশিত *William Evans* কর্তৃক লিখিত *The Great Doctrine of the Bible.*

পাঠক্রমের বিষয়সমূহ

১ম ভাগ : ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্ব

২য় ভাগ : যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক তত্ত্ব

৩য় ভাগ : পবিত্র আত্মা বিষয়ক তত্ত্ব

৪র্থ ভাগ : মনুষ্য বিষয়ক তত্ত্ব

৫ম ভাগ : পরিত্রাণ বিষয়ক তত্ত্ব

৬ঠ ভাগ : মণ্ড লী বিষয়ক তত্ত্ব

৭ম ভাগ : পবিত্রশাস্ত্র বিষয়ক তত্ত্ব

৮ম ভাগ : পবিত্র দূতগণ বিষয়ক তত্ত্ব

৯ম ভাগ : শয়তান বিষয়ক তত্ত্ব

১০ম ভাগ : শেষকালীন ঘটনা বিষয়ক তত্ত্ব

ভাগ -১
ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্ব

পাঠ ১ - ঈশ্বরের অস্তিত্ব

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে। এখানে আমরা তার কয়েকটি আলোচনা করব:

১) শাস্ত্র থেকে প্রমাণ: বাইবেলে ঈশ্বরের নাম দিয়েই আরম্ভ করা হয়েছে। সেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্বের নানা তথ্য পাওয়া যায় (আদি ১:১) এবং সেখানে এও বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র মূর্খই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না (গীত ১৪:১)।

২) সৃষ্টি থেকে প্রমাণ: স্বর্গের সৌন্দর্য্য ও মহিমা সাক্ষ্য দেয় যে, ঈশ্বর আছেন (গীত ১৯:১)। এছাড়া সৃষ্টি আমাদের অনন্ত ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করে (রোমীয় ১:২০)।

৩) বিবেক থেকে প্রমাণ : মানুষ পরম সত্তায় এক সার্বজনীন বিশ্বাস নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

৪) অন্যান্য প্রমাণগুলো : ঈশ্বরের অস্তিত্বের ওপর আরও অনেক প্রমাণ আছে, যেমন:

- পৃথিবীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে কেউ না কেউ একে সৃষ্টি করেছেন।
- পৃথিবীর গঠন প্রমাণ করে এটা কোন সর্বশক্তিমানের পরিকল্পনা।
- মানুষের বুদ্ধি ও নৈতিক চরিত্র বিদ্যমান।
- মানুষের বুদ্ধি ও নৈতিক চরিত্র বিদ্যমান।
- জীবনের একটা আরম্ভ আছে এবং এটা নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে এসেছে যিনি অনন্তকাল বিরাজ করেন।

উপসংহার: *ইব্রীয় ১১:৬ পদে দেখি "যে ঈশ্বরের নিকট আসে তার বিশ্বাস করা উচিৎ যে তিনি আছেন।" আসুন, আমরা শাস্ত্র ও প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশের ওপর ভিত্তি করে ও সম্পূর্ণভাবে তাঁর ওপর নির্ভর করে শিশুর ন্যায় বিশ্বাস নিয়ে আসি।*

পাঠ ২ - ঈশ্বরের ব্যক্তিসত্তা

ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান কেবল বাইবেলে পাওয়া যায়। (যোহন ১:১৮; ১ যোহন ৪:১২)। ঈশ্বর বিষয়ক সেখানে দেওয়া কিছু বিষয় আমরা পরীক্ষা করে দেখি।

১) তাঁর ব্যক্তিত্ব: কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশকরে সেই ব্যক্তির জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা শক্তির ওপর। আমাদের ঈশ্বর হলেন একজন ব্যক্তি, জীবিত এবং তাঁর নির্দষ্ট চারিত্রিক গুণাবলী আছে (যিরমিয় ১০:১০, ১ থিষলনীকীয় ১:৯)।

২) তাঁর প্রকৃতি: ঈশ্বর আত্মা। আত্মার কোন রক্ত মাংস ও অস্থি নেই (যোহন ৪:২৪)।

৩) তাঁর এককত্ব: আমাদের ঈশ্বর প্রভু একজনই, তাই অন্য জাতির বহু দেবতাদের মত

নয় (২ বিবরণ ৬:৪, যিশাইয় ৪৪:৬)।

উপসংহার: *তার সম্বন্ধে যতই জানবো ততই বুঝতে পারব যে আমাদের ঈশ্বর মহান।*

পাঠ ৩ - ঈশ্বরের স্বাভাবিক গুণাবলী

গুণাগুণ শব্দটি কি কঠিন মনে হয়? এই শব্দের অর্থ কোন কিছুর গুণাগুণ অথবা তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। এই স্থানে আমরা ঈশ্বরের বিভিন্ন চরিত্রের গুণাবলীর অধ্যয়ন করব।

১) তিনি অনন্ত: প্রকৃত ঈশ্বরের কোন আরম্ভ বা শেষ থাকা উচিৎ নয় (গীত ৯০:২, ১ তীমথিয় ১:১৭)।

২) তিনি অপরিবর্তনশীল: (১ শমূয়েল ১৫:২৯;যাকোব ১:১৭;মালাখি ৩:৬)।

৩) তিনি সর্বশক্তিমান: তিনি সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা ধারণ করেন (ইয়োব ৪২:২;যিরমিয় ৩২:২৭)।

৪) তিনি সর্বত্র বিরাজমান: তিনি একই সময় সর্বস্থানে বিরাজমান (গীত ১৩৯:৭-৯)।

৫) তিনি সর্বজ্ঞ: তিনি সমস্ত বুদ্ধির উৎস ও আধার (১ বংশা ২৮:১, ২ বংশা ১৬:৯, গীত ৯৪:১১, ইয়োব ৪২:২, যিশা ৪০:২৮)।

উপসংহার: অভাগা দুঃখী মানুষের এক ঈশ্বরের ও তাঁর গুণাবলী ধারণ করার প্রয়োজন আছে যা আমরা এখানে অধ্যয়ন করেছি। এই গুণাবলির প্রত্যেকটিই মানুষের প্রয়োজন কেন?

পাঠ ৪ - ঈশ্বরের নৈতিক গুণাবলী

ঈশ্বরের নৈতিক গুণাবলীর প্রত্যেকটিই উপদেশ দেওয়ার বিষয়বস্তু হতে পারে। তাদের মধ্যে কয়েকটি দেখা যাক:

১। ঈশ্বর পবিত্র : (যাত্রা ১৫:১১, যিশা ৬:৩, ১ পিতর ১:১৬)।

২। ঈশ্বর ধার্মিক : (গীত ১১৬:৫, ইষ্রা ৯:১৫, যির ১২:১)

৩। ঈশ্বর দয়ালু : (গীত ১০৩:৮, রোমীয় ৯:১৮)।

৪। ঈশ্বর প্রেমিক : (১ যোহন ৪:৮-১৬, যোহন ৩:১৬, ১৬:২৭)।

৫। ঈশ্বর বিশ্বস্ত : (১ করি ১:৯, ২ তীম ২:১৩)

আগামী সপ্তাহগুলোতে ঈশ্বরের অন্যান্য গুণাবলীগুলো বিবেচনা করুন: যেমন তিনি গৌরবময় (যাত্রা ১৫:১১, গীত ১৪৫:৫);কৃপাময় (যাত্রা ৩৪:৬, গীত ১১৬:৫);দীর্ঘসহিষ্ণু (গণনা ১৪:১৮, মীখা ৭:১৮);স্ব-গৌরব রক্ষণে উদ্যোগী (যিহোশূয় ২৪:১৯, নহূম ১:২); অনুকম্পা/করুণা (১ রাজা ৮:২৩);মহান (২ রাজা ২:৫;গীত ৮৬, ইয়োব ২৩:৮-৯, ১ তীম

১:১৭);উত্তম (গীত ২৫:৮, ১১৯:৬৮);অপরিবর্তনশীল (গীত ১০২:২৬,২৭;যাকোব ১:৭) ;জ্যোতি (যিশা ৬০:১৯, ১ যোহন ১:৫);সত্য (যির ১০:১০);সিদ্ধ (মথি ৫:৪৮);অবিকৃত (রোমীয় ১:২৩);অক্ষয় (১ তীম ১:১৭, ৬:১৬), গ্রাসকারী অগ্নি (ইব্রীয় ১২:২৯);এবং তিনি অতুলনীয় (যাত্রা ৯:১৪;২ বিবরণ ৩৩:২৬)।

উপসংহার: ঈশ্বরের পবিত্রতা পাপের জন্য শাস্তি দাবী করে তাহলে কিভাবে ঈশ্বর একাধারে পবিত্র ও প্রেমিক হতে পারেন? কিভাবে দোষী পাপীর জন্য দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ হতে পারেন: এর উত্তর কেবল কালভেরী ক্রুশেই মিলবে, একদিকে পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ, অন্য দিকে পাপীর জন্য তার দয়া।

পাঠ ৫ - ত্রিত্ব ঈশ্বর

কেবল একই ঈশ্বর আছেন, যিনি অনন্তকাল বিরাজমান, তিনি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাদের কাছে তিন ব্যক্তিত্বে প্রকাশিত হন।

নিম্নলিখিত পদগুলো বিবেচনা করুন যা ত্রিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে:

১) **যীশুর বাপ্তিস্মহ্ল মথি ৩হ্ল১৩-১৭ পদে,** পিতা ঈশ্বর স্বর্গ থেকে কথা বলেন, পুত্রের বাপ্তিস্ম হয় এবং পবিত্র আত্মা কপোতের ন্যায় অবতরণ করে ত্রাণকর্তার মধ্যে প্রবেশ করেন।

২) বাপ্তিস্মের নিয়ম: **মথি ২৮:১৯ পদে**, "পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজিত করিও"।

৩) **আশীর্বচন: ২ করি ১৩:১৪ পদে**, "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের প্রেম, এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা"।

৪) **মানব সৃষ্টির বিবরণে: একাধিক ঈশ্বরের নাম ব্যবহার** (আদি ১:২৬), পরে ঈশ্বর কহিলেন, "আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি"।

উপসংহার : মানুষও ত্রিত্ব (অর্থাৎ তিনটি অংশের অধিকারী, দেহ, মন ও আত্মা। কারণ আমরা তাঁর প্রতিমূর্তিতেই সৃষ্ট।

ভাগ ২
যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক তত্ত্ব

পাঠ ৬ - ভাববাণীগুলির পূর্ণতা

যীশু সম্বন্ধীয় প্রত্যেকটি উক্তি যা পুরাতন নিয়মে করা হয়েছিল তা কিভাবে শত শত বছর পরে নতুন নিয়মে পূর্ণ হল তা এখন আলোচনা করা যাক। এগুলো আশ্চর্য বিষয়:

১) খ্রীষ্ট ইস্রায়েল গোষ্ঠী থেকে আসবেন (গণনা ২৪:১৭-১৯;মথি ১:১৭)।

২) খ্রীষ্ট দায়ূদ পরিবারে ও যিহূদা গোষ্ঠী থেকে উৎপন্ন হবেন (আদি ৪৯:১০;যিশা ১১:১;লূক ১:৩১-৩৩)।

৩) তিনি বৈথলেহমে জন্মিবেন (মীখা ৫:২;লূক ২:৪-৭)।

৪) তিনি কুমারীর গর্ভে জন্মিবেন (যিশাইয় ৭:১৪;মথি ১:১৮, ২২, ২৩)

৫) খ্রীষ্টের আগমনী বার্তা এক স্বর্গদূত ঘোষণা করেন (যিশা ৪০:৩;মথি ৩:৩)।

৬) সেই মশীহ্ হবেন খ্রীষ্ট (যিশা ৯:৬;যোহন ১:১৪)।

৭) তিনি বাল্যকালের কিছু সময় মিশরে কাটাবেন (হোশেয় ১১:১;মথি ২:১৩-১৮)।

৮) তিনি কষ্টভোগ করবেন ও পাপের জন্য বলিকৃত হবেন (যিশা ৫৩:৪-৬;২ করি ৫:২১)।

৯) তিনি গাধায় চড়ে যিরূশালেমে যাবেন, সখ ৯:৯;মথি ২১:২-৫ পদ।

১০) ক্রুশীয় যন্ত্রণার সময় তাকে পিত্তমিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান করতে দেওয়া হবে (গীত ৬৯:২১;মথি ২৭:৩৪)।

১১) রোমীয় পদ্ধতিতে ক্রুশারোপিত হলেও একটি অস্থিও ভগ্ন হবে না (গীত ৩৪:২০, যোহন ১৯:৩৩-৩৬)।

১২) লোক তাঁর বস্ত্র গুলিবাঁট করবে (গীত ২২:১৮;মথি ২৭:৩৬)।

১৩) তাঁর মৃত্যু যন্ত্রণায় তিনি কিছু উক্তি করবেন (গীত ২২:১;মার্ক ১৫:৩৪)।

১৪) তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হবেন (গীত ১৬:১০;প্রেরিত ২:৩)।

উপসংহার : এই ভাববাণীগুলোর প্রত্যেকটি আবার ঈশ্বরের শক্তি ও তাঁর সর্বজ্ঞ গুণের বিষয়টি প্রমাণ করে।

পাঠ ৭ - খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব

আমরা জানি যীশু খ্রীষ্ট হলেন স্বয়ং ঈশ্বর, কারণ তিনি ঐশ্বরীক গুণাবলী ধারণ করেন। নিম্নলিখিত বাইবেলের বিভিন্ন অংশগুলো তা প্রমাণ করে:

১) **তিনি অনন্ত** : মীখা ৫:২, যোহন ৮:৫৮;১:১৭;প্রকাশিত বাক্য ১:৮ পদ।

২) **তিনি অপরিবর্তনশীল** : ইব্রীয় ১৩:৮ পদ।

৩) **তিনি সর্ব্বশক্তিমান** : লূক ৮:২৪;মথি ২৮:১৮ পদ।

৪) তিনি **সর্বত্র বিরাজমান** : মথি ১৮:২০; যোহন ১:৪৮; ৩:১৩; মথি ২৮:২০ পদ।

৫) তিনি **সর্বজ্ঞ** : মার্ক ১১:২-৬; যোহন ২:২৪-২৫; লূক ৫:২২; মথি ২৪:৩-৩১ পদ।

৬) তিনি **পবিত্র** : মার্ক ১:২৪; পাপহীন (১ পিতর ২:২২, যোহন ১৯:৪)।

৭) তিনি **ন্যায়বান** : যোহন ২:১৪-১৭ (যখন তিনি মন্দির পরিষ্কার করেন); প্রেরিত ১৭:৩১ (একজন ন্যায় বিচারক)।

৮) তিনি **প্রেমিক** : যোহন ১৫:১৩; ১১:৩৬ পদ।

৯) তিনি **দয়ালু** : তীত ৩:৫ (তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন।

১০) তিনি **বিশ্বস্ত** : ২ তীমথিয় ২:১৩ পদ।

এছাড়া ঈশ্বরের পাঁচটি গুণাবলী যা যীশু ধারণা করেন: সৃষ্টি (যোহন ১:৩); সংরক্ষণ (ইব্রীয় ১:৩); পাপ ক্ষমা করেন (লূক ৭:৪৮); মৃতদের জীবিত করেন (যোহন ৬:৩৯; এবং বিচার করবেন (যোহন ৫:২২)।

উপসংহার: যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সব চাইতে বড় প্রমাণ যে তিনি ঈশ্বর।

পাঠ ৮ - খ্রীষ্টের মানবতত্ত্ব

মানুষের ত্রাণকর্তা হওয়ার জন্য খ্রীষ্টকে কেবল ঐশ্বরীক গুণ ও কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেই হবে না, তাঁকে একজন প্রকৃত মানুষ হওয়ার প্রয়োজন ছিল (১ তীম ২:৫)। তাঁর মানবিক গুণাবলী নিম্নে দেওয়া হল:

১) তাঁকে **মানুষের নামগুলো** দেওয়া হয়েছিল (মথি ১:২১)। "মনুষ্যপুত্র" উক্তিটি ৭৭ বার ব্যবহার করা হয়েছে।

২) তাঁর পিতৃপুরুষ আছে (মথি ১:১-১৬)।

৩) তিনি 'ক্ষুধিত' হন (মথি ৪:২), এবং 'তৃষ্ণার্ত' হন (যোহন ৪:৭; ১৯:২৮)।

৪) তিনি 'ক্লান্ত হন' (যোহন ৪:৬); 'নিদ্রা যান' (মথি ৮:২৪)।

৫) তিনি 'প্রেম' (মার্ক ১০:২১, যোহন ১১:৩৬)। তিনি 'করুণাবিষ্ট' হন (মথি ৯:৩৬)।

৬) তিনি ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত হন (মার্ক ৩:৪)।

৭) তিনি 'আর্তস্বর' করেন (যোহন ১১:৩৩); তিনি 'কাঁদেন' (যোহন ১১:৩৫, লূক ১৯:৪১)।

৮) তিনি 'দেহধারণ' করেন (যোহন ১:১৪)। তার 'প্রাণ' আছে (মথি ২৬:৩৮); এবং 'আত্মা' আছে (লূক ২৩:৪৬)।

৯) তিনি 'মৃত্যুবরণ করেন' (ইব্রীয় ৯:২৭, লূক ২৩:৩৩)।

উপসংহার: কি আশ্চর্য্য ত্রাণকর্তা যিনি স্বয়ং ঈশ্বর ও মানুষ "হাল্লেলুইয়া, ঈশ্বরের জয়

হোক'।

পাঠ ৯ - যীশু খ্রীষ্টের জীবনী, প্রথম ভাগ

প্রভু যীশুর পার্থিব জীবনের অনেক ঘটনা লেখা আছে:

১) ঈশ্বর হিসাবে যীশু সর্বদাই বিরাজমান। তিনি সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন।

২) তিনি যে কুমারীর গর্ভে জন্মেছিলেন তা মথি ও লূক উভয়েই উল্লেখ করেছেন।

৩) তাঁকে ৮ দিন বয়েসে ত্বক্‌চ্ছেদ করা হয়েছিল (লূক ২:২১)।

৪) ১২ বছর বয়েসে তাঁকে যিরূশালেম মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয় (লূক ২:৪১-৪৮)।

৫) তাঁর শৈশব জীবন অতিবাহিত হয় ছুতোরের কাজে নাসরতে (মার্ক ৬:৩)।

৬) তাঁর পরিচর্যা কাজের প্রথম ছয় মাস কাটে যিহূদীয়া, শমরীয়া ও গালীল অঞ্চলে।

৭) দ্বিতীয় পর্যায়ে ছয় থেকে আট মাস তিনি কফূরনাহূমে এবং গালীলে অতিবাহিত করেন, এখানে তিনি প্রচার রোগীকে সুস্থ করেছিলেন ও আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

তিনি যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ করেছিলেন, সেগুলি নিম্নে প্রদত্ত হল:

(ক) প্রকৃতির ওপরে (মথি ৮:২৬,২৭)।

(খ) মন্দ শক্তির ওপরে (মার্ক ৫:১২-১৩;মথি ৮:২৮-৩২;৯: ৩২-৩৩; ১৫:২২-২৮; ১৭:১৪-১৮;মার্ক ৫:১২-১৩;মার্ক ১:২৩-২৭)।

(গ) রোগ ব্যাধির ওপরে: মৃগী রোগ (মথি ৮:১৩, ৯:৬), পক্ষাঘাতী ব্যক্তি (৫:৯), একজনের শুক্‌নো হাতকে সুস্থ করেন (মথি ১২:১৩);দুর্বলতার আত্মা থেকে (লূক ১৩:১২);মন্দ আত্মা থেকে (লূক ১২ অধ্যায়);রক্তস্রাব থেকে (মথি ৯:২২);জলদরী সুস্থ হয়েছিল (লূক ১৪:২) ;জ্বরগ্রস্ত আরোগ্য লাভ করেছিল (মথি ৮:১৫); বোবাকে (মথি ৯:৩৩);অন্ধকে দৃষ্টি দেন (যোহন ৯:১-৩৮);একজন বধির শুনতে পেয়েছিল (মথি ১১:৫);কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করেন (মথি ৮:৩, লূক ১৭:১৯)। যীশু অন্ততঃ দশটি বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিকে সুস্ত করেন।

(ঘ) মৃত্যুর ওপর — লাসার (যোহন ১১:৪৩-৪৪), একজন অধ্যক্ষের কন্যাকে (মথি ৯:১৮-২৬), নায়িনের বিধবার সন্তানকে (লূক ৭:১১-১৫)।

(ঙ) বিবিধ — জলকে দ্রাক্ষারসে রূপান্তর করেছিলেনা (যোহন ২:১-১১); ৫০০০ লোককে আহার দেন (যোহন ৬:১-১৪);সমুদ্রের ওপর হাঁটেন (যোহন ৬:১৫-২১)। ৪০০০ লোককেআহার দেন (মথি ১৫:৩২-৩৯);ডুমুর বৃক্ষকে অভিশাপ দেন (মথি ২১:১৪-২২) ;মাছের মুখ থেকে টাকা বার করেন (মথি ১৭:২৭);আশ্চর্যভাবে মাছের ঝাঁক ধরেন (লূক ৫:১-১১;যোহন ২১:৬)।

(চ) তার নিজস্ব পুনরুত্থান হল এই সমস্তের চাইতে বড় প্রমাণ (১ করি ১৫:৪, রোমীয় ১:৪)।

পাঠ ১০ - খ্রীষ্টের জীবনীর শেষ ভাগ

৮) তৃতীয় পর্যায়ে গালীলের পরবর্তী পরিচর্যা প্রায় এক বছর যাবৎ চলে। সেখানকার জনতা তাঁকে অনুসরণ করেছিল। তিনি তাদের পর্বতীয় উপদেশ দেন (মথি ৫,৬ এবং ৭ অধ্যায়)।

৯) পরবর্তীকালে প্রাণ নাশের জন্য ফরীশীরা তাকে অনুসরণ করেছিল। যীশু কফরনাহূম, ফৈনীকিয়া, বৈথস্‌দা, কৈসরিয়া এবং ফিলিপীতে যান এবং অবশেষে গালীলে ফিরে আসেন।

১০) শেষের ছয় মাস কাটে শিক্ষা দেওয়া, প্রচার ও যাতায়াতের মধ্যে।

১১) শেষ সপ্তাহের মধ্যে আছে তাঁর যিরূশালেমে বিজয় যাত্রা, প্রভুর শেষ ভোজ, গেৎশিমানী উদ্যানে প্রার্থনা, ক্রুশীয় বিচার, ও ক্রুশীয় মৃত্যুভোগ।

১২) ভাববাণী অনুসারে যীশু তিন দিন পরে মৃত্যু থেকে পুনরায় ওঠেন।

১৩) পুনরুত্থানের ৪০ দিন পর তিনি স্বশরীরে অনেকের সামনে স্বর্গে নীত হন (প্রেরিত ১:১০,১১)।

আলোচনা: *খ্রীষ্টের পার্থিব জীবনের কোন্ ঘটনাগুলো তার ঈশ্বরীয় প্রকৃতিকে প্রকাশ করে? কোন্ ঘটনাগুলো তার মানবিক চরিত্র প্রকাশ করে?*

পাঠ ১১ - যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান

নতুন নিয়মে পুনরুত্থান শব্দটি ১০৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই সত্যের ওপরেই শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত। খ্রীষ্ট ধর্মই একমাত্র ধর্ম যার প্রতিষ্ঠাতা মৃত্যুঞ্জয়ী।

ক। পুনরুত্থানের পক্ষে প্রমাণগুলো:

১) শূন্য কবর (মথি ২৮:৬, লূক ২৪:৩)

২) স্বর্গদূতগণের সাক্ষ্য (মথি ২৮:১-৬, লূক ২৪:৫-৭)।

৩) পুনরুত্থানের পর যারা তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন তারা হলেন পিতর, মরিয়ম, ক্লিয়পাস ও থোমা।

৪) যীশু খাদ্য ও পানীয় বস্তু গ্রহণ করেন ও তাঁর ক্ষতসমূহ দেখান।

৫) এক সঙ্গে ৫০০ জন তাঁকে দেখতে পান (১ করি ১৫:৬)।

৬) স্তিফানের শহীদ হওয়ার সময় যীশু তাঁকে দেখা দেন (প্রেরিত ৭:৫৫-৫৬)।

৭) তিনি দম্মেশকের পথে শৌলকে দেখা দেন (প্রেরিত ৯:৫)।

৮) লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রমাণ করে যে যীশু একজন জীবন্ত পরিত্রাতা।

৯) এছাড়া আরও অনেক অকাট্য প্রমাণ আছে (প্রেরিত ১:৩)।

খ। তাঁর পুনরুত্থিত দেহ দেখতে কেমন ছিল?

১) তাতে মাংস ও অস্থি ছিল (লূক ২৪:৩৯)।

২) এক গৌরবময় দেহ (ফিলিপীয় ৩:২১)।

৩) এক অক্ষয় দেহ যা অমর (রোমীয় ৬:৯)।

৪) এক আত্মিক দেহ (১ করি ১৫:৪৪)।

উপসংহার: *বর্তমানে সব চাইতে ভীতিজনক বিষয় হল মৃত্যু, কিন্তু পুনরুত্থান হল তার চাইতে বড় শক্তি কারণ তা সম্পূর্ণভাবে কবরের শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।*

ভাগ -৩
পবিত্র আত্মা বিষয়ক তত্ত্ব

পাঠ ১২ - পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব

আমরা কেন বলি যে পবিত্র আত্মা একজন ব্যক্তি বিশেষ? নিম্নে কতগুলো কারণ দেওয়া হল।

ক । বাইবেলে পবিত্র আত্মার বিষয়ে বলতে গিয়ে বিভিন্ন সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

যোহন ১৬:৭-৮ এবং ১৩:১৫ পদে পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'তিনি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যা গ্রীক ব্যাকরণে পুংলিঙ্গ সর্বনাম। তাছাড়া যোহন ১৫:২৬ পদেও পাওয়া যায়।

খ। একজন ব্যক্তিত্বের চরিত্র তিনি বহন করেন।

১) তাঁর ইচ্ছাশক্তি (১ করি ১২:১১)।

২) বুদ্ধি সত্তা (নহিমিয় ৯:২০, রোমীয় ৮:২৭)।

৩) জ্ঞান (১ করি ২:১০-১২)।

৪) শক্তি (প্রেরিত ১:৮)।

৫) প্রেম করার যোগ্যতা (রোমীয় ১৫:৩০)।

৬) দুঃখিত হওয়ার অনুভূতি (ইফিষীয় ৪:৩০)।

৭) তিনি সেই সমস্ত কাজ করেন যা একজন ব্যক্তি করে।

৮) ঐশ্বরীক গভীর বিষয় অনুসন্ধান করেন (১ করি ২:১০)।

৯) কথা বলেন (প্রকা ২:৭) এবং চিৎকার করেন (গালা ৪:৬)।

১০) মধ্যস্থতা করেন (রোমীয় ৮:২৬)।

১১) সাক্ষ্য দেন (যোহন ১৫:২৬);শিক্ষা দেন (যোহন ১৪:২৬, ১৬:১২-১৪)

১২) পরিচালনা করেন ও নির্দেশ দেন (রোমীয় ৮:১৪)।

১৩) আদেশ করেন (প্রেরিত ১৬:৬-৭)। তিনি মানুষকে তার কাজের জন্য ডাকেন ও দায়িত্ব দেন (প্রেরিত ১৩:২)। তিনি হলেন একজন স্বীকৃত সহায়ক (যোহন ১৪: ১১-১৬)।

গ্রীক শব্দের "Parakletos" এর অর্থ হল "ব্যক্তিগত সহায়ক" যিনি সর্বদাই সাথে আছেন।

উপসংহার: *পবিত্র আত্মা হলেন একজন ব্যক্তি বিশেষ, কারণ তিনি চিন্তা করেন, পরিকল্পনা করেন, তাঁর অনুভূতি আছে, তিনি জ্ঞাত হন, ইচ্ছা করেন, ভালবাসেন, কষ্ট পান, এবং একজন ব্যক্তির কাজগুলো করেন।*

পাঠ ১৩ - পবিত্র আত্মার ঈশতত্ত্ব

পবিত্র আত্মা হলেন সর্বশক্তিমান যিনি সমস্ত বিষয়ে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরের সমতুল্য।

ক। পবিত্র আত্মা ঐশ্বরীক গুণগুলো ধারণ করেন:

১) অনন্তকালীন - ইব্রীয় ৯:১৪
২) সর্বত্র বিরাজমান - গীত ১৩৯:৭-১০
৩) সর্বশক্তিমান - লূক ১:৩৫, আদি ১:২৭
৪) সর্বত্র - ১ করি ২:১০-১১
৫) পবিত্র - লূক ১১:১৩
৬) সত্য - ১ যোহন ৫:৬
৭) দয়ালু - নহিমিয় ৯:২০
৮) মানুষের মধ্যে বিরাজ করেন, সহভাগিতা দেন - ২ করি ১৩:১৪

খ। পবিত্র আত্মা সেই সমস্ত কাজ করেন যা কেবল ঈশ্বরই করেন।

১) সৃষ্টি করেন - ইয়োব ৩৩:৪
২) পরিত্রাণ করেন, (১ করি ৬:১১); স্বীকৃতি দেন - ইফিষীয় ১:১৩
৩) জীবনদাতা - যোহন ৬:৬৩
৪) নতুন জীবনদানকারী - যোহন ৩:৫-৬
৫) ভাববাণী বলেন - ২ পিতর ১:২১
৬) মানুষকে ধার্মিকতা ও আগামী বিচার সম্বন্ধে চেতনা দেন (যোহন ১৬:৮-১১)।

অনুশীলন: *পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে ওপরে যা বলা হয়েছে, এছাড়া পুরাতন নিয়ম থেকে তিনটি অংশ উল্লেখ করুন যেখানে এই বিষয়টি বলা হয়েছে।*

পাঠ ১৪ - পবিত্র আত্মার বিভিন্ন নাম এবং প্রতীক

ক। পবিত্র আত্মার কয়েকটি নাম:

১) পবিত্র আত্মা - লূক ১১:১৩

২) অনুগ্রহের আত্মা - ইব্রীয় ১০:২৯

৩) জ্বলন্ত আত্মা - মথি ৬:১১-১২, যিশাইয় ৪:৪

৪) সত্যের আত্মা - যোহন ১৪:১৭, ১৫:২৬, ১৬:১৩;১ যোহন ৫:৬

৫) জীবনের আত্মা - রোমীয় ৮:২

৬) প্রজ্ঞা ও জ্ঞানদায়ী আত্মা - যিশা ১১:২;৬১:১,২;লূক ৪:১৮

৭) প্রতিজ্ঞার আত্মা - ইফি ১:১৩

৮) মহিমার আত্মা ১ পিতর ৪:১৪

৯) ঈশ্বরের আত্মা ও খ্রীষ্টের আত্মা - ১ করি ৩:১৬;রোমীয় ৮:৯

১০) সহায়ক - যোহন ১৪:১৬

খ। পবিত্র আত্মার প্রতীকসমূহ:

১) জল — যোহন ৩:৫, ৭:৩০, ৩৮-৩৯;জল উর্বরতা দান করে, সজীব করে, বিশুদ্ধ করে, বিনামূল্যে ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

২) অগ্নি — (মথি ৩:১১), অগ্নি যা আলোকিত করে, পরিষ্কৃত করে, দগ্ধ করে ও অনুসন্ধান করে।

৩) বায়ু — (যোহন ৩:৮), বাতাস শক্তিশালী, পুনর্জীবন দানকারী, স্বাধীন, অদৃশ্য অথচ ক্রিয়াশীল।

৪) তৈল্যস্বরূপ — (গীত ৪৫:৭) তৈল যা অভিষিক্ত করে, সান্ত্বনাদান করে, পরিষ্কার করে, ফল উৎপাদন করে ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

৫) কপোতের ন্যায় — (মথি ৩:১৬), কপোতের ন্যায় নম্র।

৬) এক কণ্ঠস্বর — (যিশাইয় ৬:৮), স্বর যা চালনা দেয়, কথা বলে এবং উত্তপ্ত করে।

৭) মুদ্রা — (প্রকাশিত বাক্য ৭:২, ইফি ৪:৩০), মুদ্রাঙ্কিত করে, নির্ভেজাল প্রতিপন্ন করে, নিরাপদ ও সুনিশ্চিত করে।

আলোচনা: পবিত্র আত্মার কাজগুলো কি কি তা দেখলাম, এগুলো প্রত্যেকটি খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ ১৫- পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধাচরণের ফল

পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কিছু কিছু আচরণ বা কাজ বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা উভয়েই করে থাকেন। আবার কিছু কিছু কাজ বা আচরণ আছে যা পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধাচারণ করে, তার পরিণাম ভয়ানক।

ক। অবিশ্বাসীরা যে অন্যায় কাজ বা আচরণ করে থাকেন:

১) পবিত্র আত্মার প্রতিরোধ - প্রেরিত ৭:৫১

২) পবিত্র আত্মার প্রতিরোধ - ইব্রীয় ১০:২৯

৩) পবিত্র আত্মার নিন্দা - মথি ১২:৩১-৩২

খ। বিশ্বাসীরা যে অন্যায় কাজ বা করে থাকেন:

১) পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করে - ইফি ৪:৩০-৩১, যিশাইয় ৬৩:১০

২) পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে - প্রেরিত ৫:৩,৪

৩) পবিত্র আত্মাকে নিবর্বাণ করে - ১ থিষলনীকীয় ৫:১৯

উপসংহার: *প্রতিরোধ হল নতুনীকরণের কাজের সঙ্গে যুক্ত। 'দুঃখিত করা' হল অন্তরে বাসকারী আত্মাকে কষ্ট দেওয়া, 'নির্বাণের' অর্থ হল আত্মার সেবা কাজে শিথিলভাব পোষণ করা।*

ভাগ ৪
মনুষ্য বিষয়ক তত্ত্ব

পাঠ ১৬ - মানুষের প্রকৃত অবস্থা

মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট — আদি ১:২৬;৯:৬ পদ। 'প্রতিমূর্তি' শব্দটির অর্থ হল কোন কিছুর প্রতিবিম্ব, অথবা ছবি। 'সাদৃশ্য' শব্দটির অর্থ হল কাঠামো বা আকৃতির সামঞ্জস্য।

১) ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলতে তাঁর দৈহিক রূপ বোঝায় না কারণ ঈশ্বর হলেন আত্মা।

২) প্রকৃতমানুষ বুদ্ধিমান ছিল। সে প্রাণীদের নামকরণ করেছিল (আদি ২:১৯,২০), তার বাক্‌শক্তি, চিন্তাশক্তি এবং শারীরিক শক্তি ছিল।

৩) মানুষের নৈতিক এবং আত্মিক সামর্থ ছিল

আলোচনা: *পতিত হওয়ার পূর্বে মানুষের জীবন বর্তমান জীবন থেকে কতটা পৃথক ছিল?*

পাঠ ১৭- মানুষের পতন

মানুষের পতনের কাহিনী খ্রীষ্টীয় ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্মতেও আছে। আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে মানুষের ইতিহাসে ভয়াবহ বিপর্যয়ের কথার বিশদ্ বিবরণ পাই।

এখানে আমরা কিভাবে পাপ পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিল তা পাই না, কারণ শয়তান এর পূর্বে পাপ করেছিল এবং স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল (যিহিষ্কেল ২৮:১২-১৫, যিশাইয় ১৪:৯-১৪)। এই ঘটনাতে দেখা যায় কিভাবে মানুষের জীবনে শয়তান প্রলোভন এনেছিল এবং আমাদের পাপী সাব্যস্ত করেছিল।

ক। পতনের বাহক : আদি ৩:১

১) শয়তান নিজের বেশে না এসে সুন্দর সাপের বেশে এসেছিল।

২) যখন আদম ও হবা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, তখনই শয়তান আক্রমণ করেছিল

— একতায় শক্তি আছে।

৩) মানুষের প্রকৃত ক্ষুধার ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শয়তান আক্রমণ করে, খাদ্য এবং জ্ঞানের জন্য পিপাসা, কিন্তু তারা সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন নি।

খ। পতিত হওয়ার ধাপগুলো:

১) হবা সেই গাছের খুব নিকটে ছিলেন, প্রলোভনের স্থান থেকে তার পালিয়ে আসা উচিৎ ছিল।

২) হবা নিষিদ্ধ বস্তুটির প্রশংসা করেছিল।

৩) সে শয়তানের সাথে কথোপকথ করেছিল।

৪) শয়তান ঈশ্বরের বাক্যকে বিকৃত করেছিল। সে এই কথা তাতে যোগ করেছিল "তুমি এটি স্পর্শ করিও না"। সে কিছু কথা বাদদিয়েছিল এবং ঈশ্বরের বাক্যের অবমাননা করেছিল। "তুমি মরিবেই মরিবে" উক্তিটির স্থানে শুধু "মরিবে" শব্দটি যোগ করেছিল।

আলোচনা: *বর্তমানে শয়তান কি কি পদ্ধতিতে মানুষকে আক্রমণ করে? সেই পদ্ধতির মধ্যে কি বিরাট কোন পরিবর্তন হয়েছে, না একই আছে?*

পাঠ ১৮-পতিত হওয়ার ফল

ক। তাৎক্ষণিক ফল:

১) তারা পাপী সাব্যস্ত হল ও তাদের আত্মিক জীবনের মৃত্যু ঘটল (ইফি ২:১)।

২) তাদের চক্ষু খুলে গেল এবং তারা তাদের উলঙ্গতা দেখতে পেল।

৩) তারা ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে নিজেদের লুকিয়ে নিল, পাপ মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করে।

খ। ঈশ্বর অভিশাপ দিলেন: আদি ৩:১৪-১৯

১) সর্পের ওপরে: পৃথিবীর সমস্ত পশু শাপগ্রস্ত হল।

২) নারীদের ওপরে: প্রসবের জ্বালা যন্ত্রণা।

৩) পুরুষদের ওপরে: অভিশপ্ত ভূমি, কণ্টক ও শিয়ালকাঁটা উৎপন্ন করবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা অর্জন করতে হবে। মানুষের মৃত্যু ঘটবে এবং ধূলি থেকে উৎপন্ন মানুষ মৃত্যুর পর ধূলিতেই মিশে যাবে।

গ। পরবর্তীকালের ফলভোগ:

১) সমস্ত মানবজাতি ঈশ্বরের সম্মুখে পাপী সাব্যস্ত হল — রোমীয় ৫:১২ পদ।

২) সমস্ত জগৎ দণ্ডিত হল — রোমীয় ৩:১৯ পদ।

৩) অপরিবর্তিত লোক সকল শয়তানের সন্তানরূপে পালিত হল — যোহন ৮:৪৪ পদ।

৪) সমগ্র মানবজাতি শয়তানের হাতে বন্দী হল — ২ করিন্থীয় ৪:৪ পদ।

৫) মানুষের সম্পূর্ণ সত্তা — তার মানসিক, নৈতিক, আত্মিক এবং দৈহিকভাবে পাপের ফলে আক্রান্ত হল — ইফিষীয় ৪:১৮, রোমীয় ৭:১৮ পদ।

উপসংহার: *মানুষের পতনের সাথে সাথে ঈশ্বর একজন পরিত্রাতার ও পরিত্রাণের উপায় সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করেন (আদি ৩:১৫)। ৪০০০ বছর পরে কালভেরী ক্রুশে যীশুর বলিদানের দ্বারা ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছিলেন।*

ভাগ ৫
পরিত্রাণ বিষয়ক তত্ত্ব

পাঠ ১৯- অনুতাপ

শাস্ত্রের মধ্যে অনুতাপের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণভাবে স্থান পেয়েছে, প্রায় ১০০ বারেরও বেশী উল্লেখ করা হয়েছে।

ক। অনুতাপের সংজ্ঞা:

১) নেতিবাচক : এটা পাপের জন্য কেবল দুঃখ হওয়ার বিষয় নয়। অনেকে নিজ পাপের জন্য ক্রন্দন করেন, কিন্তু পরে আবার সেই পাপেই জীবন যাপন করেন। ঈষ্কারিয়োতীয় যিহূদা ও এষৌ (ইব্রীয় ১২:১৭), এরা নিজ পাপের জন্য দুঃখিত হয়েছিলেন কিন্তু অনুতাপ করেন নি।

২) ইতিবাচক : এটা হল মনের পরিবর্তন যা মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে দেয় (মথি ২১:২৮-৩২)।

খ। অনুতাপের গুরুত্ব :

১) যোহন বাপ্তাইজকের প্রচারের প্রধান বিষয়টি ছিল মন পরিবর্তন (মথি ৩:১-২)।

২) যীশু অনুতাপের কথাই প্রচার করেছিলেন (৪:১৭)।

৩) তিনি শিষ্যদের অনুতাপের কথাই প্রচার করতে বলেন (মার্ক ৬:১২)।

৪) পঞ্চাশত্তমীর পর শিষ্যরা মানুষের অনুতাপের জন্য প্রচার করেছিলেন (প্রেরিত ২:৩৮, ২০:২১)।

৫) ঈশ্বরের এই অভিপ্রায় যেন সমস্ত মানুষ অনুতাপ করে (২ পিতর ৩:৯)।

৬) ঈশ্বরের আদেশের অবমাননা করা হল অনন্তকালীন অভিশাপের দিকে ধাবিত হওয়া (লূক ১৩:৩)।

গ। অনুতাপের ফল:

১) স্বর্গে সকলে আনন্দ করে (লূক ১৫:৭, ১০)

২) এতে পাপ থেকে নিষ্কৃতি ও ক্ষমা পাওয়া যায় (যিশাইয় ৫৫:৭, প্রেরিত ৩:১৯)।

৩) অনুতাপকারীর ওপর আপন পবিত্র আত্মা সেচন করেন (প্রেরিত ২:৩৮)।

প্রদত্ত কাজ: *ওপরের যে কোন একটি শাস্ত্রের অংশ বেছে নিয়ে অনুতাপের ওপর একটি উপদেশের কাঠামো প্রস্তুত করুন।*

পাঠ ২০ - বিশ্বাস

খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় আচরণ এবং অনুষ্ঠানের মূল কেন্দ্রস্থল হল বিশ্বাস, আমরা বিশ্বাস হেতু পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছি (ইফিষীয় ২:৮)। খ্রীষ্ট যীশু লোকদের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে অথবা রোগীদের সুস্থ করার মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতেন, তাদের নিজের বিশ্বাস কতখানি। আপনার কি কিছু ঘটনা মনে পড়ে?

১) সুর-ফৈনীকী মহিলার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল (মার্ক ৭:২৬)।
২) শতপতির নম্র-বিশ্বাস দেখা যায় (মথি ৮:৮-১০)।
৩) অন্ধ লোকটির ছিল ঐকান্তিক বিশ্বাস (মার্ক ১০: ৫১)।

ক। বিশ্বাসের সংজ্ঞা

১) বিশ্বাস হল আস্থা, নির্ভরশীলতা, বাধ্যতা, এবং প্রভু-ভক্তি (ইব্রীয় ১১:১)। যে বিশ্বাস মানুষকে পরিত্রাণ দিতে পারে তা হল খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস।

২) পরিত্রাণ সম্পর্কে দুই প্রকার বিশ্বাস আছে:

অ) মস্তিষ্কে বিশ্বাস: সমগ্র বাইবেল শাস্ত্রকে ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে গ্রহণের দ্বারা ঐতিহাসিক যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে জ্ঞান থেকে এটা আসে।

আ) হৃদয়ে বিশ্বাস: হৃদয়ে বিশ্বাস দ্বারা মানুষ সেই প্রকার আচরণ ও কাজ করে। খ্রীষ্টেতে প্রকৃত বিশ্বাস হল তাঁকে গ্রহণের দ্বারাই বিশ্বাস করা (যোহন ১:১২, কলসীয় ২:৬), জ্ঞান অথবা সম্মতি, প্রকৃত বিশ্বাস বুঝায় না, প্রকৃত বিশ্বাস গ্রহণের দ্বারই প্রকাশ পায়।

খ। বিশ্বাসের ফলগুলো:

১) আমরা বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিক গণিত হই (আদি ১৫:৬, রোমীয় ৫:১, গালা ৩:২৬)
২) বিশ্বাস দ্বারা আমরা পরিষ্কৃত হই (প্রেরিত ২৬:১৮)।
৩) বিশ্বাস দ্বারা আমরা বিশ্রাম, শান্তি, আনন্দ এবং নিশ্চয়তা পাই (যিশা ২৬:৩, ফিলি ৪:৬, ইব্রীয় ৪:১, ১ পিতর ১:৫)।
৪) বিশ্বাস হেতু আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে সাহসপূর্বক কাজ করি (ইব্রীয় ১১:৩২-৪০, মথি ২১:২১, যোহন ১৪:১২)।

আলোচনা: *মস্তিষ্কের বিশ্বাস এবং হৃদয়ের বিশ্বাস সম্পর্কে আপনি যা দেখেছেন তার উদাহরণ দিন।*

পাঠ ২১ - পুনর্জন্ম বা নতুন জন্ম

খ্রীষ্টীয়ান হওয়ার আর কোন পথ নেই, কেবল নতুন জন্ম দ্বারাই সম্ভব হয়।

ক। নতুন জন্ম কি?

১) নতুন জন্মের অর্থ বাপ্তিস্ম নয়। বাপ্তিস্ম হল মণ্ড লীভুক্তির একটি বিধি ব্যবস্থা।

২) এটা সংস্কার বা পুনর্গঠন নয়। সংস্কার হল মানুষের নিজের প্রচেষ্টায় মন্দ পথ থেকে ফিরে আসা, কিন্তু নতুন জন্ম হল ঈশ্বরের একটি আশ্চর্য কাজ যা মানুষের জীবনে একটা বিপ্লব এনে দেয় এবং আত্মিক সচেতনতা আসে।

৩) নতুন জন্ম হল আত্মিক চেতনা, একটি নতুন জন্ম একটি নতুন সৃষ্টি (২ করি ৫:১৭, ইফি ২:১)।

খ। নতুন জন্মের আবশ্যকতা:

১) প্রত্যেক মানুষের নতুন জন্ম হওয়া আবশ্যক। এর কোন বিকল্প নেই (যোহন ৩:৩-৭, গালা ৬:১৫)।

২) মানুষের পাপময় জীবনের জন্য এটা প্রয়োজন আছে (যোহন ৩:৬, যিরমিয় ১৩:২৩, রোমীয় ৭:১৮, ৮:৮)।

৩) ঈশ্বরের পবিত্রতার জন্য এটা প্রয়োজন (ইব্রীয় ১২:১৪)।

গ। নতুন জন্মের উপায়:

১) নতুন জন্ম হল একটি ঐশ্বরীক কাজ (যোহন ১:১৩, তীত ৩:৫, যোহন ৩:৫)। এটা সম্পূর্ণভাবে এবং প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কাজ।

২) মানুষের ব্যক্তিগত দিকটাও রয়েছে, যোহন ১:২ এবং ১৩ পদের দুটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। ঐশ্বরীক ও মানবিক উভয় বিষয়ই নতুন জন্মের জন্য নির্ভরশীল। 'যতজন তাকে গ্রহণ করিল —— ঈশ্বর কর্তৃক জাত'।

উপসংহার: *সুসমাচারের শিক্ষা গ্রহণ করলেই মানুষ পুনর্জীবিত হয় (১ করি ৪:১৫, যাকোব ১:১৮, ১ পিতর ১:২৩) এবং যীশু খ্রীষ্টকে ব্যক্তিগত জীবনে গ্রহণ করে (যোহন ১:১২,১৩;গালা ৩:২৬)।*

পাঠ ২২- ধার্মিক হওয়া বা নির্দোষ সাব্যস্ত হওয়া

ক। ধার্মিকতার অর্থ: এটা হল ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন হওয়া। নতুন জন্মের দ্বারা মানুষের জীবন, চরিত্রের পরিবর্তন হয়। আর ধার্মিক হওয়ার দ্বারা মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক পরিবর্তন ঘটে। এটা ক্ষমার উর্দ্ধে । ধার্মিকতার অর্থ হল ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নির্দোষ হওয়া। ধার্মিকতার বিষয়টি হল ঈশ্বরের বিচার সম্বন্ধীয় ব্যাপার, যার দ্বারা মানুষ খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক হয়, এবং তার পাপের ক্ষমা হয় এবং সে নির্দোষ গণিত হয়।

খ। ধার্মিকতার ব্যাপারে দুটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়:

১) পাপ থেকে ক্ষমা লাভ, সমস্ত প্রকারের দোষ ও শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভ (মীখা ৭:১৮, ১৯; প্রেরিত ১৩:৩৮; রোমীয় ৮:১,৩৩,৩৪)।

২) খ্রীষ্টের ধার্মিকতা দেওয়া হয় এবং ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হওয়া যায় (২ বংশা ২০:৭, যাকোব ২:২৩, রোমীয় ৫:১৭-২১)।

গ। ধার্মিক গণিত হওয়ার উপায়:

১) নেতিবাচক: ব্যবস্থা পালনের দ্বারা নয় (রোমীয় ৩:২০,২৮;গালা ২:১৬, ৩:১০)।

২) ইতিবাচক: ঈশ্বরের দয়া এবং অনুগ্রহ দ্বারা (রোমীয় ৩:২৪)।

৩) যীশু খ্রীষ্টের রক্তের গুণে (রোমীয় ৩:২৪, ৫:৯, ২ করি ৫:২১, ইব্রীয় ৯:২২), এখানে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাপী মানুষের জন্য লক্ষ্য করা যায়।

৪) যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস হল ধার্মিকতার শর্ত (গালাতীয় ২:১৬, রোমীয় ৩:২৬, গালা ৩:১০, প্রেরিত ১৩:৩৯)।

আলোচনা: ধার্মিকতা এবং ক্ষমার মধ্যে পার্থক্য কী?

পাঠ ২৩ - দত্তক গ্রহণ

১। দত্তক গ্রহণের অর্থ:

দত্তক গ্রহণের অর্থ হল 'নিজ পুত্র বা কন্যার মর্যাদা দেওয়া'। রোমীয়দের কাছে এটা ছিল বৈধ ব্যাপার। এর আরও অর্থ হল অন্য কারও সন্তানকে নিজ ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় সমস্ত অধিকারভুক্ত করা (গালা ৪:৫, রোমীয় ৮:১৫,২৩;৯:৪, ইফিষীয় ১:৫)। শাস্ত্রে এই দত্তক গ্রহণের দুটি উজ্জ্বল বিশেষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় (যাত্রা ২:১০, ইব্রীয় ১১:১৪)।

২। দত্তক লাভের আশীর্বাদসমূহ:

আমরা ঈশ্বরের অপূর্ব প্রেম ও পিতৃসুলভ যত্ন পাওয়ার প্রার্থী (যোহন ১৭:২৩, লূক ১২:২৭-৩৩)।

আমাদের পারিবারিক একটা নাম আছে (১ যোহন ৩:১, ইফিষীয় ৩:১৪,১৫)। পরিবারের অনুরূপতা আছে (রোমীয় ৮:২৯)। পারিবারিক প্রেম আছে (যোহন ১৩:৩৫, ১ যোহন ৩:১৪)। দত্তকপুত্রতার আত্মা আছে (রোমীয় ৮:১৫, গালা ৪:৬)। একটি পারিবারিক সেবা আছে (যোহন ১৪:২৩,২৪;১৫:৮)।

আমরা পিতাসুলভ শাসন লাভ করি (ইব্রীয় ১২:৫-১১)। সান্ত্বনা লাভ করি (যিশা ৬৬:১৩, ২ করি ১:৪) এবং উত্তরাধিকারী হই (২ পিতর ১:৩-৫; রোমীয় ৮:১৭)।

৩। সন্তান হওয়ার প্রমাণ:

যারা ঈশ্বরের পরিবারের দত্তক হয়েছেন:

তারা আত্মা দ্বারা চালিত হন (রোমীয় ৮:৪, গালা ৫:১৮)। শিশুদের ন্যায় ঈশ্বরের ওপরে নির্ভরশীল (গালা ৪:৫,৬)। ঈশ্বরের নিকটে যাওয়ার অবাধ স্বাধীনতা (ইফি ৩:১২)। অন্য ভ্রাতাদের জন্য প্রেম আছে (১ যোহন ২:৯-১১, ৫:১-৩)।

আলোচনা: ঈশ্বরের পুত্র হওয়া এবং ঈশ্বরের দাস হওয়ার মধ্যে পার্থক্য কি?

পাঠ ২৪ - শুচিকরণ

শুচিকরণ বা পবিত্রকরণে আমাদের স্বভাব ও চরিত্র গঠনের কিছু করণীয় আছে। আমাদের পক্ষে নির্দোষ বা ধার্মিক ঈশ্বর করেন, কিন্তু শুচিকরণ যা ঈশ্বর আমাদের জীবনে সাধন করেন।

ক। শুচিকরণের অর্থ:

এর মধ্যে দুটি অর্থ লক্ষ্য করা যায়:

১। মন্দ হতে পৃথকীকরণ (২ বংশা ২৯:৫, ১৫-১৮;১ থিষ ৪:৩)। শুচিকরণের মধ্যে আছে সমস্ত প্রকারের পাপ সূচক কার্যকলাপ থেকে ফিরে আসা, যা শরীর ও আত্মাকে কলুষিত করে।

২। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পিত জীবন (লেবীয় ২৭:১৪,১৬;গণনা ৮:১৭, যোহন ১০:৩৬)। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যা কিছু উৎসর্গীকৃত সমস্তই পবিত্র।

৩। এটা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় (যিহিষ্কেল ৩৬:২৩)।

খ। শুচিকরণের সময়:

শুচিকরণের বিষয়টি হতে পারে বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অতীত অথবা তাৎক্ষণিক, ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু এবং সম্পূর্ণ।

১) তাৎক্ষণিক: খ্রীষ্টের উপর সরল বিশ্বাস স্থাপন করে একজন বিশ্বাসী তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় (১ করি ৬:১১, ইব্রীয় ১০:১০,১৪)।

২) ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু: আমাদের চরিত্র ও গৌরবজনক অবস্থার এক ধাপ থেকে উর্দ্ধস্তরে পৌঁছায় (২ পিতর ৩:১৮, ২ করি ৩:১৮, ১ থিষ ৩:১২)।

৩) শুচিকরণের সম্পূর্ণতা ও পরিণতি: ১ থিষলনীকীয় ৫:২৩, ৩:১৩ পদ।

গ। শুচিকরণের উপায়:

শুচিকরণের উপায় হল ঐশ্বরীক ও মানবিক উভয়েই: ঈশ্বরও মানুষ উভয়েই এই কাজে সহযোগিতা করে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যায়।

১) ঐশ্বরীক দিক — এটি ত্রিত্ব ঈশ্বরের কাজ। ঈশ্বর পিতা (১ থিষ ৫:২৩,২৪;যোহন ১৭:১৭)। পুত্র যীশু খ্রীষ্ট (ইব্রীয় ১০:১০;ইফি ৫:২৫,২৭;১ করি ১:৩০)। একটি পবিত্র জীবনের রহস্য হল যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণের দ্বারা তার সমস্ত প্রাচুর্য এবং অনুগ্রহ লাভ করা যা

দৈনন্দিন জীবনে মানুষের প্রয়োজন চাহিদা পূর্ণ করে।

এছাড়া শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তা পালনের দ্বারা (যোহন ১৭:১৭;ইফিষীয় ৫:২৬;যোহন ১৫:৩)।

আলোচনা: *শুচিকরণের সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করুন। কোন্ ঘটনাটি কখন হয়?*

পাঠ ২৫- প্রার্থনা

প্রার্থনা হল খ্রীষ্টীয় জীবনের শ্বাসবায়ু, অন্যথায় খ্রীষ্ট জীবন চলতে পারে না।

ক। প্রার্থনার গুরুত্ব:

১) প্রার্থনার অবহেলা প্রভুকে দুঃখিত করে (যিশা ৪৩:২১,২২;৬৪:৬,৭)।

২) প্রার্থনার অভাবে অনেক মন্দ বিষয় উপস্থিত হয় (সফনিয় ১:৪-৬, দানি ৯: ১৩,১৪)।

৩) প্রার্থনায় অবহেলায় পাপ করা হয় (১ শমূ ১২:২৩)।

৪) প্রার্থনায় রত থাকতে আদেশ করা হয়েছে (কলসীয় ৪:২;১ থিষ ৫:১৭)।

৫) ঈশ্বরের কাছ থেকে বর বা উপহার পাওয়ার জন্য প্রার্থনা হল একটি উপায় (দানিয়েল ৯:৩, মথি ৭:১৭-১১, ৯:২৪-২৯, লূক ১১:১৩)।

৬) প্রেরিতগণ প্রার্থনাকে একটি বিশেষ কাজরূপে ধরেনিয়েছিলেন (প্রেরিত ৬:৪, রোমীয় ১:৯)।

খ। কিভাবে প্রার্থনা করা উচিত:

প্রার্থনায় অন্ততঃ চারটি বিষয় থাকা উচিৎ - ট্রুবত্র কথাটি মনে রাখবেন।

১) ভক্তিশ্রদ্ধা (Adoration) — ঈশ্বরের প্রশংসা ও আরাধনা করা (গীত ৬৫:৬)।

২) পাপ স্বীকার (Confession) — প্রত্যেকটি কৃত পাপের জন্য অনুতাপ (গীত ৩২:৫)।

৩) ধন্যবাদ (Thanksgiving) — সমস্ত বিষয়ে ধন্যবাদ সহকারে আমাদের যাচ্ঞা করতে হবে (ফিলি ৪:৬)।

৪) যাচ্ঞা (Supplication) — মধ্যস্থতা, অনুরোধ, আবেদন, ইচ্ছা জ্ঞাপন করা (১ তীম ২:১)।

গ। প্রার্থনার বাধাসমূহ:

১) অবিশ্বাস (যাকোব ১:৬,৭)।

২) ক্ষমাহীন আত্মা (মার্ক ১১:২৫

৩) অধার্মিকতা (গীত ৬৬:১৮)।

৪) মন্দ উদ্দেশে চাওয়া (যাকোব ৪:৩)।

ঘ। প্রার্থনার কিছু প্রতিজ্ঞা:

মার্ক ১১:২৪, যোহন ১৫:৭, ১ যোহন ৫:১৪, ইফি ৩:১২,২০;ফিলি ৪:১৯, মথি ৭:৭,৮; লূক ১১:৯-১৩;ইব্রীয় ৪:১৬;ফিলি ৪:৬ পদ।

আলোচনা: সম্প্রতি কোন্ প্রার্থনার উত্তর আপনি পেয়েছেন? আপনি কি বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করছেন?

ভাগ ৬
মণ্ডলী বিষয়ক তত্ত্ব

পাঠ ২৬ - মণ্ডলীর সংজ্ঞা ও ভিত্তি স্থাপন

ক। মণ্ড লীর সংজ্ঞা:

১) খ্রীষ্টীয় মণ্ড লী হল নতুন নিয়মের একটি প্রতিষ্ঠান যার সূচনা হয় পঞ্চ াশত্তমীর দিনে এবং খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সংগৃহীত হওয়ার মাধ্যমে যার শেষ হবে।

২) গ্রীক Ecclesia শব্দ থেকে মণ্ড লী শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হল 'বের হয়ে আসা' খ্রীষ্টানরা হল খ্রীষ্টেতে থাকার জন্য জগতের কার্যকলাপ থেকে বেরিয়ে আসা লোক (১ করি ১:২)।

৩) মণ্ড লী শব্দটি স্থানীয় বিশ্বাসী দলকে বুঝায় (কলসীয় ৪:১৫)।

৪) এটি আবার বিশ্বমণ্ড লী খ্রীষ্টের দেহকেও বুঝায় (১ করি ১৫:৯)। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বাসীদের বুঝায়।

৫) দৃশ্যমণ্ড লী হল সেই সমস্ত লোকেরা যাদের নাম স্থানীয় মণ্ড লীতে তালিকাভুক্ত আছে, তারা পরিত্রাণপ্রাপ্ত হোক বা না হোক। আবার অদৃশ্যমণ্ড লী সেই সমস্ত লোকদের নিয়ে গঠিত, যাদের নাম হত মেষ স্বরূপ যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা জীবনপুস্তকে লেখা আছে (প্রকা ২১:২৭)।

৬) যুদ্ধে রত মণ্ড লী বলতে পৃথিবীতে এক আদর্শ মণ্ড লীকে বুঝায়। বিজয়ী মণ্ড লী বলতে সেই মণ্ড লীভুক্ত গোষ্ঠীকে বুঝায় যারা বর্তমানে স্বর্গে আছেন।

খ। মণ্ড লীর ভিত্তি স্থাপন:

১) পিতরের স্বীকারোক্তি অনুসারে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে মণ্ড লীর ভিত্তি স্থাপিত হয় (মথি ১৬:১৬-১৮)। সেই যীশু হলেন খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র মশীহ্। আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট, তিনি

পিতরের ওপরে মণ্ডলী স্থাপন করেন নি, কিন্তু পিতর কর্তৃক ঘোষিত সত্যের ওপর তিনি মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন।

২) ঐতিহাসিকভাবে মণ্ডলী স্থাপিত হয় পঞ্চাশত্তমীর দিনে, যখন পবিত্র আত্মা মানুষের ওপর অবতরণ করেন (প্রেরিত ২:৪৭, ১:১৩;৫:১২;২:৪৬;১২:১২)।

আলোচনা: 'মণ্ডলী' শব্দটি আর কি কি ভিন্ন অর্থ বহন করে?

পাঠ ২৭ - মণ্ডলীর সভ্য এবং উদ্দেশ্য

ক। মণ্ডলীর সভ্য হওয়ার শর্তসমূহ:

১) অনুতাপ (প্রেরিত ২:৩৮)।

২) যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা যে তিনি একমাত্র ত্রাণকর্তা, প্রভু ও ঈশ্বরের পুত্র (মথি ১৬:১৬-১৮)।

৩) পরিত্রাণ, পুনর্জন্ম ও নতুন জীবন লাভ করে (প্রেরিত ২:৪৭)।

৪) প্রেরিতদের শিক্ষায়, সহযোগিতায়, রুটি ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকায় (প্রেরিত ২:৪২)।

খ। মণ্ডলীর উদ্দেশ্য:

১) আরাধনা করা ও পৃথিবীতে খ্রীষ্টের মহিমা বৃদ্ধি করা (ইফি ১:৪-৬)

২) সমস্ত পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচার করা (মথি ২৮:১৯-২০;মার্ক ১৬:১৫)।

৩) খ্রীষ্টীয়ানদের শিক্ষা এবং উপদেশ দেওয়া (ইফি ৪:১১-১৫;১ থিষ ৫:১১;১ করি ১২:১-৩১)।

৪) সর্বদা খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্য বহন করা (প্রেরিত ১:৮)।

আলোচনা: মণ্ডলীর সভ্য সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে আমরা সাধারণতঃ কি ভুল করে থাকি?

পাঠ ২৮ - মণ্ডলীর প্রতীক ও বিধিব্যবস্থা

ক। বাইবেল ভিত্তিক মণ্ডলীর প্রতীক:

১) মণ্ডলী হল খ্রীষ্টের দেহ — খ্রীষ্ট হলেন মস্তক এবং আমরা হলাম তাঁর দেহের সদস্য (কল ১:১৮, ইফি ১:২২-২৩, কল ২:১৯)।

২) মন্দির — ঈশ্বরের আত্মার গৃহ বা বাসস্থান (ইফি ২:২০,২১)। খ্রীষ্ট হলেন কোনার প্রধান প্রস্তর, আর আমরা হলাম সেই গাঁথনির অংশ বিশেষ।

৩) খ্রীষ্টের ভার্য্যা (২ করি ১১:২), খ্রীষ্ট হলেন বর (যোহন ৩:২৯), বিবাহের অপেক্ষায় রত (প্রকাশিত বাক্য ১৯:১)।

খ। মণ্ডলীর বিধি ব্যবস্থা প্রধানতঃ দুটি:

১) বাপ্তিস্ম — মথি ২৮:১৯,২০;মার্ক ১৬:১৬;প্রেরিত ২:৩৮-৪১;৮:৩৬-৪০,

১০:৪৭,৪৮)।

২) প্রভুর ভোজ — প্রেরিত ২:৪২-৪৬, ২০:৭, ১ করি ১১:২০-৩৪ পদ।

আলোচনা: উপরি লিখিত মণ্ড লীর প্রতীকগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে একজন 'মণ্ড লীর সভ্য" বলতে কি বুঝায়?

ভাগ ৭
পবিত্র শাস্ত্র বিষয়ক তত্ত্ব

পাঠ ২৯ - বাইবেলের অনুপ্রেরণা

ক। বাইবেল সম্পর্কিত কিছু তত্ত্ব:

১) বাইবেল হল একটি গ্রন্থাগার। এর মধ্যে ৬৬টি পুস্তক আছে। পুরাতন নিয়মের ৩৯টি, আর নতুন নিয়মের ২৭টি পুস্তক।

২) পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানের প্রায় ৪০ জন লেখক ১৬০০ বছর যাবৎ লিখেছিলেন।

৩) পুরাতন নিয়মটি প্রথমে লেখা হয় ইব্রীয় ভাষায়, দানিয়েল এবং ইষ্রা ভাববাদীর কিছু অংশ আরবীয় ভাষায় লেখা হয়। নতুন নিয়মটি লিখিত হয় গ্রীক ভাষায়।

৪) বাইবেল হল সব চাইতে পুরাতন বই। প্রায় ১৬০০ বছর ধরে লেখা হয়। প্রথম লেখকের মৃত্যুর ১৪৫০ বছর পর শেষ লেখকের জন্ম হয়।

খ। অনুপ্রেরণার অর্থ :

১) গ্রীক শব্দ "theopneustos" অর্থ হল "ঈশ্বর নিশ্বসিত" theo = ঈশ্বর, Pneustos = শ্বাসবায়ূ (২ পিতর ১:২১)।

২) লেখার জন্য (১ তীম ৩:১৬)।

৩) বাক্যের জন্য (১ করি ২:১৩;২ পিতর ৩:২)

আলোচনা: বাইবেলের কোন বিশেষ গুণগুলো আপনাকে বিশেষভাবে অভিভূত করে?

পাঠ ৩০ - বাইবেলের দুটো সাত সংখ্যা সম্বন্ধে

ক। বাইবেলের সাতটি আশ্চর্য গৌরবময় বিষয়:

১) গঠনের দিক থেকে এটি একটি আশ্চর্য বই, একটি বই এক জায়গায় একটি ভাষায় লিখিত, অন্য বইটি অন্য দেশে অন্য ভাষায় কয়েক শত বছর পরে লিখিত হয়েছে।

২) এটি আশ্চর্যভাবে ঐক্য বজায় রাখে, ৬৬টি বই থাকলেও এটি মূলতঃ একটি বই,

একটিই লেখক, তিনি হলেন পবিত্র আত্মা। এখানে লেখকের মতের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

৩) বয়েসের দিক থেকেও বইটি আশ্চর্য ধরণের বই। এটি একটি অতি প্রাচীন বই।

৪) বিক্রির দিক থেকেও এটি একটি আশ্চর্য বই। এই বইটি পৃথিবীর যে কোন বই অপেক্ষা অধিক বিক্রয় হয়েছে।

৫) রুচির দিক থেকেও এটি একটি আশ্চর্য বই। বইটি পাঠকের রুচি বৃদ্ধি করে। এটি এমন একটি বই যা যুগ যুগ ধরে সাধু, সাধারণ লোক, বালক বালিকা, বৃদ্ধ, যুবক ও শিশুরা সমস্ত দেশে পড়ে আসছেন।

৬) সাহিত্যের নির্দশনের দিক থেকেও এটি একটি আশ্চর্য বই। অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিদের তারা লিখিত হলেও ভাষা এবং সাহিত্যের দিক থেকে এটি একটি অমূল্য সম্পদ।

৭) এটি আশ্চর্যভাবে সংরক্ষিত। ইতিহাসে রাজা ও শাসকবর্গ বার বার ধবংস করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয় নি। আজও ঈশ্বর আমাদের জন্য তা সংরক্ষিত রেখেছেন এবং আজও বাড়ীতে বাড়ীতে এটির স্থান আছে।

খ। ঈশ্বরের বাক্যকে সাতটি প্রতীক চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে:

১) এমন একটি তরবাবরির তুল্য যা শ্রোতাকে দোষী সাব্যস্ত করে (ইব্রীয় ৪:১২)।
২) একটি হাতুড়ীর তুল্য যা শ্রোতার কঠিন হৃদয়কে খণ্ড বিখণ্ড করে (যিরমিয় ২৩:২৯)।
৩) একটি বীজ, একটি জীবন্ত বাক্য, যা শ্রোতাকে নতুন জন্ম দেয় (১ পিতর ১:২৩)।
৪) একটি দর্পন, যার মধ্যে এক ব্যক্তি নিজের প্রকৃত অবস্থা দেখতে পান (যাকোব ১:২৩,২৫)।
৫) একটি অগ্নি, যা শ্রোতার অন্তরের নোংরা সকল দগ্ধ করে (যিরমিয় ২০:৯;২৩:২৯)।
৬) একটি প্রদীপ যা বিশ্বাসীদের দিন দিন সঠিক পথে পরিচালনা করে (গীত ১১৯:১০৫)।
৭) খাদ্য, যা মানুষের আত্মাকে পুষ্টি যোগায় (১ পিতর ২:২;১ করিন্থীয় ৩:২;রোমীয় ১০:১৭)।

প্রদত্ত কাজ: ঈশ্বরের বাক্যের যে কোন একটি প্রতীক ব্যবহার করে একটি উপদেশ তৈরী করুন।

পাঠ ৩১- ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের প্রয়োজনীয়তা কেন?

১) পাপের চেতনা আসে ঈশ্বরের বাক্যের প্রচার শুনে - (প্রেরিত ২:১৪-৩৭)। পঞ্চাশত্তমী দিনে পিতরের ভাষণে ২৩টি উক্তির মধ্যে ৯টি ছিল পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃত।
২) বিশ্বাস আসে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণে (রোমীয় ১০:১৭)।
৩) ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা শুচিকরণ হয় - (২ করি ৭:১) ঈশ্বরের বাক্যই হল আমাদের

জন্য তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলো।

৪) ঈশ্বরের বাক্যেই নিশ্চয়তা পাওয়া যায় - ১ যোহন ৫:১৩ পদ।

৫) সান্ত্বনা - ঈশ্বরের বাক্যেই সান্ত্বনা পাওয়া যায় - ১ থিষলনীকীয় ৪:১৮ (এই কথাগুলো বাইবেল পাওয়া যায়)।

৬) ঈশ্বরের বাক্যেই সত্য আছে - প্রেরিত ১৭:১১ পদ।

৭) ঈশ্বরের বাক্য দ্বারাই নতুন জন্ম হয় - ১ পিতর ১:২৩ পদ।

উপসংহার : বাইবেল হল পৃথিবীর জন্য ঈশ্বরের তৃতীয় মহাদান।

ভাগ ৮
স্বর্গদূত বিষয়ক তত্ত্ব

পাঠ ৩২ - স্বর্গদূত সম্পর্কে বাইবেল কি বলে?

ক। স্বর্গদূতগণের অস্তিত্ব

১) "স্বর্গদূত" শব্দটি প্রথম পাওয়া যায় বাইবেলের আদি পুস্তকে ১৬:৭ পদে, হাগারকে পরিচর্যা করতে যখন তিনি সারা কর্তৃক উপেক্ষিত হন।

২) পুরাতন স্বর্গদূত সম্পর্কে নানান স্থানে উল্লেখ আছে (গীত ১০৪:৪;দানিয়েল ১০:১২,১৩;২ শমূয়েল ১৪:২০;গীত ১০৩:২০;২ রাজা ১৯:৩৫;২ শমূয়েল ২৪:১৫,১৬)।

৩) যীশু নিজেও স্বর্গদূতে বিশ্বাস করতেন (মথি ১৮:১০;মার্ক ১৩:৩২;৮:৩৮;মথি ১৩:৪১ এবং ২৬:৫৩ পদ)।

৪) সাধু পৌল ও অন্যান্য প্রেরিতরাও বিশ্বাস করতেন (২ থিষ ১:১৭;কল ২:১৮;যোহন ১:৫১;প্রকাশিত বাক্য ১২:৭, ২২:৯, ১ পিতর ৩:২২;২ পিতর ২:১১;যিহূদা ৯পদ)।

খ। স্বর্গদূতগণের প্রকাশ:

১) তারা সৃষ্ট জীবন, মৃত ব্যক্তিদের আত্মা নয় - কল ১:১৬ পদ।

২) তারা আত্মা (গীত ১০৪:৪);কখনো দৃশ্যমানভাবে আবির্ভূত হন - (আদি ১৯; বিচারকর্তৃগণের বিবরণ ২:১;৬:১১-২২;মথি ১:২০;যোহন ২০:১২)।

৩) তারা শক্তিমান — গীত ১০৩:২০, ২ রাজা ১৯:৩৫, ২ শমূয়েল ২৪:১৫,১৬ পদ।

৪) তারা অমর — লূক ২০:৩৫,৩৬ পদ।

৫) তারা সংখ্যায় অগণিত — প্রকা ৫:১১, ইব্রীয় ১২:২২, মথি ২৬:৫৩ পদ।

গ। স্বর্গদূতগণের পতন:

প্রথমে সমস্ত দূতগণই উত্তমরূপে সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক পতিত হয়েছিল (২ পিতর ২:৪;যিহূদা ৬)। আমরা তাদের পতনের কারণ জানি না, সম্ভবতঃ সেগুলো

ছিল অহংকার, অবাধ্যতা, যে পাপে শয়তান তাদের পতন ঘটিয়েছিল (যিহিষ্কেল ২৮)।

আলোচনা: *সেই সমস্ত পদগুলো অধ্যয়ন করুন যেখানে শয়তানের পতনের বিষয় বলা হয়েছিল এবং পতনের কারণগুলো আলোচনা করুন।*

পাঠ ৩৩ - স্বর্গদূতগণের কাজ

ক। পতিত দূতগণ যারা বর্তমানে স্বাধীন তাদের কাজগুলো:

১) তারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য/ইচ্ছার বিরোধীতা করে - দানিয়েল ১০:১০-১৪ পদ।

২) তারা ঈশ্বরের লোকদের কষ্ট দেয় - লূক ১৩:১৬, মথি ১৭:১৫-১৮ পদ।

৩) তারা শয়তানের আদেশ অনুযায়ী কার্যসাধন করে - মথি ২৫:৪১, ১২:২৬,২৭ পদ।

৪) তারা ঈশ্বরের লোকদের আধ্যাত্মিক জীবনে বাধাস্বরূপ- ইফিষীয় ৬:১২ পদ।

৫) তারা ঈশ্বরের লোকদের প্রতারণা করে - (১ শমূয়েল ২৮:৭-২০) তাদের মুক্তির কোন আশা নেই - (যিহূদা ৬, ২ পিতর ২:৪, মথি ২৫:৪১)। তাদের শেষ পরিণাম হবে অগ্নি দ্বারা।

খ। পবিত্র দূতগণের কার্যসকল:

১) স্বর্গে — প্রভু ঈশ্বরের আরাধনা, মহিমা ও সেবা করা - প্রকা ৫:১১-১২;৮:৩,৪ পদ।

২) পৃথিবীতে — ঈশ্বরের বার্তা বহন করা, হাগারকে জলের উৎস দেখিয়ে দেওয়া, যিহোশূয়ের সম্মুখে মুক্ত তরবারি নিয়ে আবির্ভূত হওয়া, পিতরের বদ্ধশৃঙ্খল মুক্ত করা, কারাগারের দরজা খুলে দেওয়া, ঈশ্বরের লোকেদের আহার যোগানো, শক্তি যোগানো, রক্ষা করা, ইত্যাদি।

৩) ঈশ্বরের ইচ্ছা ও বিচার অনুযায়ী কর্ম করা — গণনা ২২:২২, প্রেরিত ১২:২৩, মথি ১৩:৪১ পদ।

৪) বিশ্বাসীদের পরিচালনা করা — প্রেরিত ৮:২৬ পদ।

৫) সাধুগণের স্বার্থ রক্ষা করা ও শক্তি যোগানো — ১ রাজা ১৯ অধ্যায়ে ইলিশায়কে আহ্বান করেছিলেন, দানিয়েল ৬:২২ পদে, তিনি দানিয়েলকে সিংহের মুখ থেকে রক্ষা করেছিলেন;মথি ৪:১১ পদে, তিনি গেৎশিমানী বাগানে যীশুকে শক্তি দিয়েছিলেন।

৬) যখন আমাদের প্রভু আবার আসবেন তখন তারা আমাদের সঙ্গী হবেন — মথি ২৫:৩১; ১ থিষ ১:৭,৮ পদ।

৭) মৃত্যুর পরই তারা ঈশ্বরের সন্তানদের স্বর্গে নিয়ে যান — লূক ১৬:২২ পদ।

আলোচনা: আপনি কি আপনার জীবনে স্বর্গ দূতের সাহায্য অনুভব করেছেন?

ভাগ ৯
শয়তান বিষয়ক তত্ত্ব

পাঠ ৩৪- ঈশ্বর ও মানুষের পরম শত্রু

ক। শয়তানের উৎপত্তি:

১) শয়তানের বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে — যিহি ২৮:১২-১৯ পদ। শয়তান সৌন্দর্যে নিখুঁত ছিল, সম্ভবতঃ দূতগণের মধ্যে প্রধান ছিল। তার গর্বের ফলে পাপ তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং তাকে স্বর্গচ্যুত করা হয়েছিল।

২) তার সম্পর্কে আরও বর্ণনা করা হয়েছে — যিশাইয় ১৪: ১২-১৭ পদ। । তার নাম ছিল লুসিফার, ঊষা নন্দন। তার অহঙ্কার তার মনে ঈশ্বরের সমকক্ষ হওয়ার বাসনা তৈরী করেছিল, তাই সে বিতাড়িত হয়েছিল।

৩) শয়তান হল একজন ব্যক্তিবিশেষ, যে জীবন, ক্ষমতা, বুদ্ধি ধারণ করে এবং তার ইচ্ছা ও অনুভূতি আছে।

খ। শয়তানের চরিত্র:

১) শয়তান একজন চোর, সে মানুষের হৃদয় থেকে ঈশ্বরের বাক্য চুরি করে (মথি ১৩:১৯)।

২) শয়তান ধূর্ত - ২ করি ১১:৩ পদ।

৩) শয়তান খুনী - যোহন ৮:৪৪ পদ।

৪) সে মিথ্যাবাদী - যোহন ৮:৪৪ পদ।

৫) সে ছলনাকারী - প্রকাশিত বাক্য ১২:৯

আলোচনা: আপনি কি মনে করেন বর্তমানে পৃথিবীতে শয়তান আরও বেশী সক্রিয় হয়ে উঠেছে? যদি তাই হয় তবে কেন?

পাঠ ৩৫ - পরাজিত শত্রু

ক। শয়তানের উপাধিগুলো:

১) আলোক দূত - ২ করি ২:১৩-১৫

২) গর্জনকারী সিংহ - ১ পিতর ৫:৮ পদ।

৩) মহাদৈত্য, সর্প, দিয়াবল, শয়তান - প্রকাশিত বাক্য ১২:৯ পদ।

৪) অন্ধকারের শক্তি - কলসীয় ১:১৩ পদ।

৫) জগতের অধিপতি - যোহন ১৪:৩০ পদ।

৬) আকাশের কর্তৃত্বকারী - ইফিষীয় ২:২ পদ।

৭) জগতের ঈশ্বর - ২ করিন্থীয় ৪:৪ পদ।

৮) অগাধ লোকের দূত - ইব্রীয় ভাষায় তার নাম আবদ্দোন ও গ্রীক ভাষায় তার নাম আপল্লুয়োন (বিনাশক) - প্রকাশিত বাক্য ৯:১১ পদ।

খ। শয়তানের পরিণাম:

১) খ্রীষ্টানদের কাছে শয়তান হল এক পরাজিত শত্রু (যোহন ১২:৩১;১৬:৯;১ যোহন ৩:৮;কলসীয় ২:১৫)।

২) সে হল চিরকালীন শাপগ্রস্ত - আদি ৩:১৪;যিশাইয় ৬৫:২৫ পদ।

৩) তাকে অগ্নিহ্রদে জীবন্ত অবস্থায় নিক্ষেপ করা হবে, সেখানে সে চিরকাল উৎপীড়ন ও যন্ত্রণা ভোগ করবে (মথি ২৫:৪১;প্রকাশিত বাক্য ২০:১০ পদ)।

উপসংহার : শয়তান যদিও শক্তিমান কিন্তু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। শয়তান চিরকালের জন্য কালভেরী ক্রুশেতে পরাজিত হয়েছে। আসুন, আমরা সর্বদা কালভেরীতে যীশুর সেচিত রক্ত দ্বারা শয়তানের ওপর বিজয় দাবি করি - প্রকাশিত বাক্য ১২:১১ পদ।

ভাগ ১০
শেষকালীন বিষয়ের তত্ত্ব

পাঠ ৩৬ - খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন

খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে, নতুন নিয়ম পুস্তকের ২৬০টি অধ্যায়ে মোট ৩১৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতি ২৫টি পদে এই বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। বাইবেলের প্রতি ৩০টি পদের মধ্যে যীশুর প্রথম আগমন সম্পর্কে একবার এবং দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে অন্ততঃ ৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

ক। খ্রীষ্ট কিভাবে আসবেন?

১) গোপনে সেই মহানন্দের দিনে - ১ থিষ ৫:২;মথি ২৪:৪৪,৫০ পদ।

২) লোক সম্মুখে সেই প্রকাশের দিনে - প্রকাশিত বাক্য ১:৭ পদ।

খ। খ্রীষ্ট কোথায় আসবেন?

১) সেই মহানন্দের দিনে আমরা তাঁর সাথে আকাশে মিলিত হব - ১ থিষ ৪:১৭ পদ।

২) সেই প্রকাশের দিনে আমরা তাঁর পৃথিবীতে নেমে আসব (সখরিয় ১৪:৪)।

খ। তাঁর আগমনের চিহ্ন:

১) ২ তীম ৩:১৭ পদে, তাঁর আগমনের ২৩টি চিহ্নের তালিকা রয়েছে, যার অধিকাংশ বর্তমানে খুবই স্পষ্ট। মথি ২৪:৫-৭, ১২-৩৮ পদে ১০টি চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের কাজ ও পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যে তিনি ১০০ বছরের মধ্যে আসছেন না। কিন্তু এমন পবিত্র ও নিখুঁত জীবন যাপন করতে হবে যে তিনি যেন আজই আসছেন (১ থিষ ৩:১১-১৩)। বাইবেলের শেষ প্রার্থনা হল "প্রভু যীশু আসছেন" (প্রকাশিত

বাক্য ২২:২০)।

আলোচনা: শাস্ত্রে তাঁর আগমনের চিহ্নগুলোর তালিকা দেখা যায়, বর্তমানে এই দিনগুলোর শর্ত কি কি?

পাঠ ৩৭- মৃতদের পুনরুত্থান

ক। শাস্ত্রে শিক্ষাটি নিখুঁতভাবে দেওয়া আছে:

১) পুরাতন নিয়মে - ইয়োব ১৯:২৫-২৭; গীত ১৬:১৫; দানিয়েল ১২:১-৩ পদ। প্রকৃত পুনরুত্থানের বিষয় পাওয়া যায় - ১ রাজা ১৭ অধ্যায়; ২ রাজা ৪:৩২-৩৫; ১৩:২১ পদ।

২) নতুন নিয়মে যীশুর শিক্ষামালায় - যোহন ৫:২৮, ২৯; ৬:৩৯,৪০,৪৪,৫৪; লূক ১৪:১৩,১৪; ২০:৩৫,৩৬ - প্রেরিতদের শিক্ষায় - প্রেরিত ২৪:১৫; ১ করি ১৫ অধ্যায়; ১ থিষ ৪:১৪-১৬; ফিলি ৩:১১; প্রকাশিত বাক্য ২০:৪-৬, ১৩ পদ।

খ। পুনরুত্থিত দেহের প্রকৃতি:

১) বিশ্বাসীদের (১ করি ১৫ অধ্যায়), রক্তমাংস নয় (৫০,৫১ পদ), ইব্রীয় ২:১৪; ২ করি ৫:১-৬; লূক ২৪:৩৯, "মাংস এবং অস্থি" - শুধু আত্মা নয়, কিন্তু বাস্তব দেহ। অক্ষয়ণীয় - ৪২ পদ। ক্ষয়, অসুস্থতা, বেদনা নেই। - গৌরবজাত -৪৩ পদ, এবং রূপান্তরিত দেহ (মথি ১৭); প্রকাশিত বাক্য ১:১৩-১৭ পদ। - পরাক্রমযুক্ত -৪৩ পদ, ক্লান্তি এবং দুর্বলতামুক্ত। - আত্মিক দেহ - ৪৪ পদ, কেবল আত্মাই হবে দেহের জীবন। স্বর্গীয়: ৪৭-৪৯ পদ।

২) অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে শাস্ত্র নীরব।

গ। পুনরুত্থানের সময়:

১) ধার্মিকগণের জন্য ১ করি ১৫:২৩, ১ থিষ ৪:১৪-১৭ পদ। বিশ্বাসীদের পুনরুত্থান খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সাথে যুক্ত।

৩) দুষ্টলোকদের জন্য - যোহন ৫:২৮,২৯; দানিয়েল ১২:২, প্রকাঃ ২০:৫,১২ পদ। দুষ্টলোকদের পুনরুত্থান বিচারের সাথে যুক্ত যা অন্তিম সময়ে প্রভুর দিনে ঘটবে। প্রকাঃ ২০:৪-৬ পদ অনুসারে ধার্মিকদের ও দুষ্টদের পুনরুত্থানের মধ্যে ব্যবধান অন্ততঃ ১০০০ বছর।

উপসংহার : আমাদের বর্তমান দেহ এবং পুনরুত্থিত দেহের মধ্যে পার্থক্য কি থাকবে?

পাঠ ৩৮- বিচার

জগতের জন্য একটি বিচারের দিন নির্দিষ্ট করা আছে, যেদিন দুষ্টগণ বিচারিত হবে এবং ধার্মিকগণ পুরস্কৃত হবে - প্রেরিত ১৭:৩১, ইব্রীয় ৯:২৭ পদ। খ্রীষ্টই হলেন বিচারকর্তা - যাকে ক্রুশে মৃত্যু ও যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখা যায়, তিনিই সিংহাসনে বসবেন - যোহন ৫:২২,২৩,২৭; ২ তীম ৪:১; ২ করি ৫:১০; প্রেরিত ১২:৪২, ১৭:৩১ পদ।

যেহেতু একাধিক পুনরুত্থান ঘটবে তাই বিচারও একাধিক হবে। নোহের সময়ে বিচার হয়েছিল জল প্লাবন দ্বারা এবং বাবিলের উচ্চগৃহ নির্মাণের সময় বিচার নেমে এসেছিল ভাষাভেদ ঘটিয়ে।

বাইবেলে অন্ততঃ পক্ষে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন বিচারের বিষয় লেখা আছে:

১) ক্রুশে বিচার - বিশ্বাসীদের জীবনের ওপর শয়তানের শক্তি চূর্ণ করা হয়েছে এবং বিশ্বাসীদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয়েছে - এবং তারা পাপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে (যোহন ৫:২৪, ১ পিতর ২:২৪)।

২) বিশ্বাসীদের আত্মবিচার - ১ করি ১১:৩১,৩২ পদ। এটা ধারাবাহিক ও চলমান।

৩) বিশ্বাসীদের বিচার: সেই বেদিতে অর্থাৎ খ্রীষ্টের বিচার সিংহাসনে (২ করি ৫:১০)। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনে বিশ্বাসীরা নিজ নিজ কার্যের ফল অনুসারে বিচারিত হবেন। অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত কার্যের ওপর পুরস্কৃত হবেন (১ করি ৩:১৩)।

৪) যিহূদীদের বিচার - এটা হবে মহাক্লেশের সময়ে, যিহিষ্কেল ২০:৩৪-৩৮, ৩৩:৮; লূক ২৩:১৮; প্রেরিত ৭:৫১ পদ।

৫) পরজাতি/অবিশ্বাসীদের বিচার - মথি ২৫:৩২, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময়ে যিহোশাফটের উপত্যকায় - যোয়েল ৩:২;মথি ২৫:৪১, ৩৪ পদ।

৬) পতিত দূতগণের বিচার - ১ করি ৬:৩, যিহূদা ৬, ২ পিতর ২:৪ পদ।

৭) মৃতগণের বিচার - যাদের খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন হয়নি, যারা প্রথম পুনরুত্থানের অংশীদার হয়নি বা সেই মহানন্দের দিনে একত্রিত হয়নি (প্রকাঃ ২০:১১), খ্রীষ্টের সহস্র বছর রাজত্বকালের পরে - (প্রকাঃ ২০:৫), ঈশ্বরহীন লোকদের সেই অনন্ত অগ্নিহ্রদে নিক্ষেপ করা হবে - (প্রকাঃ ২০:১৫)।

আলোচনা: *আপনার জন্য কোন্ বিচার হবে?*

পাঠ ৩৯ - দুষ্টগণের অন্তিম পরিণাম

কেবল নতুন নিয়মেই ১৬২টি স্থানে ক্ষমাহীন পাপীদের জন্য আসন্ন বিচারের বিষয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৭০টি প্রভু যীশু নিজেই উচ্চারণ করেছিলেন।

দুষ্টগণ যারা খ্রীষ্টকে উপেক্ষা করেছিলেন তারা নরকে নিক্ষিপ্ত হবে - গীত ৯:১৭ পদ।

ক। নরকের সংজ্ঞা কি?

১) ঈশ্বরের উপস্থিতি হতে বহিষ্কৃত - ২ থিষ ১:৯ পদ।

২) উৎপীড়ন ও শাস্তির স্থান - লূক ১৬:২৩ পদ।

খ। নরকের বর্ণনা:

১) নরক প্রধানতঃ শয়তান ও দুষ্ট দূতগণের জন্য তৈরী করা হয়েছিল (মথি ২৫:৪১)। কিন্তু যে মানুষ একমাত্র মুক্তিদাতা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে স্বর্গ অগ্রাহ্য করবে তাকেও শয়তানের সঙ্গী হয়ে নরকে যেতে হবে।

২) একটা শাস্তির জায়গা - লূক ১৬:২৩ পদ।

৩) একটা উৎপীড়নের স্থান - লূক ১৬:২৩ পদ।

৪) অগ্নিময় স্থান - মথি ১৩:৪২,৫০ পদ;প্রকাঃ ২০:১৫;১৪:১০;মথি ৩:১২;যিশা ৩৩:১৪ পদ।

৫) কীটের স্থান - মথি ৯:৪৪,৪৬,৪৮ পদ।

৬) লূক ১৬ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, সেখানে একজন অন্যজনকে চিনতে পারবে না (২৩ পদ); প্রার্থনা করার স্থান, কিন্তু তা গ্রাহ্য করা হবে না - ২৭ পদ, তৃষ্ণার্ত হয়ে জল চাইলে কেউ দিতে চাইলেও তা সম্ভব হবে না (২৪-২৭ পদ)।

৭) নরক হল অনন্তকালীন ও চিরস্থায়ী।

উপসংহার : অনন্তকালীন শাস্তির বিষয়টি আশাহীন মানুষদের জয় করার জন্য আমাদের হৃদয়কে উৎসাহ প্রদান করুক।

পাঠ ৪০ - ধার্মিকগণের অন্তিম পুরস্কার

বিশ্বাসীদের মৃত্যু হল খ্রীষ্টেতে নিদ্রাগত হওয়া - ১ থিষ ৪:১৪, পরবর্তীকালে সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টের সাক্ষাতে জেগে উঠবে - ফিলি ১:২৩ পদ।

ক। বিশ্বাসীদের ভবিষ্যতের গৌরব বিষয় সংক্রান্ত:

১) খ্রীষ্টের সহিত সহভাগিতা - যোহন ১৪:৩ পদ।

২) তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করা - গীত ১৭:১৫, ২ করি ৪:৬;প্রকাঃ ২২:৪ পদ।

৩) খ্রীষ্টের মহিমা দর্শন করা - যোহন ১৭:২৪ পদ।

৪) খ্রীষ্টের সহিত গৌরবান্বিত হওয়া - রোমীয় ৮:১৭,১৮ পদ।

৫) খ্রীষ্টের সহিত রাজত্ব করা - ২ তীম ২:১২ পদ।

৬) সবর্ব বিষয়ের অধিকারী হওয়া - প্রকাঃ ২১:৭ পদ।

৭) নক্ষত্রের ন্যায় দিপ্তীমান হওয়া - দানিয়েল ১২:৩ পদ।

খ। যে মুকুট বিশ্বাসীরা লাভ করবে

১) অক্ষয় মুকুট (১ করি ৯:২৪), যীশুর প্রতি বিশ্বাসে ধাবমান ব্যক্তিদের জন্য মুকুট (ইব্রীয় ১২:১)।

২) উল্লাসের মুকুট - (১ থিষ ২:১৯) আত্মাজয়ীদের জন্য মুকুট।

৩) ধার্মিকতার মুকুট - (২ তীম ৪:৮), যারা খ্রীষ্টের আগমনে আনন্দিত হয়। প্রত্যেকেই এই মুকুট লাভ করবে।

৪) জীবন মুকুট - (যাকোব ১:১২), মৃত্যু পর্যন্ত যারা বিশ্বস্ত তাদের জন্য (প্রকাঃ ২:১০),

সাক্ষ্যমরদের মুকুট।

৫) গৌরবের মুকুট (১ পিতর ৫:৪), মেষপালকের অধীনস্থ পুরোহিত, পরিচর্যাকারী ও শিক্ষকদের জন্য।

৬) গৌরবের (১ পিতর ৫:৪), মেষপালকের অধীনস্থ পুরোহিত, পরিচর্যাকারী ও শিক্ষকদের জন্য।

গ। স্বর্গ কি?

১) প্রভু ঈশ্বরের আবাস (মথি ৬:৯, ২ করি ১২:২)। প্রথম স্বর্গে ভ্রমণ হল যেখানে পাখীরা উড়ে যায়। দ্বিতীয়টি যেখানে নভোচারীগণ ভ্রমণ করে। তৃতীয় স্বর্গ হল ঈশ্বরের আবাস।

২) এ এমন এক আবাস যা মানুষ দ্বারা নয় কিন্তু ঈশ্বর কর্তৃক নির্মিত - ২ করি ৫:১ পদ।

৩) ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের রাজ্য - ইফিষীয় ৫:৫ পদ।

৪) পিতার গৃহ - ১৪:২ পদ।

৫) এমনি একটি স্থান যেখানে অশ্রু, দুঃখ, কান্না এবং বেদনা নেই (প্রকাঃ ২১:৪)। যেখানে রাত্রি অথবা দিবস কর্তৃত্ব করে না (প্রকাঃ ২২:৩-৫)। যেখানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা অত্যাধিক উষ্ণতা নেই (প্রকাঃ ৭:১৬)।

৬) নতুন সৃষ্টিযুক্ত স্থান, জীবন নদী, জীবন বৃক্ষ, নতুন সেবা, নতুন সম্পর্ক, নতুন আলো - প্রকাঃ ২২:৪ পদ।

উপসংহার: *স্বর্গ হল ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত স্থান। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ সেই স্থানে পৌঁছানো এবং প্রভুর জন্য আমাদের শ্রমের দ্বারা অপর কাউকে পরিত্রাণের ভাগী করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া।*

৩ প্রচারতত্ত্ব

অভিধানে 'হোমিলেটিক্স্' শব্দটির দ্বারা প্রচার করার কলাকৌশকে বুঝায়। আর প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে প্রচার করার কৌশলকে উন্নতিবিধানের সহায়তার জন্যই এই পাঠক্রম। এটি বুঝতে হবে যে প্রচার কিছু লোকের সামনে দাঁড়িয়ে দক্ষতার সাথে কিছু বলার চেয়েও অনেক বেশী। এটি হল প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের আপন বার্তাকে মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়া। সাধু পৌল সেই সত্য সম্বন্ধে দৃঢ়তার সাথে লিখেছেন: "কারণ সেই ক্রুশের কথা, যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদের কাছে মূর্খতা। কিন্তু পরিত্রাণ পাইতেছি যে আমরা আমাদের কাছে তাহা ঈশ্বরের পরাক্রমস্বরূপ" (১ করিন্থীয় ১:১৮)। এই পাঠক্রম আপনাকে প্রচারের কলাকৌশল আরও নিখুঁত হওয়ার জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে পরিশ্রম করতে আহ্বান জানাচ্ছে যেন অনেকের পরিত্রাণের জন্য এবং অনেককে গেঁথে তোলার জন্য ঈশ্বরের পরাক্রম প্রকাশিত হয়।

প্রচার করার সময়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেমন - কণ্ঠস্বর এবং অঙ্গভঙ্গী সম্বন্ধে এই সীমিত পাতার মধ্যে বর্ণনা দিতে আমরা সমর্থ হব না। ক্লাসে প্রচার করবার সময় সেগুলো লক্ষ্য করা যেতে পারে এবং শিক্ষকরাও এ বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। এই পাঠক্রম প্রচারের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষা দেবে এবং সেই সম্বন্ধে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, পোর্টেবল্ বাইবেল স্কুলের অন্যান্য পাঠক্রমগুলো প্রত্যেক দিনের ক্লাসে বিভক্ত করা হয়েছে, কিন্তু প্রচারতত্ত্ব পাঠক্রম সাপ্তাহিক পাঠ্য বিষয়ে সাজানো হয়েছে। ফলে ক্লাসের মধ্যে প্রচারের বিষয়বস্তু প্রস্তুতি ও প্রচার অভ্যাস করার কাজে কোন অসুবিধা হবে না।

এই পাঠক্রমের বেশীর ভাগ উপাদান মুডি প্রেস প্রকাশিত উইলিয়াম ইভান্ কর্তৃক রচিত "হাউ টু প্রিপেয়ার সারমনস্" নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

- সপ্তাহ-১ -

দিন-১: প্রচার কী?

প্রচার হল পরিত্রাণের শুভবার্তা মানুষের কাছে ঘোষণা করা। প্রচারের দুটো দিক হল : প্রচারক এবং প্রচার বার্তা — প্রচারের ব্যক্তিত্ব ও সত্য যা প্রচার করা হয়।

প্রচারক সুসমাচার প্রচার কাজের জন্য ঈশ্বর কর্তৃক পৃথকীকৃত। তিনি ঈশ্বরের পক্ষে মানুষের কাছে এবং মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের কাছে প্রতিনিধিত্বের কাজ করেন। তাঁকে একজন সৎ ব্যক্তি হতে হবে। যিনি পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। এইরূপ প্রচারের ফলস্বরূপ বহু মানুষ প্রভুতে সংযুক্ত হবে (প্রেরিত ১১:২৪)।

প্রচার হল প্রচারকের জীবনের একটি অংশ, প্রচার যেন অবশ্যই তাঁর জীবন ও অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি হয়। প্রচারের মাধ্যমে চেতনাদায়ী ক্ষমতার সাথে সত্য ঘোষণা করার পূর্বে প্রচারক যেন অবশ্যই এই সত্য উপলব্ধি করেন।

আলোচনা: এক প্রকৃত প্রচারকের জীবন প্রস্তুতিতে কি কি বিষয় অপরিহার্য? প্রচারকের ব্যক্তিত্বের কয়েকটি চারিত্রিক বিষয়ের উদাহরণ দিন, যা তাঁর পরিচর্যা কাজে পরাজয় আনতে পারে।

দিন ২: প্রচারের জন্য বাইবেলের অংশ

ক। উপযুক্ত বাইবেলের অংশ ও পদ নির্বাচনের অনেক সুবিধা আছে —

১। এতে শ্রোতাদের আগ্রহ জেগে উঠে - "প্রচারক এ বিষয়ে কি প্রচার করবে?"

২। এতে শ্রোতাদের আস্থা পাওয়া যায় - "ইহা ঈশ্বরের বাক্য"।

৩। এতে প্রচারকের কর্তৃত্ব ও সাহস লাভ হয়। "সদাপ্রভু ইহা বলেন" — এই বাক্য স্বর্গীয় কর্তৃত্ব প্রদান করে।

৪। এতে প্রচারকের মন বিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

৫। এতে প্রচারক বাইবেল ভিত্তিক প্রচার করবে।

খ। প্রচারের উপযুক্ত বিষয় ও শাস্ত্রপদ নির্বাচনের জন্য সাধারণ নীতিসমূহ:

১। প্রচারক যেন অবশ্যই শ্রোতাদের আধ্যাত্মিক চাহিদা সম্বন্ধে মনোনিবেশ করে।

২। প্রচারককে মনে রাখতে হবে যে সত্য বিষয়ে তিনি কি কি প্রচার করেছেন। কোন শিক্ষাদানের বিষয় কি বাদ পড়েছে? বছরের শুরুতেই সারা বছরের প্রচারের বিষয় তালিকাভুক্ত করে নিলে ভাল হয়।

৩। প্রচারককে দেখতে হবে যে নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁর প্রচার করার দক্ষতা আছে কি না। নবীন প্রচারকদের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে প্রচার করা খুবই কঠিন হবে।

গ। প্রচারের উপযুক্ত বিষয় ও শাস্ত্রপদ নির্বাচনে এই নীতিগুলো খুবই সাহায্যকারী:

১) অবিরত ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করা অত্যাবশ্যক।

২) খাতায় প্রয়োজনীয় বিষয় লিখে রাখলে উপকার পাওয়া যায়।

৩) ভাল ভাল বই পড়লে নতুন নতুন চিন্তাধারার উদয় হয়।

৪) পবিত্র আত্মার পরিচালনা অত্যাবশ্যক। যিনি অবিরত পবিত্র আত্মার পরিচালনায় ও ক্ষমতায় জীবন যাপন করেন। তাঁর কাছে প্রচার করার বিষয়বস্তুর অভাব হবে না।

নির্ধারিত কাজ: শাস্ত্রপদ ভিত্তিক ১০টি বিষয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন, যা আপনি আগামী মাসগুলিতে প্রচার করবেন।

দিন ৩: প্রচারের শিরোনাম

প্রচারের বিষয়টির বিচক্ষণ মনোনয়ন এবং বিষয়টির বাক্যবিন্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নীচের প্রস্তাবগুলো গণ্য করা যেতে পারে।

১) প্রচারের বিষয়টির ওপর প্রচারকের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

২) প্রচারের বিষয়টি এমন হওয়া উচিৎ যেন লোকে তা বুঝতে পারে। শ্রোতাদের বোধগম্য হবে না, এমন না হয়।

৩) প্রচারের বিষয়টি যেন তুচ্ছ বিষয় না হয়, বিষয়টির যেন যথেষ্ট গুরুত্ব ও মহত্ত্ব থাকে।

৪) বিষয়টি প্রচার করার পিছনে যেন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। প্রচারের ফলস্বরূপ শ্রোতাদের মধ্যে যেন পরিবর্তন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

৫) বিষয়টি যেন স্থান, কাল ও উপলক্ষ্য অনুযায়ী হয়। যেমন ঈস্টারে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান বিষয়েরই প্রচার করা উচিৎ।

আলোচনা: রবিবার আরাধনা সভায় প্রচারের জন্য উপযুক্ত নয় এমন কয়েকটি বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিন। আর কয়েকটি বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিন যা এদিন প্রচারের জন্য উপযুক্ত।

দিন ৪: প্রচারের বিষয়ে নানান তথ্য সংগ্রহ করা

ভাল ভাল বই পড়লে প্রচারকের মন সমৃদ্ধ হবে। দৈনন্দিন ঘটনা সম্পর্কেও তাঁর সচেতন থাকা প্রয়োজন। প্রচারক যেন ঐ সব বিষয়ে চিন্তা করেন, প্রার্থনা এবং শাস্ত্রের মাধ্যমে তার উত্তর খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন। খ্রীষ্ট সর্বদাই পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তিনি যা দেখতেন ও শুনতেন সে সকল বিষয়ে তাঁর প্রচার ও শিক্ষা পাওয়া যেত। প্রচারকের উচিৎ একটি খাতা সঙ্গে রাখা। যেন যা তিনি শোনেন ও দেখেন এবং যেগুলো তার মনে দাগ কাটে, সেগুলো লিখে রাখতে পারেন। পরে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। প্রচারক যেন সব সময় নানান বিষয় উপকরণ সংগ্রহ করেন।

আলোচনা: গত মাসের কয়েকটি স্থানীয় ঘটনার উদাহরণ দিন। যেগুলোকে কেন্দ্র করে প্রচারের জন্য কিছু ভাল চিন্তাধারা পাওয়া যেতে পারে? ঐ চিন্তাধারাগুলি এবং তার প্রয়োগ সম্বন্ধে খাতায় লিখুন।

দিন:৫ প্রচারের তথ্যগুলো সাজানো

প্রচারের তথ্যগুলো উপযুক্তভাবে সাজানোর কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রচারক যেন প্রচারের তথ্যগুলো এমনভাবে সাজান যাতে সেগুলো প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্যকারী হয়।

প্রচারের বিষয় সাজানোর উপকারীতা:

১) প্রচারকের জন্য - পরিষ্কারভাবে ও যুক্তিসঙ্গতভাবে সাজানো তথ্য মনে রাখার জন্য একটি সহজ উপায়।

২) প্রচারের বিষয়বস্তুর জন্য - প্রচারের কার্যকারীতার অনেকটাই পরিষ্কার ও যুক্তিসম্মত ভাবে সাজানো বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল।

৩) শ্রোতাদের জন্য - উপযুক্ত প্রস্তুতিতে যে পরিশ্রম আছে তার মূল্য তখনই পাওয়া যায়। যখন শ্রোতৃমণ্ডলী সেই প্রচার সহজেই মনে রাখতে পারবে এবং বাইবেল শিক্ষা ধরে রাখতে সমর্থ হবে। প্রচারককে অবশ্যই প্রচারের বিষয়কে ভালভাবে সাজাতে হবে, যেন শ্রোতৃবর্গ সেই শিক্ষাকে অনুধাবন করতে পারে।

আলোচনা: উপযুক্তভাবে সাজানো হয়নি এমন কয়েকটি প্রচারের দৃষ্টান্ত দিন। যেন ঐ প্রচারগুলো ঠিকভাবে সাজানো হয়।

সপ্তাহ-২

দিন-১: ভাল প্রচারের জন্য বিষয়বস্তু সাজানো

ভাল প্রচারের বিষয়বস্তু সাজাতে হলে কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন:

১) একটি মূল বিষয় - প্রচারকের কেবল একটি মাত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রচার করা উচিৎ এবং তার সমস্ত যুক্তি, প্রমাণ, সাক্ষ্য ও দৃষ্টান্তগুলো যেন ঐ একটি মাত্র বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়।

২) প্রচারের বিভিন্ন বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে যুক্তিসঙ্গত যোগাযোগ। প্রথমতঃ শ্রোতাদের জ্ঞানের জন্য, তারপর তাদের আবেগকে উদ্দীপিত করার জন্য এবং পরিশেষে তাদের ইচ্ছাকে জাগ্রত করার জন্য হওয়া উচিৎ।

৩) প্রত্যেক প্রচারের একটি পরিকাঠামো প্রয়োজন, যেমন মানুষের শরীরের মধ্যে কঙ্কাল আছে। সাধারণভাবে একটি সুপরিকল্পিত প্রচার সহজেই অনুধাবন করা যায়। প্রচারের পরিকাঠামো আকর্ষণীয় হলে সহজে তা মনে রাখা যায়, এই কারণেই কোন কোন প্রচারক

তাদের প্রচারের পরিকাঠামোর বাক্যগুলো একই রকম শব্দ বা ধ্বনি দ্বারা সাজিয়ে থাকেন। কেউ কেউ আবার বিপরীতমুখী বাক্য ব্যবহার করেন। একটি প্রচারের পরিকাঠামোর মধ্যে এইগুলি থাকা দরকার:

বিষয়বস্তু — যীশুর রূপান্তর

১) স্থান
২) উদ্দেশ্য
৩) ব্যক্তিগণ
৪) পরাক্রম

প্রচারের পরিকাঠামোর আরেকটি দৃষ্টান্ত:

বিষয়বস্তু: কিভাবে খ্রীষ্টানুসারী হওয়া যায়?

১) পাপ স্বীকার করা
২) সমর্পণ করা
৩) বশীভূত হওয়া
৪) সাক্ষ্য দেওয়া

নির্ধারিত কাজ: একই শব্দ ব্যবহার করে প্রচারের একটি পরিকাঠামো প্রস্তুত করুন।

দিন ২: প্রচারের ভূমিকা

প্রতিটি ভাল উপদেশ তিনটি অংশে বিভক্ত: ভূমিকা, মূলবক্তব্য এবং উপসংহার।

প্রচারের ভূমিকা আঁচারে মশলা দেওয়ার মত, একটি প্রচারের মূল বক্তব্যকে আকর্ষণীয় ও আস্বাদযুক্ত করে তোলে। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বা ঘরোয়া কিছু বার্তার জন্য এর ব্যতিক্রম হতে পারে — তথাপি সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রচারের ভূমিকা থাকলে ভাল হয়।

ভূমিকার উদ্দেশ্য:

১। বিষয়বস্তুটির মধ্যে আগ্রহ তৈরী করা। বক্তার কাজই হচ্ছে বিষয়টিকে এমন আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যেন শ্রোতাদের আগ্রহ বেড়ে যায় এবং তারা প্রচার না শুনে থাকতে পারে না।

২) শ্রোতৃবর্গকে প্রচার শোনার জন্য প্রস্তুত করা।

ভূমিকার উৎস:

১) প্রচারের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ পরিচিতি। গীতসংহিতা ২৩:৪-৬ পদগুলো থেকে প্রচারের ভূমিকা দিতে হলে প্রচারকেরা যেন অবশ্যই এরকম ভূমিকা দেন। "কতবার শাস্ত্রের এই বিষয়টি মৃত্যু শয্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সঞ্জীবিত করেছে এবং প্রিয়জন বিয়োগে সান্ত্বনা দিয়েছে"।

২) বিষয়টির ঐতিহাসিক পটভূমির জ্ঞান।

৩) বাইবেল সংক্রান্ত ভৌগোলিক বিষয়ের জ্ঞান।

৪) বাইবেলের ঐতিহাসিক সমাজের প্রচলিত প্রথা ও আচার ব্যবহারের জ্ঞান।

৫) বাইবেলের পুস্তকের লেখকের এবং যাহাদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল উভয়ের অবস্থা পরিস্থিতি ও উপলক্ষ্য সম্বন্ধে জানা।

৬) কোন্ উপলক্ষ্যে প্রচার করা হচ্ছে, যেমন ঈস্টার না বড়দিন।

নির্ধারিত কাজ: ঈস্টার দিনের প্রচারের একটি ভূমিকা লিখুন।

দিন ২: একটি উত্তম ভূমিকার গুণাবলী

১। ভূমিকা যেন খুব উচ্চস্বরে না হয়, যেন উত্তেজনাপূর্ণ ও আবেগপ্রবণ না হয়। ভূমিকার সময় শ্রোতাদের আবেগকে উদ্দীপিত করার উপযুক্ত সময় নয়। নীচু কণ্ঠস্বরে, ধীর গলায় শুরু করে ক্রমান্বয়ে মূল বিষয়ের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তারপর চূড়ান্ত বিষয়ের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

২) ভূমিকা যেন খুব দীর্ঘ না হয়। দীর্ঘ ভূমিকা শ্রোতাদের পরিশ্রান্ত করে তোলে।

৩) যত্ন সহকারে প্রস্তুত করা। ভূমিকার কথাগুলোও সম্পূর্ণ লিখে নিলে ভাল হয়। ভূমিকা হৃদয়স্পর্শী ও আকর্ষণীয় হলে শ্রোতাদের আগ্রহ দীর্ঘস্থায়ী হবে। অতএব ভূমিকা যত্নসহকারে প্রস্তুত করা উচিৎ।

নির্ধারিত কাজ: রোমীয় ১:১৬, ১৭ পদ দুটো থেকে প্রচারের একটি ভূমিকা লিখুন।

দিন ৩: উপদেশের পরিকাঠামো

প্রচারের শিরোনাম অনুযায়ী একটি প্রচারের মূল অংশকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রতিটি বিভাগের ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হতে হবে। প্রচারের মূল অংশকে সাধারণঃ তিন বা অধিক ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রতিটি বিভাগের মধ্যে স্বাভাবিক ও যুক্তিসংঙ্গ ত মিল থাকা উচিৎ এবং একটি বিভাগ থেকে আরেকটি বিভাগে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে। কোন কোন সময়ে এই বিভাগগুলো ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সর্বদা নয়।

প্রচারের মূল অংশের মধ্যে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর থাকা উচিৎ:

১) কি? প্রথম বিভাগে বিষয়টির বিবরণও বিবৃতি দেওয়া উচিৎ। এই বিবরণের পর বিষয়টি সম্বন্ধে যেন আর কোন ভুল ধারণা না থাকে। এই বিভাগটি শ্রোতাদের আবেগ বা ইচ্ছাকে উদ্দীপিত করার জন্য নয়। কিন্তু এই বিভাগে বিষয়টি কি তা জানা যায়।

২) কেন? এই বিভাগে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা, যুক্তি বা প্রমাণ দেওয়া উচিৎ। এই বিভাগের কয়েকটি প্রশ্ন হল: এটি সত্য কেন? আমি এটা বিশ্বাস অথবা গ্রহণ করব কেন? কিভাবে এটা প্রমাণ করা যেতে পারে? এটা কি যুক্তিসঙ্গত?

৩) কিভাবে? এই বিভাগে প্রচারের বিষয় এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। যেন জানা যায় যে, বিষয়গুলো গ্রহণ করতে হলে বা বিষয়গুলো পরিপূর্ণতার জন্য কি কি শর্ত পালন করতে হবে। এই বিভাগে সাধারণতঃ তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। ঐশ্বরীক দিক, মানুষের দিক এবং কিভাবে এগুলোকে ফলপ্রসূ করা যায়।

৪) তারপর কি? সম্ভবতঃ এই অংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অংশটিতে বিষয়টির প্রয়োগ সম্বন্ধে বলা হয়। এখানে বিষয়টিকে ব্যক্তিগত করে তোলা হয়। আমরা যেন অবশ্যই শ্রোতার খ্রীষ্টের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে এবং তাঁর সাক্ষাতে পবিত্র জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করি।

নির্ধারিত কাজ: রোমীয় ১:১৬,১৭ পদ দুটো থেকে প্রচারের মূল অংশের একটি পরিকাঠামো প্রস্তুত করুন।

দিন ৪: প্রচারের উপসংহার

প্রচারের শেষ পাঁচ মিনিট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। সুতরাং উপসংহারের বক্তব্য উপযুক্তভাবে প্রস্তুত না করা বড়ই ভুল হবে। কোন কোন সময়ে উপসংহারে প্রচারের মূল অংশের প্রধান বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে অথবা একটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্তসহ প্রচার শেষ করা যেতে পারে। কোন কোন সময় একটি পদ্য বা কোন পরিচিত গানের কয়েকটি লাইন ব্যবহার করা যেতে পারে। উপসংহার ভূমিকার মত সাধারণতঃ তিন থেকে পাঁচ মিনিটের দীর্ঘ হওয়া উচিৎ নয়।

নির্ধারিত কাজ: রোমীয় ১:১৬,১৭ পদ দুটো থেকে প্রচারের একটি উদ্দীপনাজনক উপসংহার প্রস্তুত করুন।

দিন ৫: দৃষ্টান্ত ও তার ব্যবহার

যীশুর শিক্ষাদানের মধ্যে অনেক দৃষ্টান্ত, ক্ষুদ্র কাহিনী ও উপমার ব্যবহার দেখা যায়। যে কোন ব্যক্তির তুলনায় যীশু তাঁর প্রচারের দৃষ্টান্ত ব্যবহারের বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শ্রোতারা খুব সহজেই প্রচারের সত্যতাকে ঘরে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য:

১) দৃষ্টান্ত বিষয়টির ওপর আলোকপাত করে। দৃষ্টান্ত ঘরের একটি জানালার মত যার মধ্যে দিয়ে ঘরে আলো প্রবেশ করে।

২) দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যাদানকারী।

৩) দৃষ্টান্ত কোন বিষয়ের প্রমাণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

৪) দৃষ্টান্ত প্রচারকে অলঙ্কৃত করে।

৫) দৃষ্টান্তে বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

দৃষ্টান্তের উৎস:

১) একজন প্রচারকের সর্বত্রই পর্যবেক্ষণ করা উচিৎ। খ্রীষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন লিলি ফুলের, আকাশের পাখীদের, লবণের, প্রদীপের, কপটীদের, দন্তঘর্ষণের, মথের, প্রশস্ত ও সঙ্কীর্ণ দ্বারের, ছুঁচের ছিদ্রের, রুটির, গাসের, সরিষার দানার, মাছ ধরা জালের, ঋণদাতা ও

ঋণীদের, ইত্যাদি।

২) অন্যান্য উৎসসমূহ : যেমন খবরের কাগজ, ইতিহাস, পশুপক্ষী, শাবসব্জী, শিশুদের, ইত্যাদি।

আলোচনা: যোহন ৩ অধ্যায়ে 'নতুন জন্ম' সম্বন্ধে শিক্ষার ওপর প্রচারের জন্য কি কি ভাল দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: পাঠক্রমের বাকী অংশের জন্য ছাত্ররা বিভিন্ন ধরণের প্রচারের পরিকাঠামো প্রস্তুত করবে এবং সেটি প্রচার করবে। প্রচারের পরিকাঠামোর ভূমিকা, দৃষ্টান্ত এবং উপসংহার ব্যবহার করতে ভুলবে না।

সপ্তাহ ৩

জীবনীমূলক উপদেশসমূহ

এই ধরণের প্রচারে বাইবেলের বিভিন্ন চরিত্রগুলি তুলে ধরা হয়।

অব্রাহামের চারটি ত্যাগস্বীকার

১) দেশ ও জ্ঞাতীকুটুম্ব পরিত্যাগ করা - আদিপুস্তক ১২:১

২) লোট হইতে পৃথকীকরণ - আদিপুস্তক ১৩:৯

৩) হাগার ও ইশ্মায়েলকে বহিষ্কৃত করা - আদিপুস্তক ২১:১০

৪) ইস্হাক্কে বলিদান - আদিপুস্তক ২২ অধ্যায়

সপ্তাহ ৪

বর্ণনামূলক উপদেশ

এই ধরণের প্রচারে শাস্ত্রের কোন ঘটনার চিত্র তুলে ধরা হয়। একটি বিবরণমূলক প্রচারের উদারহণ:

সিংহের খাতে দানিয়েল

বিষয় : ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের যত্ন নেন।

ভূমিকা : বন্দীদের দেশে এক যুবকের ঘটনা।

শাস্ত্রপদ : দানিয়েল ৬:১৯-২৩ পদ।

প্রচারের পরিকাঠামো:

১) নির্মম ষড়যন্ত্র, দানিয়েল ৬:১-৯
২) দানিয়েলের প্রতিদিনকার অভ্যাস ৬:১-৯।
৩) ঐশ্বরীক সাহায্য ৬:২১ - ২৪ পদ।

উপসংহার: ঈশ্বরের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা সহকারে দানিয়েল বিপদের সম্মুখীন হয়েও রক্ষা পেয়েছেন। কারণ তিনি ঈশ্বরের সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখতেন। আপনি কি তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে গমনাগমন করেছেন, যেন জীবনের যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে পারেন।

সপ্তাহ ৫

পদভিত্তিক উপদেশ

পদভিত্তিক প্রচারে সাধারণতঃ একটি বা অল্প কয়েকটি পদ থেকে একাধিক বিশেষ চিন্তাধারা তুলে ধরা হয়। পদ থেকে এটি অবশ্যই যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

পদভিত্তিক প্রচারের একটি উদাহরণ :

এক সীমাহীন উপহার

বিষয় : উৎসর্গ

শাস্ত্রপদ : রোমীয় ১২:১

ভূমিকা: উৎসর্গ কথাটির অর্থ কি? ঈশ্বরের গৌরবের জন্য আত্মনিয়োগ, পৃথকীকরণ বা আত্মসমর্পণ। উৎসর্গীকরণ হল আমাদের জীবনের কর্তৃত্বের সিংহাসন যীশু রাজার জন্য ছেড়ে দেওয়া। আপনার জীবনের প্রভু কে?

১। কে উৎসর্গীকৃত হতে পারেন? অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি" যাঁরা খ্রীষ্টের রক্তদ্বারা শুচিকৃত, ঈশ্বরের পরিত্রাণের সদস্য। কেবল যাঁরা মহান, শক্তিশালী, গুণসম্পন্ন তারাই নয়, কিন্তু সকল বিশ্বাসীর জন্য এটা উপযুক্ত।

২। উৎসর্গীকৃত হওয়ার জন্য অনুরোধ - "ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে", আমরা কোন কর্তৃত্বের দ্বারা বা জোরপূর্বক আদেশপ্রাপ্ত হয়নি, কিন্তু নানা করুণার অনুরোধে আমরা আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। ভয়ে নয়, কিন্তু প্রেমে ও করুণার অনুরোধে।

ঈশ্বরের কয়েকটি করুণা, যেমন — পরিত্রাণ, পবিত্রতা, জীবনে পবিত্র আত্মার অধিষ্ঠান, দৈনিক সাহায্য, স্বাস্থ্য, মৃত্যুর পর স্বর্গ, বন্ধু বান্ধ ব, মণ্ড লী।

৩। উৎসর্গীকরণ - "আপন আপন দেহকে উৎসর্গ কর"।

ক) এটি স্বেচ্ছামূলক — যেমন, উপহার দেওয়া। উৎসর্গ করতে আমাদিগকে জোর

করা হয় না।

খ) ব্যক্তিগত — আপন আপন দেহকে। আমাদের জীবন ও আমাদের যা কিছু আছে।

গ) এটি আত্মত্যাগ — "জীবন্ত উৎসর্গ।" অব্রাহাম যেমন ইস্হাককে সমর্পণ করেছিলেন তেমনি আমাদের জীবনকে বেদিতে সমর্পণ করা।

৪। উৎসর্গীকরণের পক্ষে যুক্তি — "চিত্তসঙ্গত আরাধনা।" যদি আমরা সত্যই মুক্তিপ্রাপ্ত হই, তাহলে এটা যুক্তি যে, আমরা যেন সহৃদয়ে তাঁর সেবা করি।

৫। আমায় কি উৎসর্গ করতে হবে? "আপন আপন দেহকে।" আমাদের শরীর আমাদের নিজেদের নয়। তা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা উদ্ধার পেয়েছে।

ক) আমাদের দৈহিক শক্তি — স্বাস্থ্যের জন্য ঈশ্বরের গৌরব করুন এবং দৈহিক শক্তিকে তাঁর জন্য ব্যবহার করুন।

খ) আমাদের চরণ যেন দ্রুত অন্য কারও কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার জন্য করুণার বার্তা নিয়ে যায়।

গ) আমাদের হস্ত দ্বারা যেন দয়ার কাজ করি। পতিতদের তুলে ধরি।

ঘ) আমাদের চক্ষু যেন অভাবী ও বিনাশগ্রস্তদের খোঁজ করে।

ঙ) আমাদের কর্ণ যেন দুর্দশাগ্রস্তদের ক্রন্দন শ্রবণ করে এবং তাঁর জন্য তাদের খোঁজ করে।

চ) আমাদের হৃদয়, ভিতরের মানুষের প্রতীক, প্রকৃত আমি। অন্য যে কোন জিনিসের থেকে তিনি আমাদের হৃদয়কে বেশী চান, ২ করিন্থীয় ৮:৫ পদ।

সপ্তাহ ৬

বিষয় ভিত্তিক উপদেশসমূহ

একটি বিষয়ের ওপরে আলোকপাত করাই এই ধরণের প্রচারের লক্ষ্য। এই ধরণের প্রচারের প্রস্তুতির জন্য বাইবেল শব্দকোষ (কন্কর্ডেনস্) থেকে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। কারণ বাইবেলের বিভিন্ন অংশের পদগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। বিষয় সম্বন্ধীয় প্রচারের একটি দৃষ্টান্ত:

এসো পান কর

বিষয় : জীবন জল

শাস্ত্রপদ: যীশু দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, কেহ যদি তৃষ্ণার্ত হয় তবে আমার কাছে আসিয়া পান করুক (যোহন ৭:৩৭)।

ভূমিকা: আপনি কি কখনও জল থেকে বঞ্চি ত হয়েছেন? যে কোন জিনিসের থেকে জলের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব আপনি কি জানেন? (জলের গুরুত্ব সম্বন্ধে আরও চিন্তাধারাযুক্ত

করুন)।

পরিকাঠামো:

১। জীবন জল - তার গুণাবলী
ক) জীবন্ত (যোহন ৪:১০)
খ) স্বচ্ছ (প্রকাঃ ২২:১)
গ) বিশুদ্ধ (প্রকাঃ ২২:১)
ঘ) পর্যাপ্ত (যিহিষ্কেল ৪৭:১-৯)
ঙ) বিনামূল্যে প্রাপ্ত ((প্রকাঃ ২২:৬)
২। কাকে এই জল দেওয়া হয়?
ক) যে কোন ব্যক্তিকে (প্রকাঃ ২২:১৭)
৩। কিভাবে এই জল পাওয়া যায়?
ক) আইস (প্রকাঃ ২২:১৭)
খ) গ্রহণ কর (প্রকাঃ ২২:১৭)
উপসংহার: ছাত্ররা প্রস্তুত করবে

সপ্তাহ ৭ এবং ৮

ব্যাখ্যামূলক প্রচার

ব্যাখ্যামূলক প্রচার পূর্বে আলোচিত বিভিন্ন ধরণের প্রচারের থেকে পৃথক। যখন পদ ভিত্তিক প্রচারে এবং বিষয় ভিত্তিক প্রচারে শাস্ত্র থেকে সাধারণতঃ একটি মাত্র চিন্তাধারার ওপর আলোকপাত করা হয়। তখন ব্যাখ্যামূলক প্রচারে শাস্ত্রকেই ব্যাখ্যা করা হয়। সাধারণভাবে ভাবা হয় যে ব্যাখ্যামূলক প্রচার অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের প্রচারের থেকে উন্নতমানের।

ব্যাখ্যামূলক প্রচারের কিছু সুবিধা:

১) এর দ্বারা বাইবেল ভিত্তিক প্রচারক ও শ্রোতা তৈরী হয়। প্রচারক এবং শ্রোতা বাইবেল কেন্দ্রীক থাকবে।

২) এতে বাইবেল সম্মত প্রচারের ধারা বজায় থাকে । এটিই ছিল যীশুর পদ্ধতি (লূক ৪ অধ্যায়), স্তিফানের পদ্ধতি (প্রেরিত ৭,৮ অধ্যায়), পৌলের পদ্ধতি (প্রেরিত ২৮ অধ্যায়) এবং পিতরের (প্রেরিত ২৮ অধ্যায়)।

৩) ব্যাখ্যামূলক প্রচারের উপকারিতা সুদূর প্রসারিত। শ্রোতাদের জীবনে সত্যের ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য অনেক সুযোগ পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যামূলক প্রচারের কিছু অসুবিধা

১) মণ্ডলীর জন্য এই ধরণের প্রচার একঘেয়ে হয়ে উঠতে পারে।

২) প্রচারক অলস হয়ে যেতে পারে। একটি বিপদের সম্ভাবনা হল যে প্রচারক শাস্ত্রের সত্যতা জোরের সাথে ঘোষণা করার পরিবর্তে কেবল এক একটি পদ পড়ে সামান্য মাত্র মন্তব্য করতে পারেন।

৩) শাস্ত্রের অংশটিও দীর্ঘ ও শ্রোতাদের জন্য বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠতে পারে।

৪) কোন কোন সময় এই ধরণের প্রচার শাস্ত্রের মধ্যেই এত সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে যে প্রচারক বর্তমানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন না। ব্যাখ্যামূলক প্রচার একটি বিষয়েই কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিৎ, যেন সমগ্র ব্যাখ্যার বাইবেলের বিভিন্ন অংশ থেকে শাস্ত্রপদ মনোনীত করা উচিৎ এবং প্রচার কেবল তত্ত্বমূলক না হয়ে ব্যবহারিক হওয়া উচিৎ।

ব্যাখ্যামূলক প্রচারের একটি দৃষ্টান্ত:

মৃত্যু থেকে জীবন

বিষয়: যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু

শাস্ত্রপদ: রোমীয় ৫:৬-১১ পদ, "কেননা যখন আমরা শক্তিহীন ছিলাম তখন খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে ভক্তিহীনদের নিমিত্ত মরিলেন।"

ভূমিকা: পৌলের শিক্ষায় এর স্থান

পরিকাঠামো :

১। একজন মৃত্যুবরণ করেছেন

ক) প্রত্যেকের জীবনে মৃত্যু আসে - এটি একটি সাধারণ ঘটনা

খ) কিন্তু এটি একটি অসাধারণ ঘটনা যখন আমরা স্মরণ করি।

(১) যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তার জীবন চরিত্র।

(২) তিনি মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে পারতেন।

(৩) তাঁর মৃত্যুর সাথে জড়িত দাবিগুলো।

২। যে লোকদের জন্য খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন।

(ক) পাপী, ঈশ্বর ভক্তিহীন, দুর্বল শত্রুদের জন্য।

(খ) "তাহাদের নিমিত্ত মরিলেন" এই কথার অর্থ।

৩। খ্রীষ্টের মৃত্যুর উদ্দেশ্য

(ক) নেতিবাচক দিক: মানুষকে ভালবাসার জন্য, ঈশ্বরকে প্ররোচিত করার জন্য নয়।

(খ) ইতিবাচক দিক : যেন মানুষের পরিবর্তন হয়।

(১) ধার্মিক গণিত হয়।

(২) পুনর্মিলিত হয়।

(৩) ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে পরিত্রাণ পায়।

(৪) খ্রীষ্টের জীবন দ্বারা পরিত্রাণ পায়।

উপসংহার : আমরা কি ক্রুশের গুরুত্ব উপলব্ধি করি?

৪ ঈশ্বরের পালকে পালন করা

পিতর লিখেছেন, "তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে পাল আছে, তাহা পালন কর" (১ পিতর ৫:২)। নিঃসন্দেহে তিনি সে দিনের কথা স্মরণ করেছিলেন। যেদিন যীশু তাকে তিনবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে সে তাঁকে ভালবাসে কিনা (যোহন ২১:১৫-১৭)। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যীশু প্রত্যেকবার তাকে মেষশাবকগণ, মেষগণকে পালন করার কথা বলেছিলেন। আজও যীশু তাঁর অনুসরণকারীগণকে, যারা এই দেশে, গ্রামে ও শহরে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে আহূত, তাদের এই একই আদেশ দিচ্ছেন।

তরুণ পালকদের জন্য পিতরের নির্দেশের আরেকটি দিক ছিল। তারা যে কেবল মেষগণকে চরাবে তাই নয় কিন্তু অধ্যক্ষের কাজ করা এবং তাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এর অর্থ পালের সমস্যা, প্রশ্ন, বোঝা ইত্যাদি বিষয়ে ও পালককে চিন্তা করতে হবে এবং সর্বদা জীবনে ও আচরণে আদর্শ স্থাপন করতে হবে।

এই পাঠগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে - প্রচার, পরামর্শদান, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের রাজদূত হিসাবে জীবনযাপন ইত্যাদি। পিতরের কথাতেই এই পাঠক্রমের লক্ষ্য পরিস্ফুট হয়েছে - "তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে পাল আছে তাহা পালন কর ... তাহাতে প্রধান পালক প্রকাশিত হইলে তোমরা অম্লান প্রতাপমুকুট পাইবে" (১ পিতর ৫:৪)।

আর স্ট্যানলির লেখা 'প্রিচার্স এ্যাণ্ড পিওপল্‌স্' বইটি যা ভারতের ভেলোরে *ব্লেজিংস্ বুকস্* সংস্থার দ্বারা প্রকাশিত এই পাঠগুলো বহু মূল্যবান সত্যের জন্য বিশেষ সাহায্যকারী।

পাঠ ১- বাক্য প্রচার করুন

ঈশ্বরের বাক্যের ওপর ভিত্তি করে প্রচার করলে তা ফল প্রদান করে, বা দীর্ঘস্থায়ী হয়। পুরাতন নিয়মে উদ্দীপনার ঘটনায়, বিশেষভাবে রাজা যোশিয় (২ রাজা ২২:৮-১১) এবং ইষ্রার (ইষ্রা ৭:১০) সময় উদ্দীপনার জন্য ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। (আমোষ সদাপ্রভুর বাক্যের দুর্ভিক্ষের দিনের বিষয়ে ভাববাণী বলেছিলেন (আমোষ ৮: ১১,১২) এবং হয়তো সেই দিনগুলো আমাদের ওপর এসেগেছে। অনেক পুলপিট থেকে গল্প ও অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনা যায়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের ব্যাখ্যা খুব কম পরিমাণেই হয়।

দুধ ভাল, কিন্তু কতদিনের জন্য? মাংসপূর্ণ খাদ্য ব্যতিরেকে পরিপক্কতা সম্ভব নয়। পৌল বাক্য প্রচার করতে বলেছেন (২ তীমথিয় ৪:২-৪), এটি অত্যাবশ্যক।

আলোচনা: উপরোক্ত শাস্ত্রপদগুলো অধ্যয়ন করুন এবং দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরের বাক্যের ওপর ভিত্তি করে প্রচারের কার্যকারিতা আলোচনা করুন।

পাঠ ২- কেন আমাদের উদ্দীপনা প্রয়োজন

উদ্দীপনা যেন উদ্দীপনা সভাতেই শেষ না হয়ে যায়। এর মাধ্যমে যেন সুসমাচার প্রচার হয়। উদ্দীপনাই সুসমাচার প্রচার নয়, কিন্তু উদ্দীপনার মাধ্যমে সুসমাচার প্রচার কাজ আরম্ভ হয়। দাউদ প্রার্থনা করেছিলেন, "তোমরা পরিত্রাণের আনন্দ আমাকে পুনরায় দেও, ... (তারপর) ... পাপীরা তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে (গীতসংহিতা ৫১:১২,১৩)। উদ্দীপনার ইভ্যান রবার্টস্ প্রার্থনা করেছিলেন, "প্রভু মণ্ড লীকে নত কর এবং পৃথিবীকে আশীবর্বাদ কর।

অতীতের বেশীর ভাগ উদ্দীপনা, ব্যাপক মিশনারী ও সুসমাচার প্রচার অভিযানের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই কিছু কিছু উদ্দীপনার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। এর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি হল যে, নেতৃবর্গ উদ্দীপনার আশীবর্বাদকে উদ্যমপূর্ণ সুসমাচার প্রচার কাজে ও আত্মা জয়ের কাজে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়নি।

ঈশ্বরের লোকেরা কেবল উত্তেজনা অনুভব করবে বা ভাল বোধ করবে, এজন্যই তিনি তাদের পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ করতে আগ্রহী নন। তিনি 'জগৎ সম্বন্ধে আগ্রহী।

উদ্দীপনা আসতে বিলম্ব হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে একটি কারণ হল যে, আমরা জানি না, কেন আমাদের উদ্দীপনা প্রয়োজন?

আলোচনা: আপনার মণ্ড লীর কি কি অবস্থা, উদ্দীপনা প্রয়োজনীয়তার নির্দেশ দেয়? সমবেত প্রার্থনায় এটিকে প্রার্থনার একটি বিষয় করে তুলুন।

পাঠ ৩ - উদ্দীপনার জন্য প্রচার

আপনার লোকেরা কি শীতল হয়ে পড়েছেন, প্রভুর বিষয়ে আগ্রহী নন? আপনার পালের মধ্যে কি বিবাদ, ঈর্ষা, মন্দ, বা পরিচর্যা রয়েছে? তাঁরা কি পাপ করেছেন, চুরি করেছেন, মিথ্যা বলেছেন? তাঁরা কি পরজাতীয়দের জীবন ও আচরণের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে? যদি তাই হয় তাহলে তাঁদের উদ্দীপনার প্রয়োজন আছে!

উদ্দীপনার অর্থ জীবনে ফিরে আসা। সুসমচার প্রচার এবং উদ্দীপনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একজন পাপীকে প্রভুর কাছে আনতে সুসমাচার প্রচার প্রয়োজন। কিন্তু নতুন জন্ম প্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি পাপে পতিত হয়েছেন ও শীতল হয়ে পড়েছেন, তার উদ্দীপিত হওয়া প্রয়োজন।

১। কিভাবে উদ্দীপনা আসে - ২ বংশাবলি ৭:১৪ পদে, আমরা চারটি সরল পদক্ষেপ দেখতে পাই:

ক) নিজেদের নম্র করা।
খ) প্রার্থনা করা।
গ) তার মুখের অন্বেষণ করা।
ঘ) নিজেদের কুপথ থেকে ফিরে আসা।

২। উদ্দীপনার ফলগুলি

ক) ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনবেন।
খ) তিনি আপনাদের পাপ ক্ষমা করবেন।
গ) তিনি আপনাদের আরোগ্য করবেন এবং জীবনে শক্তি দেবেন।

আপনি কি উদ্দীপনার জন্য তৃষ্ণার্ত? উদ্দীপনার জন্য প্রার্থনা করুন এবং এ বিষয়ে দৃঢ়ভাবে প্রচার করুন।

আলোচনা: আপনার মণ্ডলীকে কিভাবে উদ্দীপনার জন্য তৃষ্ণার্ত করে তুলবেন এ বিষয়ে কি কি ব্যবহারিক পরিকল্পনা কার্যকর করতে চান?

পাঠ ৪ - উদ্দীপনার জন্য প্রার্থনা

উদ্দীপনার জন্য প্রস্তুতি স্বরূপ প্রার্থনার বিষয়টি সাধারণ আবেদনের চেয়েও অনেক বেশী। এর অর্থ আত্মপরীক্ষা এবং পাপ স্বীকার করা (প্রকাশিত বাক্য ২:২৩)। প্রভুর সম্মুখে অপূর্ণ মানতগুলো স্মরণ করার এটিই হল সময় (উপদেশক ৫:১-৬)। আর যে দোষ আমরা অন্যদের বিরুদ্ধে করেছিল সেগুলোও স্মরণের এটি হল সময় (মথি ৫:২৩-২৪)। প্রার্থনা আমাদিগকে প্রকৃত নম্রতার পথে নিয়ে যায়। কারণ তার উপস্থিতিতে আমরা তাঁর পবিত্রতাকে উপলব্ধি করি এবং বুঝতে পারি যে আমরা কিছুই নই (যিশাইয় ৬:১-৫)।

প্রার্থনায় আমরা আমাদের অযোগ্যতাকে স্বীকার করে তাঁর শক্তি ও পরাক্রমের জন্য বিনতি জানিয়ে থাকি (মথি ২৬:৪১)। এরকম নৈবেদ্য উৎসর্গে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন এবং এর ওপর তাঁর অগ্নি অবশ্যই নেমে আসবে (গীত ৫১:১৭-১৯)। এলিয় যখন সদাপ্রভুর বেদি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন, তখন অগ্নি নেমে এসেছিল। যীশু প্রার্থনা করেছিলেন, তখন স্বর্গ খুলেগিয়েছিল। প্রাচীন মণ্ডলী প্রার্থনা করেছিল, তখন প্রার্থনার স্থানটি কেঁপে উঠেছিল।

প্রার্থনার মাধ্যমে আত্মার পরাক্রম নেমে আসে, যা জগৎকে পরিবর্তন করে। হাঁটুর ওপর প্রার্থনায় থাকলে ঈশ্বর তাঁর লোকদের জীবনে ভাঙ্গা গড়ার কাজ করেন।

আলোচনা: উপরোক্ত পদগুলো ধ্যান করুন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রার্থনার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

পাঠ ৫ - প্রেম ও দ্বৈত পরিচর্যা কাজ

স্বর্গারোহণের কিছু পূর্বে যীশু পিতরকে এক পরীক্ষামূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কি আমাকে প্রেম কর (যোহন ২১:১৫-১৭)?" একজন খ্রীষ্টীয় কার্যকারীর জন্য প্রেমই হল ভিত্তিমূল ও প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর।

যীশু পিতরকে প্রথমে মনুষ্যধারী হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন (মথি ৪:৯৯)। এখন তাঁকে তাঁর লোকদের পালক হতে আজ্ঞা দিলেন (যোহন ২১:১৫-১৭)। আত্মা জয় করার এবং পালকীয় দায়িত্ব উভয় কাজের জন্যই প্রেম অত্যাবশ্যক। একদিকে হারানো লোকদের জন্য ভালবাসা এবং অন্যদিকে যাদের খুঁজে পাওয়া গেছে তাদের জন্য ভালবাসা। হারানো আত্মাদের অবশ্যই ঈশ্বরের রাজ্যে আনতে হবে এবং তাদের লালন পালন করতে হবে।

আলোচনা: কিভাবে আপনি হারানো আত্মাদের প্রতি এবং পরিত্রাণ প্রাপ্তদের প্রতি আপনার প্রেম প্রদর্শন করবেন?

পাঠ ৬ - প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজ

প্রধান পালকের অধীনস্থ একজনের সবচেয়ে বড় সুযোগ হল দাঁড়িয়ে সুসমচার প্রচার করা। এর জন্য অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। পাপীদের মন পরিবর্তন এবং বিশ্বাসীবর্গকে শক্তি যোগানোর প্রস্তাব আনতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ অপরিহার্য।

তাকে স্মরণ করতে হবে যে, তিনি যেন ঈশ্বরের সমস্ত মন্ত্রণা শিক্ষা দেন, যেমন - সুসমাচার প্রচার, বাইবেলের মতবাদ, বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা, চেতনা দান, উৎসাহ দান, সাবধান বাণী (প্রেরিত ২০:২৭)।

তাকে প্রকাশ্যে প্রার্থনা করা শিখতে হবে, যা কেবল গোপনে ব্যক্তিগত বহু প্রার্থনার দ্বারা শেখা যায়। পালকীয় প্রার্থনায় তিনি গাম্ভীর্যপূর্ণ আরাধনার পরিবেশ মণ্ডলীকে ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপনীত করেন। তাকে অবশ্যই শাস্ত্রপাঠ করাও শিখতে হবে। শাস্ত্র পাঠ যেন স্পষ্ট উচ্চারণপূর্বক, শ্রদ্ধা সহকারে এবং জোরের সাথে করা হয়, যাতে প্রত্যেকে তা বুঝতে পারেন (নহিমিয় ৮:৮)। তিনি "ঈশ্বরের মণ্ডলীকে পালন করতে" একজন আদেশপ্রাপ্ত (প্রেরিত ২০:২৮)। তাকে এই কাজ শ্রোতাদের ব্যক্তিগত চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বাইবেল থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে করতে হবে। তিনি যেন পালকে ভ্রান্ত শিক্ষা ও ভাক্ত শিক্ষকদের থেকে রক্ষা করেন প্রেরিত ২০:২৯, ৩০) এবং পালের দরিদ্রদের

যত্ন নেওয়াও তার দায়িত্ব (প্রেরিত ১১:২৯,৩০)।

হারানো মানুষের কাছে এবং যে সকল এলাকায় সুসমাচার পৌঁছায়নি, সেখানে সুসমাচার পৌঁছে দিতে তার মণ্ডলীর লোকদিগকে পরিচালনা করার সুযোগ তার আছে।

উপাসনা সভার শেষে ঈশ্বরের লোকদের ওপর আশীর্বচন দান করা তার দায়িত্ব (গণনাপুস্তক ৬:২৩-২৬, প্রকাঃ ১:৪,৫ পদ)। ২ করিন্থীয় ২:১৬ পদে একটি গুরুতর প্রশ্ন - "এই সকলের জন্য উপযুক্ত কে?" ২ করিন্থীয় ৩:৫ পদে এর বিজয়ী উত্তর, - "আমাদের উপযোগীতা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন।

আলোচনা: উপরোক্ত দায়িত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে কোন্‌টি পালন করা সবচেয়ে কঠিন? আপনার দৃষ্টিতে কোন্‌টি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ ৭- পরিচর্যা কাজে সমতা বজায় রাখুন

আমাদের প্রচারে ও ব্যবহারিক জীবনের চরম বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলতে হবে। পাছে আমরা আত্মিক খামখেয়ালীপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হই। প্রচার করুন ঈশ্বরের প্রেম ও তাঁর পবিত্রতার বিষয়ে, যা পাপ সহ্য করে না। প্রচার করুন স্বর্গ ও নরকের বিষয়ে, সহভাগিতায় ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এবং উদ্দীপনা ও সুসমাচার প্রচার ইত্যাদি সম্বন্ধে ।

পৌল একথা বলতে সমর্থ হয়েছিলেন, "আমি তোমাদিগকে ঈশ্বরের সমস্ত মন্ত্রণা জ্ঞাত করিতে সংকুচিত হই নাই।

এটা ভাল হয়, যদি আপনি যে সকল বিষয়ে প্রচার করছেন, তার একটি তালিকা রাখেন এবং আগামী কয়েক মাসে কি প্রচার করবেন তা প্রস্তুত করেন। আপনার মনে ও হৃদয়ে যেন সর্বসময় প্রচারের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয় এবং আপনি যেন প্রভুতে বলবান হয়ে ওঠেন। তাহলে আপনি ঈশ্বরের রাজ্যের সকল বিষয়ে সত্য শিক্ষা দানে রক্ষিত হবেন।

নির্ধারিত কাজ: আগামী তিন মাসের জন্য প্রচারের বিষয় সকলের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

পাঠ ৮-পর্যায় ক্রমে মূল্যায়ন

আত্মপরীক্ষা ও মূল্যায়নের জন্য প্রত্যেক মাসে একদিন এবং বাৎসরিক একবার বা দুইবার কয়েক দিন আলাদা করে রাখলে ভাল হয়। আপনি কি আপনার লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত আছেন? আপনি ফল দেখতে পাচ্ছেন? সাফল্য ও আশীর্বাদ অপূর্ণ কাজের বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন করে দিতে পারে এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা, কাজের প্রগতি, যা হয়েছে তা ভুলিয়ে দিতে পারে। পরিচর্যা কাজের সুস্পষ্ট ধারণার জন্য, পিছনের দিকে তাকালে, আমরা উপযুক্ত মূল্যায়ন করতে পারব। ভুল হলে তা সংশোধন করা প্রয়োজন। এমন কি প্রেরিত যোহনও দুইবার স্বর্গদূতকে আরাধনা করতে গিয়ে ভুল করেছিলেন এবং সংশোধিত হয়েছিলেন (প্রকাশিত বাক্য ১৯:১০;২২:৮,৯ পদ)। এই প্রচলনের পরিবর্তন এসেছে। যীশু

বলেছেন, "পৃথক হও।"

আলোচনা: আপনার পরিচর্যা কাজের শুরুতে, কোন্ কোন্ লক্ষ্যে আপনি কঠোর পরিশ্রম করবেন?

পাঠ ৯ - পরামর্শদানের পরিচর্যা কাজ

মহান পালকের অধীনস্থ পালক যেন লোকদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। তার উচিৎ সময়ে সময়ে তাদের জীবন সাক্ষ্যে অসংগতির বিষয়ে বুঝিয়ে দেওয়া (মথি ১৮:১৫-১৭)।

যারা শোকার্ত ও দুঃখার্ত তাদের সান্ত্বনা দান করতে শিখতে হবে।

তার উচিৎ পালের লোকদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে তাদের পরিবারেও একটি অংশে পরিণত হওয়া - রোমীয়১২:১৫

তাকে স্মরণ করতে হবে যে, তিনি পৃথিবীতে সর্বসময় প্রভু যীশুর বিশেষ প্রতিনিধি।

আলোচনা: আপনার এলাকার কয়েকটি সাধারণ ঘটনার উল্লেখ করুন, যেগুলো খ্রীষ্টীয় পরামর্শ দান ও সাহায্যের জন্য ভাল সুযোগ এনে দেয়।

পাঠ ১০- সহভাগিতার ওপর জোর দেওয়া

সহভাগিতা খ্রীষ্টের এবং তাঁর পরিবারের লোকদের সাথে ঐকান্তিক পারিবারিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গঠিত।

খ্রীষ্টীয়ানদের পরস্পরের সঙ্গে প্রয়োজন এক সাথে কথা বলা, এক সাথে সময় কাটানো প্রয়োজন - ১ যোহন ১:৭, ১:৩ পদ।

ক। সহভাগিতার উদ্দেশ্য:

১) বিভিন্ন সভা সমিতির মধ্যে দিয়ে এবং একত্রে ভোজনের মধ্য দিয়ে পরস্পরকে সবল করা। এক সাথে আহার উপলক্ষ্যে, কোন সন্ধ্যায় মহিলাদের সহভাগিতা উপলক্ষ্যে, যুবক-যুবতীদের খেলাধূলা উপলক্ষ্যে, একত্রে আসা উচিৎ। প্রত্যেক উপলক্ষ্যে, ঈশ্বরের বাক্যে কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিৎ। খ্রীষ্টানেরা সবল হবে, বাইরের লোকেরা আকর্ষিত হবে।

২) জীবনের কঠিন সমস্যার সময়ে পরস্পরকে উৎসাহ দান করা। আমরা বলতে পারি না কখন একটি হৃদয় ব্যথিত হয়ে থাকে। আমরা অন্যের ভার লঘু করতে পারি।

৩) সকলের উপকারের জন্য আমাদের অভিজ্ঞতা পরস্পরের কাছে বলতে পারি। আমাদের সাক্ষ্য অন্য একজনকে একই রকম ভুল করা থেকে বিরত করতে পারে।

৩) প্রার্থনার উত্তরের আনন্দ প্রকাশ করা (গীত সংহিতা ৫০:১৫) - এর দ্বারা অন্যরা প্রার্থনা করতে উৎসাহিত হবে।

৪) রোদন করে তাদের সাথে রোদন করা (রোমীয় ১২:১৫) - যারা শোকার্ত তাদের

অশ্রুজলের, দুঃখের কষ্টের সহভাগী হওয়া।

৫) পতিত ব্যক্তিদের ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে উৎসাহিত করা।

খ। খ্রীষ্টের সহভাগিতার ফল:

১) আমরা আলোতে চলতে শিখি - ১ যোহন ১:৭
২) আমরা একসাথে দুঃখভোগ করতে শিখি - ফিলিপীয় ৩:১০
৩) আমরা একসাথে পরিচর্যা করতে শিখি - কলসীয় ৪:৭
৪) আমরা পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে শিখি - ১ থিষলনীকীয় ৪:১৮
৫) আমরা পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করতে শিখি - ১ থিষলনীকীয় ৫:২৫
৬) আমরা পরস্পরের ভার বহন করতে শিখি - গালাতীয় ৬:২
৭) যারা আনন্দিত তাদের সাথে আমরা আনন্দ করতে শিখি - রোমীয় ১২:১৫
৮) আমরা প্রভুতে বৃদ্ধি পাই এবং তাঁর জন্য আলোকিত হয়ে থাকি (২ পিতর ৩:১৮)।

আলোচনা: আপনার মণ্ডলীতে কি ধরণের সহভাগিতা উপকার সাধন করবে?

পাঠ ১১- সুসমাচার কেন্দ্রীক প্রচার

একজন ঈশ্বরের লোক বহু বিষয়ের উপর প্রচার করতে পারেন। প্রচারের বিষয়গুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে তাকে সতর্ক হতে হবে। পরিত্রাণের বিষয়ে প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা নাই, এরকম মনে করা এবং কোন নতুন ব্যক্তিকে বিশ্বাসী করে তোলার পরিবর্তে, কেবল পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের গড়ে তোলার দিকে কেবল মনোযোগ দেওয়া বিপজ্জনক।

একথা সত্য যে, অধিকাংশ খ্রীষ্টানরা স্থানীয় গীর্জার সভ্য। কিন্তু তারা হয়তো আসল মণ্ডলী খ্রীষ্টের দেহের অংশ হয়নি। কিন্তু পরিত্রাণ খুবই জরুরী এবং পরিত্রাণ বিনা মানুষ অনন্তকালের জন্য হারিয়ে যায়। অপরিত্রাণ প্রাপ্ত সভ্য সভ্যাদের নিয়ে গঠিত মণ্ডলীতে কোন জীবন থাকে না, কোন বাক্য থাকে না, পরিবর্তনকারী কোন শক্তি থাকে না।

মণ্ডলীর নেতৃবর্গের যিহিষ্কেলের বাণী স্মরণ করা উচিৎ। যে প্রহরী সতর্কবাণী ঘোষণা করতে অসমর্থ হয়েছিলেন (যিহিষ্কেল ৩৩:৬)।

নির্ধারিত কাজ : সুসমাচার কেন্দ্রীক প্রচারের কয়েকটি বিষয় ও শাস্ত্রপদ তালিকাভুক্ত করুন।

পাঠ ১২ - পরিত্রাণের নিশ্চয়তা

যদি আপনার মণ্ডলীর মধ্যে নিজের পরিত্রাণের বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকে, তাহলে আপনি কি করবেন?

একজন বিশ্বাসী যদি আত্মিকভাবে অন্য একজনকে সাহায্য করতে চান, তাহলে তার নিজের পরিত্রাণের নিশ্চয়তা অত্যাবশ্যক। এই নিশ্চয়তা পেতে হলে সম্পূর্ণরূপে সুনিশ্চিত হতে হবে, যে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি, এবং যদি আমরা হঠাৎ মারা যাই, আমরা তৎক্ষণাৎ স্বর্গে যাব (যোহন ১০:২৮,২৯)।

ক। পরিত্রাণের নিশ্চয়তার ভিত্তিমূল:

১) পবিত্র আত্মার সাক্ষ্য - রোমীয় ৮:১৬;গালাতীয় ৪:৬ পদ।

২) ঈশ্বরের বাক্য - ১ যোহন ৫:১০,১৩;যোহন ৫:২৪;রোমীয় ১০:১৩ পদ। শয়তানকে বলুন, "ঈশ্বরের বাক্য বলে যে, যদি আমি যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করি, তবে আমি অনন্ত জীবন পেয়েছি। ———— তারিখে (শূন্যস্থানে তারিখটি লিখুন) আমি যীশুকে বিশ্বাস করেছি, সুতরাং আমি অনন্ত জীবন পেয়েছি। আমি পরিত্রাণ পেয়েছি। আমার পাপসমূহের ক্ষমা হয়েছে। আমি স্বর্গের পথে চলেছি।

৩) পরিবর্তিত জীবন - ১ যোহন ৩:১৪;২ করি ৫:১৭ পদ।

খ। পরিত্রাণের নিশ্চয়তার বাধাসমূহ

১) ঈশ্বরের বাক্যে আস্থাস্থাপন করতে অসমর্থ হওয়া।

২) জাগতিকতা।

৩) পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণতার অভাব (যোহন ৭:৩৭-৩৯)।

৪) পাপ ও পূর্বের জীবনে ফিরে যাওয়া।

সতর্কতা: লোকেরা পরিত্রাণ পেয়েছেন এ বিষয়ে প্ররোচিত করতে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এটি পবিত্র আত্মার কাজ। যিনি মানুষের হৃদয় জানেন ও অনুসন্ধান করেন।

নির্ধারিত কাজ: ছাত্রেরা দুজন দুজন করে ভাগ হয়ে একে অপরের সাথে কথোপকথন করতে পারে। দুজনের মধ্যে একজন পরিত্রাণ সম্বন্ধে অনিশ্চিত হওয়ার অভিনয় করবে এবং অন্য জন তাকে ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে পরিত্রাণের নিশ্চয়তার দিকে পরিচালিত করবে।

পাঠ ১৩- নতুন বিশ্বাসীদের শিষ্যরূপে গঠন করা

একজন নতুন বিশ্বাসী খ্রীষ্টেতে একটি শিশুর মতন এবং জগতের একটি ছোট্ট শিশু সন্তানের মত, তার আদর, যত্ন ও ভালবাসার প্রয়োজন। একজন নতুন বিশ্বাসীর জীবনের প্রথম সপ্তাহটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শয়তান তার হৃদয়ে সন্দেহ আনতে সব রকমের প্রচেষ্টা চালাবে। প্রত্যেক দিন তার সাথে দেখা করুন এবং একসাথে প্রার্থনা করুন।

তার নতুন বিশ্বাসের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাকে সুযোগ করে দিন। এটা মজবুত করবে এবং অপরিত্রাণপ্রাপ্ত বন্ধু দের কাছে তিনি একজন কার্যকর সাক্ষী হয়ে উঠবেন।

আপনার মণ্ডলীতে নতুন বিশ্বাসীকে বাপ্তিস্মের জন্য প্রস্তুত করতে শিক্ষামালা থাকা প্রয়োজন। বিশ্বাসের স্বীকারোক্তির পরেই এই শিক্ষাগুলো দিতে শুরু করুন।

নতুন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর মন ও হৃদয় যেন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। এটি হল অমিশ্রিত দুগ্ধ যা তার বৃদ্ধি র পক্ষে সহায়ক হবে (১ পিতর ২:২)। দেখবেন যেন তিনি বাইবেল অধ্যয়নকারীদের একজন হয়ে ওঠেন।

এখানে বড় দাদা, ছোট ভাই, অথবা বড় দিদি, ছোট বোন, এরকম দুজন করে দল গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। সতর্কতার সঙ্গে একজন পরিপক্ক, যত্নবান খ্রীষ্টীয়ানের সাথে একজন নতুন বিশ্বাসীর সম্পর্ক করে দিন, যিনি প্রার্থনা ও পরিচালনা দিয়ে তাকে ঈশ্বরের প্রেমের গভীরতায় নিয়ে যাবেন।

আলোচনা: আপনার মণ্ডলীর তরুণ খ্রীষ্ট বিশ্বাসীবর্গকে আপনি কিভাবে উৎসাহিত করবেন? আপনি কি ভাবে বড় দাদা, ছোট ভাই — এ রকম জোট গড়ে তুলবেন?

পাঠ ১৪ - সাক্ষ্য কেন?

শাস্ত্রপদ: মথি ১০:৩২,৩৩;রোমীয় ১০:৯

ক। খ্রীষ্টকে মুখে স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা :

১) খ্রীষ্ট এ বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন (মথি ১০:৩২) - সাক্ষ্যদানকারী খ্রীষ্টান পুরাতন জীবনে ফিরে যেতে পারবেন না।

২) এটি অনেক সমস্যার সমাধান করে। অন্যেরা জানতে পারেন যে আপনি কিসের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং এই সুনির্দিষ্ট আদর্শের জন্য তারা আপনাকে সম্মান করবেন। দুর্বল, ভীরু, গুপ্ত খ্রীষ্টানকে জগৎ তুচ্ছ জ্ঞান করে। জাগতিকতায় পূর্ণ স্থানগুলিতে পুনরায় যাওয়ার প্রলোভন আপনি এড়াতে পারবেন।

৩) খ্রীষ্ট আপনার জন্য যা করেছেন তা স্বীকার করার জন্য।

খ। খ্রীষ্টকে স্বীকার করার পদ্ধতিসমূহ:

১) সর্বসম্মুখে মণ্ডলীর উপাসনা সভায়, প্রার্থনা সভায়, সাক্ষ্যদান সভায় ইত্যাদি।

২) ব্যক্তিগতভাবে, দৈনিক বন্ধু দের সাথে, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর সাথে আলাপ আলোচনার সময়। এটি সম্ভবতঃ সব থেকে কঠিন। তথাপি সব থেকে অত্যাবশ্যক পদ্ধতি।

৩) বাপ্তিস্ম নিয়ে কোন ভাল মণ্ডলীতে যোগ দিয়ে।

৪) মণ্ডলীর উপাসনা সভায় এবং প্রভুর ভোজে নিয়মিত যোগ দিয়ে।

৫) ক্রমাগতভাবে জনসমক্ষে স্বীকারোক্তি দেওয়া প্রয়োজন (যিরমিয় ২০:৯)

বিঃ দ্রঃ - খ্রীষ্টিয় জীবনে পাপ স্বীকার না থাকলে অনাহারক্লিষ্ট হবে এবং মারা যাবে!

আলোচনা : আপনার পরিচিতদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি একজন কার্যকর সাক্ষ্যদানকারী? সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কিভাবে অন্যদের উৎসাহিত করবেন?

পাঠ ১৫- আত্মা জয়কারীদের প্রস্তুতির কাজ

ঈশ্বর ক্রমাগতভাবে আহ্বান করেই চলেছেন, "আমি কাহাকে পাঠাইব? আমাদের পক্ষে কে যাইবে?" (যিশাইয় ৬:৮)। সেই বিলাপ আজও সত্য, "কার্যকারী লোক অল্প"(লূক ১০:২)। সম্ভবতঃ মণ্ডলীতে ব্যক্তিগত আত্মা জয়কারীদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আপনি কি করতে পারেন? এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আপনি যতদূর সম্ভব চেষ্টা করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেক খ্রীষ্টান আত্মা জয়কারী হয়ে ওঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেশকে সুসমাচার দ্বারা প্লাবিত করে দেওয়া সম্ভব নয়।

চারটি বিশেষ বিষয় যা আপনি করতে পারেন:

১) দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে অন্যদের পরিচালনা করুন।

২) আত্মা জয়ের গুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে বার বার প্রচার করুন।

৩) আত্মা জয়কারীদের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করুন এবং উপযুক্ত পাঠক্রম শিক্ষা দিতে শুরু করুন।

৪) আত্মা জয়ের ওপর কোন প্রশ্নোত্তর মূলক বই বা ভাল লেখা সংগ্রহ করুন এবং সেগুলো আপনার লোকেদের মধ্যে বিতরণ করুন।

যদি আপনি আপনার বিশ্বাসীবর্গের প্রত্যেককে অবিশ্বাসী লোকদের কাছে পাঠাতে এবং আত্মা জয়কারীরূপে গঠন করতে অসমর্থ হন, তাহলে আপনি আপনার আহ্বানে পরাজিত হবেন।

নির্ধারিত কাজ: দৃষ্টান্ত দ্বারা কিভাবে আমরা আপনাদের লোকদের সাক্ষী হতে শিক্ষা দেব? তিনটি বিষয়ে চিন্তাধারা প্রস্তুত করুন।

পাঠ ১৬ - আত্মা জয়ের কারণসমূহ

অল্প কয়েক জনই কেবল প্রচারক হওয়ার জন্য আহূত, কিন্তু প্রত্যেক খ্রীষ্টান আত্মা জয়কারী হওয়ার জন্য আহূত। আপনার উচিৎ আপনার লোকদিগকে আত্মা জয়ের যে আনন্দ তা তাদের দেওয়া।"আত্মা জয় করা একটি প্রচেষ্টা, যা একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন নির্দিষ্ট ত্রাণকর্তাকে গ্রহণ করতে সাহায্য করে।" — বিলি সানডে

ক। আত্মা জয়কারী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা :

১) একটি প্রাণের মূল্য - মার্ক ৮:৩৫-৩৮

২) নরকের অস্তিত্ব।

৩) প্রত্যেক পাপীর জন্য ক্রুশের ওপর খ্রীষ্টের দুঃখভোগ।

৪) জগতের অসারতা ও নিবুর্দ্ধিতা।

৫) স্বর্গে পারিবারিক পরিবেশ সম্পূর্ণ করার আকাঙ্খা।

৬) স্বর্গের গৌরব মহিমা।

৭) বিশ্বস্ত আত্মা জয়কারীদিগকে ব্যক্তিগত পুরস্কার দান।

খ। ব্যক্তিগত কার্যকারীর প্রয়োজনীয়তা:

১) তিনি নিজে যেন পরিত্রাণপ্রাপ্ত হন এবং পরিত্রাণের নিশ্চয়তা জ্ঞান থাকে।

২) পবিত্র জীবন যাপন অত্যাবশ্যক।

৩) তিনি যেন প্রেমের আত্মায় কাজ করেন।

৪) বাইবেলের উপযুক্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং তিনি যেন বাইবেল ব্যবহার করতে জানেন।

৫) প্রার্থনাশীল মানুষ হওয়া অত্যাবশ্যক।

৬) তাকে অবশ্যই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হতে হবে।

৭) হারানো আত্মার জন্য করুণাবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

আলোচনা: উপরোক্ত তালিকার প্রত্যেক বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ কেন?

পাঠ - ১৭

কিভাবে সাক্ষ্য দেবেন?

ক। কিভাবে সাক্ষ্য দেবেন :

১) খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী যেন নিজে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন।

২) আপনার নতুন বিশ্বাসের এবং জীবনের পরিবর্তনের সাধারণ ঘটনা সহজভাবে বলুন।

৩) যে প্রার্থনার উত্তর আপনি পেয়েছেন সেগুলো সম্বন্ধে বলুন (গীত ৫০-১৫)।

৪) খ্রীষ্ট কিভাবে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত করেন তা বলুন।

৫) পাপ ও প্রলোভনের ওপর ব্যক্তিগত বিজয় লাভ সম্বন্ধে বলুন।

৬) বাইবেল থেকে আপনার প্রিয় পদগুলির বিষয়ে বলুন এবং শাস্ত্রের নির্দিষ্ট কোনও অংশ থেকে আজকের সকালে ঈশ্বর কীভাবে আপনার সাথে কথা বলেছেন তা বলুন।

৭) আপনার বন্ধু দের খ্রীষ্টের সসমাচার দিন। তাঁর সম্বন্ধে তাদের বলুন।

খ। খ্রীষ্টকে স্বীকার করার পথে বাধাসমূহ :

১) মানুষের ভয় - ২ তীম ১:৭, ১ যোহন ৪:১৮, ফিলি ৪:১৩

২) লজ্জা- ২ তীমথিয় ১:৮

৩) অপবিত্র জীবন - ১ যোহন ১:৯

বিঃ দ্রঃ - যিহিষ্কেল ৩৩:৮ পদ পাঠ করে সাক্ষ্য না দেওয়া যে বিপজ্জনক তা আবিষ্কার করুন।

নির্ধারিত কাজ: আপনার জীবন পরিবর্তনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি সাক্ষ্য প্রস্তুত করুন এবং আপনার কি পরিবর্তন এসেছে তার বর্ণনা করুন।

পাঠ ১৮ - সাক্ষ্যদানের বিভিন্ন পরিকল্পনা

"চারটি আত্মিক নীতি" - সাক্ষ্যদানে সাহায্যকারী পদক্ষেপ হিসাবে এটি সম্ভবতঃ বর্তমানে সবথেকে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

"বাক্যবিহীন পুস্তক" - এটির কালো, লাল, সাদা, সোনালী এবং সবুজ পৃষ্ঠাগুলো দ্বারা সুসমাচার প্রচার করা যায়, বিশেষভাবে শিশুদের কাছে পরিত্রাণের পথ উপস্থাপন করতে আপনার হাতের অঙ্গুলগুলো ব্যবহার করতে পারেন, এক্ষেত্রে সাহায্যকারী কোন জিনিস অথবা বইয়ের প্রয়োজন নেই।

প্রথম আঙ্গুল - ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন, যোহন ৩:১৬ পদ।

দ্বিতীয় আঙ্গুল - সকলেই পাপ করিয়াছে, রোমীয় ৩:২৩ পদ।

তৃতীয় আঙ্গুল - খ্রীষ্ট আপনার পাপের জন্য মরিলেন, ১ করি ১৫:৩ পদ।

চতুর্থ আঙ্গুল - বিশ্বাস করুন যে খ্রীষ্ট আপনার পাপের জন্য মরেছেন, যোহন ১:১২ পদ।

পঞ্চ ম আঙ্গুল - যখন আপনি বিশ্বাস করেন, তখন অনন্ত জীবন পান, রোমীয় ৬:২৩ পদ।

অন্যরা রোমীয় পুস্তকের পদগুলো ব্যবহার করতে পারেন। পদগুলো ব্যাখ্যা করার সময় বাইবেল থেকে সেগুলো উল্লেখ করুন।

মানুষের প্রয়োজন - রোমীয় ৩:২৩ পদ।

পাপের শাস্তি - রোমীয় ৬:২৩ পদ।

ঈশ্বরের যোগান - রোমীয় ৫:৮ পদ।

মানুষের সাড়া - রোমীয় ১০:৯

পরিত্রাণ বিষয়ক নির্দিষ্ট পদগুলো একজন অন্বেষীর সাথে পড়ার জন্য দাগ দেওয়া নতুন নিয়ম সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ বাইবেল প্রচারের প্রস্তুতিতে আপনি যে শ্রম করেছেন, তিনি তার প্রশংসা করতে পারেন। রোমীয় ৩:২৩ পদটি যে পৃষ্ঠায় আছে, সেখানে একটি কাগজের ওপর ১ সংখ্যাটি লিখে চিহ্নিত করে রাখতে পারেন। একটি হাল্কা মার্কার পেন দিয়ে দাগ দেওয়া থাকলে পদটি সহজেই তাড়াতাড়ি বের করা যাবে। পদটির পাশে লিখে রাখুন, ২ সংখ্যাটির জন্য নিম্নলিখিত পৃষ্ঠা দেখুন, যাতে রোমীয় ৬:২৩ পদটির পৃষ্ঠাটি সহজেই বের করা যায়। সেখানেও একটি কাগজের ওপর ২ সংখ্যাটি লিখে চিহ্নিত করে রাখতে পারেন। এইভাবে ব্যাখ্যাপূর্বক নীচের পদগুলোও উল্লেখ করুন। যোহন ১:১২; ১ যোহন ১:৯;প্রকাঃ ৩:২০;১ যোহন ৫:১০-১৩ পদ।

নির্ধারিত কাজ: *এই পরিকল্পনাগুলোর কোনটি আপনি ব্যবহার করতে চান তা ঠিক করুন। ক্লাসে এই পদগুলো নিয়ে অনুশীলন করুন। তারপর তাদেরকে অন্বেষী ও আত্মা জয়কারীর অভিনয় করতে দিন। যে অন্বেষীর অভিনয় করল, সে এবার পাল্টিয়ে আত্মা জয়কারীর অভিনয় করবে। অন্বেষী ও আত্মা জয়কারীর সাক্ষাৎকারের প্রত্যেকটি অভিনয়ে অন্বেষীকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সমর্পণে এবং ক্ষমার প্রার্থনায় পরিচালিত করতে হবে।*

পাঠ ১৯ - দান সম্বন্ধে শিক্ষা

প্রভুর উদ্দেশ্যে দান করা কাজটি আপাত দৃষ্টিতে লোকদের কাছে একটি ভারী বোঝার মত। এই চিন্তাগুলো তাদের হৃদয়ে রোপণ করে দিন যেন তা আনন্দের বিষয়ে পরিণত হয়।

ক। প্রভুকে আমরা কি ভাবে দেব?

১) ধারাবাহিকভাবে - "সপ্তাহের প্রথম দিনে" (১ করি ১৬:২)। বছরের প্রতিটি সপ্তাহে দান করতে হবে। যেন দান করা আপনার একটি কাজে পরিণত হয় এবং ঈশ্বর আপনার সততার পুরস্কার দেবেন।

২) ব্যক্তিগতভাবে - " তোমরা প্রত্যেকে"(১ করি ১৬:২)। এটি কেবল গৃহকর্তার জন্য নয়। কিন্তু মা ও শিশু, ধনী ও গরীবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৩) সমানুপাতিকভাবে - "যেমন ঈশ্বর দিয়েছেন"। আমাদের দশমাংশ এবং উপহার দান উভয়ই দিতে হবে। যারা ঈশ্বরের উদ্দেশে দান করেন, তিনি তাদের প্রচুর পরিমাণে দিয়ে থাকেন।

৪) হৃষ্টচিত্তে (২ করি ৯:৭ পদ) - অনিচ্ছাপূর্বক নয়।

৫) ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে (২ করি ৮:২) - তারা অগাধ দীনতা সত্ত্বেও দান করেছিলেন। সেই বিধবাটি তার একমাত্র সম্বল দুটো সিকি দান করেছিলেন। আমরা কত পরিমাণে দান করি তা বিবেচ্য নয়। কিন্তু কতটা আমাদের জন্য রেখে দিই, সেই পরিমাণে ঈশ্বর আমাদের পরিমাণ করেন। প্রভুর উদ্দেশে উদারচিত্তে দানের মাধ্যমে আশীর্বাদ পাওয়া যায় - প্রেরিত ২০:৩৫;মথি ৬:২০;মালাখি ৩:১০ পদ।

আরেকটি কথা : আপনি যদি হৃষ্টচিত্ত দাতা না হন, আপনার লোকেরা দশমাংশ দেবেন না।

আলোচনা: দান গ্রহণ সম্বন্ধীয় বিষয়ে আপনার মণ্ডলী কি শাস্ত্রে বর্ণিত পদ্ধতি মেনে চলে? এ সম্বন্ধে কোন্ কোন্ দিকে উন্নতির প্রয়োজন আছে?

পাঠ ২০ - কিভাবে চেতনা দেবেন?

পাপের প্রভাব থেকে শুচি হতে ঈশ্বর আমাদের জন্য একটি পথ করে দিয়েছেন। যখন পাপ স্বীকার করি (১ যোহন ১:৯), তিনি আমাদের শুচি করেন। কিন্তু বিপজ্জনক হল যদি আমরা আমাদের হৃদয়কে কঠিন করি ও পাপ স্বীকার না করি। ইব্রীয় ৩:১৩ পদে লেখা আছে, "বরং তোমরা দিন দিন পরস্পর চেতনা দেও, যাবৎ 'অদ্য' নামে আখ্যাত সময় থাকে। যেন তোমাদের মধ্যে কেহ পাপের প্রতারণার কঠিনীভূত না হয়"। সহভাগিতার জন্য অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে সনির্বন্ধ অনুরোধের দ্বারা অন্যদের পাপ থেকে দূরে রাখা।

যখন নেতা কারও কোন দোষ লক্ষ্য করেন, তখন তাকে আন্তরিকতার সঙ্গে চেতনা দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিৎ নয়। কিভাবে এটি করবেন?

১) মৃদুতার আত্মা দ্বারা - লূক ৯:৫৪-৫৬;১ থিষ ২:১১;মথি ১২:২০ পদ।

২) নম্রতার সঙ্গে কথা বলা - রোমীয় ১২:১০;ইফি ৪:২ পদ।

৩) ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করা উচিৎ - ২ তীম ৩:১৬-৪:২;কলসীয় ৩:১৫ পদ।

৪) পবিত্র আত্মার পরিচালনায় করা - ইফি ৫:১৮, ১৯ পদ।

৫) সংশোধন করার কাজ ব্যক্তিগতভাবে করাই শাস্ত্রসম্মত - মথি ১৮:১৫ পদ। তিন বছর রাত দিন পৌল প্রত্যেক জনকে অশ্রুপাতের সঙ্গে চেতনা দিতে ক্ষান্ত হন নি - প্রেরিত ২০:৩১।

আলোচনা : যদি তিনি কঠোরভাবে চেতনা দেন তবে ফল কি হবে? যদি প্রকাশ্যে চেতনা দান করেন তাহলে ফল কি হবে? কিভাবে আপনি তা নিবারণ করতে পারেন?

পাঠ ২১- মণ্ডলীর মধ্যে পাপ দেখলে কি পদক্ষেপ নেবেন

ক। বাইবেলের পদ্ধতি - মথি ১৮:১৪-১৭ পদ।

১) অনুতাপ করার জন্য চেতনা দিতে কেবল দোষী ব্যক্তির কাছে যান।

২) যদি সে অমান্য করে, তবে দুই বা তিন জনকে সাক্ষী হিসাবে নিন।

৩) যদি সে ক্রমাগতভাবে তার হৃদয় কঠিন করে, তবে মণ্ডলীকে বলুন।

৪) যদি সে মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে, তবে সে একজন পাপী এবং পরজাতিরূপে গণ্য হবে।

খ। অনুযোগ কেন প্রয়োজন?

১) ভ্রান্ত শিক্ষা - ভ্রান্ত শিক্ষা বিশ্বাসীবর্গকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়। এর প্রতিরোধ করতে হবে (তীত ১:১৩)।

২) প্রকাশ্য পাপ - ১ তীমথিয় ৫:২০ পদ।

৩) অনৈতিকতা - ১ করিন্থীয় ৫:১৫ পদ।

গ। পাপ রত ভাইকে কিভাবে সংশোধন করবেন?

১) নম্রতার সঙ্গে - ১ করিন্থীয় ১০:১২ পদ।

২) আন্তরিকতার সঙ্গে - মথি ৭:৩-৫।

৩) প্রেমের সঙ্গে - ১ করিন্থীয় ১৩:৪

৪) শাস্ত্রবাক্য দ্বারা।

৫) সাক্ষ্য ও অভিজ্ঞতা দ্বারা।

নির্ধারিত কাজ: *আপনার মণ্ডলীর কেউ কি পাপে জীবনযাপন করছেন? এই অবস্থায়*

পাঠ ২২ - জাগতিক জীবনে ফিরে যাওয়া ব্যক্তির প্রতি আচরণ

আমরা প্রায়ই দেখতে পাই কেউ হয়তো ভাল বিশ্বাসী ছিল কিন্তু এখন জাগতিক হয়েগেছে। ১ করিন্থীয় ১০:১২ এবং হিতোপদেশ ১৬:১৮ পদগুলোতে সাবধান বাণী স্মরণ করুন। হঠাৎ কেউ জাগতিক জীবনে ফিরে যায় না। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস ধীরে ধীরে তার জীবনে প্রবেশ করে এবং অবক্ষয় শুরু হয়।

ক। জাগতিক জীবনে ফিরে যাওয়ার মূল কারণসমূহ:

১) প্রার্থনাশীল জীবনের অভাব।
২) বাইবেল পাঠ না করা - ২ তীম ২:১৫ পদ।
৩) মণ্ড লীতে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকা - ইব্রীয় ১০:২৫ পদ।
৪) পবিত্র আত্মার বাধ্য না হওয়া - ইফিষীয় ৪:৩০ পদ।
৫) খ্রীষ্টকে স্বীকার না করা - মথি ১০:৩৩ পদ।
৬) জ্যোতিতে না চলা - ১ যোহন ১:৭ পদ।

খ। জাগতিক জীবনে ফিরে যাওয়ার পরিণতি :

১) শান্তি, আনন্দ, ও সুখ হারিয়ে যায়।
২) দৈনন্দিন জীবন বিরক্তিতে ও অন্ধ কারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।
৩) পুরস্কার থেকে বঞ্চি ত এবং সবকিছু হারিয়ে গেল বলে মনে হবে।
৪) কেউ কেউ শিক্ষা দেয় যে এর ফলে আত্মা বিনষ্ট হতে পারে।

গ। ফিরে আসার জন্য ঈশ্বরের আমন্ত্রণ - যিরমিয় ৩:২২, হোশেয় ১৪:৪

একজন প্রকৃত খ্রীষ্টান জাগতিক জীবনে ফিরে যাওয়া ঘৃণা করে-গীত ১০১:৩ : "আমি কোন জঘন্য পদার্থ চক্ষের সম্মুখে রাখিব না।" প্রকৃত বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে - ইব্রীয় ১২:২ পদ। পৌলের লক্ষ্য ছিল খ্রীষ্ট - ফিলিপীয় ৩:১৪ পদ।

নির্ধারিত কাজ : *আপনার গ্রামে জাগতিক জীবনে ফিরে যাওয়া কোন খ্রীষ্টান আছে কিনা নিজেকে প্রশ্ন করুন। কিভাবে আপনি তাদের খ্রীষ্টের পথে ফিরিয়ে আনবেন তার পরিকল্পনা করুন। আপনার মণ্ড লীর সাথে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।*

পাঠ ২৩ - বিবাহ বিচ্ছেদ

যদি আপনার মণ্ড লীর কারও গৃহ বিবাহ বিচ্ছেদের রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে কি করবেন? সমগ্র বিশ্বে পারিবারিক জীবনের প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ অন্যতম। এটি দুঃখজনক, কারণ এটি সমাজের ভিত্তিমূল যে পরিবার তা নষ্ট করে দেয়। মণ্ড লীর

ক্ষেত্রে বিষয়টি কিন্তু মর্মান্তিক, কারণ খ্রীষ্টীয় পরিবার একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান, যার উদ্যোক্তা হলেন ঈশ্বর এবং যা মণ্ডলীর সঙ্গে খ্রীষ্টের সহভাগীতার প্রতীক। এই জন্যই শয়তান বিবাহের ওপর আক্রমণ চালায়।

এর ফলস্বরূপ নিদারুণ দুঃখ দুর্দশা আসে: ভগ্ন পরিবার, চূর্ণিত ও ভগ্ন হৃদয়, গৃহহীন সন্তান সন্ততি, অপরাধী যুবক যুবতী, নিঃসঙ্গতা ও অশ্রু। বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে শাস্ত্রে কেবল একটি জায়গায় বলা হয়েছে এবং তা হল ব্যভিচার (মথি ১৯:৯)। এর অর্থ অবৈধ যৌন সম্পর্ক, যা সম্ভবতঃ তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস। যদিও বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন আদেশ দেওয়া হয়নি। কেবল অস্বাভাবিক ও চরম অবস্থায় এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

যে সকল দম্পতি বিবাহ বিচ্ছেদের সমস্যার সম্মুখীন তাদের পুনর্মিলনের জন্য আপনি সাধ্যমত চেষ্টা করুন। এখানে কিছু পরামর্শ দেওয়া হল:

১। বিবাহ "মৃত্যু পর্যন্ত" সারা জীবনের এক চুক্তি - যখন দুজন ব্যক্তি এক ব্যক্তিতে পরিণত হয় তখন তারা মথি ১৯:৬ পদের কাজটি সম্পন্ন করেন। কেবল ঈশ্বরই এক জনের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এই একাঙ্গতার বিয়োগ ঘটাতে পারেন।

২। সন্তান সন্ততি থাকলে তাদের সর্ব বিষয়ে মঙ্গলের কথা চিন্তা করা উচিৎ, কারণ তারাই সব থেকে বেশী দুর্দশার সম্মুখীন থাকে।

৩। কেবল চরম অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদ জনসমাজে গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করুন।

৪। প্রথমতঃ প্রভুর সঙ্গে, তারপর পরস্পরের সঙ্গে যেন সুসম্পর্ক বজায় থাকে তার জন্য উভয়কেই অনুরোধ জানান। পরস্পরের সহভাগিতায় দোষ স্বীকার এবং অনুতাপ, যে কোন বিবাহকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবে।

যদি পুনর্মিলন হয় তবে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই তাদের শপথ নবায়িত করুক যে, "সুখে কিংবা দুঃখে, মৃত্যু পর্যন্ত" তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। তাদের উৎসাহিত করুন যেন তারা ক্রমাগতভাবে পরস্পরকে প্রেম করে। উভয়েরই অনেক আদর ভালোবাসার প্রয়োজন। তাদের কাছে এই নিশ্চয়বোধ আনুন, যেন তারা একে অপরের প্রতি পবিত্র ভালবাসার জন্য নিয়মিত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে।

আলোচনা : একটি খ্রীষ্টান পরিবারের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো কি কি? ক্ষতির প্রভাবগুলো কি কি?

পাঠ ২৪- ব্যভিচার

আত্মিক নেতার উচিৎ ব্যভিচার জনিত পাপ সম্পর্কে ঈশ্বরের সতর্কবাণী ঘোষণা করা। সপ্তম আজ্ঞাটি কখনই পরিত্যক্ত হয়নি (যাত্রাপুস্তক ২০:১৪,১৭)।

ব্যভিচার ঈশ্বর কেন ঘৃণা করেন তা বুঝতে পারলে তবেই কেবল আমরা বিবাহের

পবিত্রতা উপলব্ধি করতে পারবো। আপনি কি স্মরণ করতে পারেন যে, ব্যভিচারের জন্য ঈশ্বর মৃত্যু দণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন (লেবীয় ২০:১০ পদ)? আত্মিক নেতার উচিৎ ব্যভিচার জনিত সর্বপ্রকার আচার ব্যবহার বর্জন করা। ব্যভিচার যে নরকের পথে নিয়ে যায়, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই - হিতোপদেশ ৭:২৭;৯:১৩-১৭;১ করিন্থীয় ৬:৯,১০ পদ।

আলোচনা: আপনার এলাকার খ্রীষ্টানরা কি বর্তমান যুগে যৌন পাপ সংক্রান্ত বিষয়ে অধিক বিপদগামী? তার পরিণামগুলি কি কি।

পাঠ ২৫ - যাদুবিদ্যা

প্রায়ই দেখা যায় মা বাবা তাদের শিশুদের বাপ্তিস্ম বা উৎসর্গ করার জন্য গীর্জায় সকলের সামনে নিয়ে আসেন, কিন্তু যদি শিশুর ছোট্ট পোষাকটি উঠানো হয়, তবে দেখা যায় শিশুটির কোমরে হয়তো এক টুকরো সুতো জড়ানো। এটি কি অনুমোদন করা যায়? নিশ্চয় না। যাদুবিদ্যায় এই ধরণের বস্তু ব্যবহৃত হয় এবং বাইবেল এই বিষয়ে খুব স্পষ্টভাবেই বলে যে যাদুবিদ্যা বা ইন্দ্রজাল সকলই মন্দ আত্মার কাজ। এই পদগুলি দেখুন: যাত্রাপুস্তক ২২:১৮; প্রেরিত ১১:১৮,১৯;গালাতীয় ৫:২০ এবং প্রকাশিত বাক্য ২২:১৫ পদ।

সুসমাচারের আলো পৌঁছানোর পূর্বে এই যাদুবিদ্যার ব্যবহার বহু দেশকে বিপজ্জনক অবস্থায় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বর্তমানেও শয়তান লোকদিগকে পুরাতন আচার ব্যবহারে, মূর্ত্তি পূজার অন্ধকারের, কুকর্মের অভ্যাসে, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা চালায়। কিন্তু অন্ধকারের সঙ্গে খ্রীষ্টের কোন সহভাগিতা নেই। যারা ভূত-প্রেত বিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র ও ইন্দ্রজাল অভ্যাস করে, তাদের স্থান হবে গন্ধকযুক্ত অগ্নিময় হ্রদে (প্রকাশিত বাক্য ২১:৮)।

প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ সে কার সেবা করবে তা মনোনীত করা, কারণ সে এক সাথে দুজন প্রভুর,অর্থাৎ মন্দ ও ভাল,উভয়ের সেবা করতে পারে না। খ্রীষ্টকে মুক্তিদাতা ও প্রভু হিসাবে স্বীকার করলে শয়তানের সমস্ত ব্যবহৃত বস্তুগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

আলোচনা: *আপনার এলাকায় কি কি ধরণের মন্ত্রতন্ত্র ও যাদুবিদ্যার ব্যবহার হয়েছে? এই বিষয়গুলো উচ্ছেদ করতে আপনি কি করতে পারেন?*

পাঠ ২৬ - মদ্যপানের বিরুদ্ধে কেন প্রচার করবেন?

আমরা প্রত্যেকেই জানি যে মদ্যপান হল একটি অভিশাপ, যা পরিবার ও জীবনের বিনাশ ঘটায়;কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন সামান্য মদ্যপান ব্যবহার অনুমোদিত। তারা এর প্রমাণ স্বরূপ বিবাহ বাড়ীতে মুক্তিদাতার জলকে দ্রাক্ষারসে রূপান্তর (যোহন ২:১-১১) এবং দ্রাক্ষারসকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তীমথিয়ের প্রতি পৌলের নির্দেশকে দেখান (১ তীম ৫:২৩)।

উভয় ক্ষেত্রেই গ্রীক শব্দটি হল "দ্দন্ওস্বব্দ", যার অর্থ হল দ্রাক্ষারস, অপরদিকে মাতালকারী পানীয় বুঝাতে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হল "ত্রড়ন্দ্বব্দস্থ্রজ" শব্দ দুটি লূক ১:১৫ পদে

ব্যবহার করা হয়েছে: "কারণ সে (যোহন বাপ্তাইজক) প্রভুর সম্মুখে মহান্ হইবে এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করিবে না।"

এই পদগুলো মদ্যপান সম্পর্কে ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করে — হিতোপদেশ ২০:১; ২৩: ২৯-৩৫;যিশাইয় ২৮:৭;হোশেয় ৪:১১;১ করি ৬:১০ এবং গালা ৫:২১ পদ। বাইবেল মাদক পানীয়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় আদিপুস্তকের ৯:২১ পদে, যেখানে বলা হয়েছে- নোহ মত্ত হলেন এবং তার পুত্র হামের ওপর দুর্যোগ এসে পড়ল।

খ্রীষ্টানদের মদ্যপান করা উচিৎ নয় কেন?

১) তার দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির এবং তা কোন ভাবেই অশুচি করা উচিৎ নয়।

২) সে খ্রীষ্টের একজন সাক্ষী এবং যদি সে কেবল এক চুমুক দেয়, তবে তার দুর্বল ভাই অনেক বেশী খেতে প্রলোভিত হতে পারে।

৩) আমরা আমাদের ভাইয়ের রক্ষক (আদিপুস্তক ৪:৯)। আমাদের ভাই যাতে শুদ্ধ ও সৎ জীবন যাপন করে সে বিষয়ে ভাইকে সাহায্য করা দায়িত্ব আমাদের।

খ্রীষ্টান হন বা না হন মদ্যপান করার অভ্যাস যে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা উচিৎ সে সম্বন্ধে অন্য অনেক কারণ রয়েছে:

১) এটি অর্থের অপচয় - দ্বিতীয় বিবরণ ২১:১৮-২১;হিতোপদেশ ২৩:২০ পদ।

২) বড় রাস্তায় অন্যদের নিরাপত্তার জন্য।

৩) মদ্যপানাভ্যাস পরিবার ভেঙ্গে দিতে ইন্ধন যোগায়।

উইলিয়াম গ্লাস্টোন বলেছেন, "সুরাপান যুদ্ধ, মহামারী এবং দুর্ভিক্ষ থেকেও আরও বিনাশকারী।" কারণ একবার আস্বাদন আরেকবার নিয়ে যায়। এক গ্লাস পান আরেক গ্লাসে নিয়ে যায়। সুতরাং শাস্ত্র অনুসারে নিরাপদ হওয়ার কেবলমাত্র একটি উপায় হল সকল অবস্থায় মদ্যপান থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা।

আলোচনা : খ্রীষ্টানের মদ্যপান করা উচিৎ নয়, এর পেছনে কি আর কোন কারণ আছে?

পাঠ ২৭- দুর্যোগের মধ্যে যে খ্রীষ্টানগণ আছেন তাদের সাহায্য করা

অনেক ভাল খ্রীষ্টানেরা ঈশ্বরের কাছে জানতে চান, "কেন? কেন তাদের এইভাবে দুঃখভোগ করতে হবে? কোনও কোনও সময়ে ইয়োবের বন্ধু দের মত নিষ্ঠুরভাবে বলবে যে, মন্দতার কারণেই তাদের জীবনে এই দুঃখভোগ। একজন ওঝাও বলতে পারে যে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করার জন্য কেউ হয়তো অভিশাপ দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত খ্রীষ্টানদের জীবন সুরক্ষিত এবং সুপরিকল্পিত। কেননা প্রত্যেকের জীবনের জন্য ঈশ্বরের এক উদ্দেশ্য রয়েছে - রোমীয় ৮:২৮ পদ।

১। কেন দুঃখভোগ আসে?

ক) কখনও কখনও পাপের ফলস্বরূপ - যোহন ৫:১৪;১২:১০ পদে মরিয়মকে দেখুন; বংশাবলি ১৬:১২ পদে রাজা আসাকে দেখুন।

খ) যেন ঈশ্বরের কার্যের প্রকাশ ঘটে - যোহন ৯:২,৩

গ) ঈশ্বরের গৌরবের জন্য - যোহন ১১:৪;ফিলীমন ১:২৯ পদ।

ঘ) ঈশ্বরের অনুমোদিত ইচ্ছা অনুসারে শয়তানের পরীক্ষা হিসাবে ইয়োবের ব্যাপারে দেখুন - ইয়োবের পুস্তক;মার্ক ৫:১-৫;লূক ১৩:১৬;প্রেরিত ১০:৩৮ পদ। ঈশ্বর আপনার ভার বহনের সীমা জানেন এবং কতটা ভার সহ্য করতে পারেন তাও জানেন।

ঙ) শান্তির জন্য - যেমন শিশুকে গঠন করার ক্ষেত্রে (ইব্রীয় ১২:৫-১৩

২। দুঃখভোগের প্রতি আমাদের সাড়া

ক) আমরা হয়তো নিজেকে সমর্পিত না করে এর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারি। এই ধরণের মনোভাব কঠিনতার দিকে নিয়ে যায়।

খ) দুঃখভোগের ফলে আমরা একবারে ভেঙ্গে পড়তে পারি কিন্তু তা হওয়া আমাদের উচিৎ নয়;কেননা তাঁর অনুগ্রহই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট - ২ করি ১২:৯ পদ।

গ) আমরা দুঃখের সাথে এটা গ্রহণ করে বহন করতে পারি।

ঘ) আমরা আনন্দ সহকারে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে পারি - এটা হল বিজয়ের চূড়ান্ত অবস্থা।

নির্ধারিত কাজ: আপনার পালের মধ্যে দুঃখভোগ করছে এমন ৩ থেকে ৭ জনের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। প্রত্যেককে পরিচর্যা করার জন্য পরিকল্পনা নিন। আপনার পালের অন্যদেরও এই কাজে যুক্ত করুন।

পাঠ ২৮- অসুস্থদের পরিচর্যা

খ্রীষ্টানরা অসুস্থ হন এবং প্রভুর দাসগণের উচিৎ বিশ্বস্তভাবে তাদের নিশ্চয়তা প্রদান করা। আসুন, আমরা অসুস্থতার সমস্যা সম্পর্কিত কিছু বিষয়ে আলোচনা করি।

১। ঈশ্বর কি আরোগ্যজনিত অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম?

বাইবেল অলৌকিক কাজ সম্পর্কে অনেক সত্য ঘটনার বিবরণ দেয়। সর্বাপেক্ষা মহৎ অলৌকিক কাজটি ছিল খ্রীষ্টের পুনরুত্থান। কিন্তু এছাড়াও আরও অনেক অলৌকিক কাজ সম্পন্নকারী ঈশ্বর। যিহোবা রাফা (যাত্রাপুস্তক ১৫:২৬), তাঁর নামগুলোর মধ্যে একটি নাম। এর অর্থ "আমি সদাপ্রভু তোমার আরোগ্যকারী" (গীত ১০৩:৩;মথি ১৯:২৬;লূক ১৮:২৭ দ্রষ্টব্য)। বর্তমান কালেও তিনিই হলেন সেই মহান চিকিৎসক।

২। পীড়িতদের অভিষিক্ত করা (যাকোব ৫:১৪-২০)

ক) পীড়িতদের উচিৎ মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে ডাকা।

খ) প্রাচীনবর্গ যেন বিশ্বাসের প্রার্থনা করেন এবং অসুস্থদের তৈল দ্বারা অভিষিক্ত করেন।

গ) যাকোব একজন অন্যজনের দোষ স্বীকার সম্বন্ধে বলছেন।

৩। কিছু কিছু অসুস্থতার আরোগ্য হয় না

ক) প্রেরিত ২৮ অধ্যায়ে পৌল দুটি অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য তিনবার প্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি আরোগ্য পাননি (২ করি ১২:৭-১০)। অসুস্থতার একটি কারণ ছিল পৌলকে নম্র রাখা।

খ) যদি আমরা সব সময় সুস্থতা পাই, তবে আমরা কখনই মরব না। খ্রীষ্টীয় কার্যকারীদের উচিৎ অসুস্থ ব্যক্তিদের ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা শক্তি যোগানো। যদি অসুস্থ ব্যক্তিদের মন্ত্রতন্ত্রের বস্তুগুলোর প্রতি ফিরে যেতে দেওয়া হয় এবং যদি তার শারীরিক দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মা ও দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে তা কত মর্মান্তিক।

মৃত্যু শয্যায় খ্রীষ্টীয় ভক্ত দাসের ঈশ্বরের ইচ্ছায় সমর্পিত হয়ে শান্তিতে ও আনন্দে এ জগত থেকে বিদায় নেওয়া হল এক আশীর্বাদ যুক্ত বিদায়। যীশুর প্রতিজ্ঞা, "আমার বলই যথেষ্ট" - এমন কি অসুস্থতার মধ্যেও।

আলোচনা: শাস্ত্রে কি কি অংশ রয়েছে যা অসুস্থকে সান্ত্বনা দেবে?

পাঠ ২৯ - মৃত্যুর পরিচর্যা

জীবন হল এক অসার সামান্য বিষয়। আমরা আজ আছি কাল নেই। পৃথিবীতে যত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন তার মধ্যে কেবল এলির মৃত্যু দেখেন নি। যারা আজ বেঁচে আছে তাদের সবাই মৃত্যুবরণ করবে, কেবল প্রভুর সন্তানেরা ছাড়া তাঁর পুনরাগমনের সময় আকাশে তাঁর সাথে মিলিত হবে। ইব্রীয় ৯:২৭ পদটি খুবই সত্য।

মৃত্যুদূত যখন তার মণ্ডলী পরিদর্শন করে, সেই সময় খ্রীষ্টীয় কর্মীদের এক গুরু দায়িত্ব থাকে। পরিবারবর্গ ও বন্ধু বান্ধবরা এই সময় গভীর শোক করে থাকেন, কারণ বিচ্ছেদ সদাই কষ্টদায়ক। বিশ্বাসীদের সঙ্গবদ্ধ ভাবে শোককারীদের সাথে সময় কাটানো কর্তব্য। তাদের খাদ্য গ্রহণ করতে সাহায্য করা। মৃতদেহকে প্রস্তুত করা এবং কবর দেওয়ার জন্য কবর প্রস্তুতিতে সাহায্য করা উচিৎ। যারা রোদন করে তাদের সাথে রোদন করা উচিৎ, যেন ভগ্ন হৃদয়গুলোর কাছে খ্রীষ্টের সহানুভূতি প্রকাশিত হয়।

যদি মৃত ব্যক্তি বিশ্বাসী হয়ে থাকেন, তবে নিকট জনকে সান্ত্বনা দেওয়া অনেক সহজ। কারণ সেক্ষেত্রে প্রিয়জনের আত্মা ততক্ষণে শান্তি ও আনন্দে রয়েছে। প্রকৃতভাবে খ্রীষ্টের সাহচর্য, পৃথিবী যা কিছু দিতে পারে তার থেকে অনেক গুণ উত্তম।

সৎকারটি বিচ্ছেদযুক্ত বেদনাময় হওয়ার পরিবর্তে আনন্দের উৎসবে পরিণত হওয়া

উচিৎ। খ্রীষ্টীয় নেতৃবর্গের উচিৎ মৃত্যুর সময়ে তাদের পরিবারবর্গকে, পৌত্তলিকতা থেকে রক্ষার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। একজন খ্রীষ্টানের কবরের সময় আত্মার কাছে ক্রন্দন, কোন মূল্যবান দ্রব্যের কবর, মদ্যপান ও কুসংস্কারজনিত সমস্ত বিষয়ের কোন স্থান নেই। কিন্তু অনেক সময় পরিত্রাণ লাভ করেননি এমন আত্মীয় স্বজনেরা মৃত্যু সম্বন্ধে নিরাশ ও ভীতির জন্য এরকম প্রথা জোরপূর্বক প্রয়োগ করতে চায়। এর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান। মাটি দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত খ্রীষ্টানদের থাকা উচিৎ। গান, প্রার্থনা ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিৎ।

সেই সময়কার প্রচার চেতনামূলক হওয়া উচিৎ যে জীবন ক্ষণিকের জন্য, কিন্তু সেই ক্ষণিক সময়েই অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

এক জ্ঞানী ব্যক্তি তার শিষ্যদের মৃত্যুর জন্য পূর্বের দিনে প্রস্তুত হওয়ার জন্য বললেন। কিন্তু তারা আপত্তি করে বললেন, "আমরা কাল মরতে পারি"।

তিনি উত্তরে বললেন, "ঠিক, সুতরাং আজ প্রস্তুত হও"।

আলোচনা: আপনার মণ্ডলীর যখন কেউ মারা যায় তখন আর কি কি পদ্ধতিতে আপনি তাদের সাহায্য করতে পারেন?

পাঠ ৩০- বৈবাহিক অঙ্গীকারে (বাগদত্তা) আবদ্ধ দম্পতীদের পরামর্শ দান

বাক্‌দান লোক সমাজের কাছে একটি ঘোষণা যে দুজন শীঘ্র বিবাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে - সম্ভবতঃ সেই বছরের মধ্যে। এই দুজনের কাছে এটাই হল সময় যখন তারা পরস্পরকে আরও ভালোভাবে চিনতে পারবে এবং সুনিশ্চিত হবে যে তারা সত্যই একে অপরের জন্য কিনা এবং প্রস্তুত কিনা। কিন্তু তাদের কখনই একে অপরের প্রতি স্বাধীনতার এই সুযোগের অপব্যবহার করা উচিৎ নয়, কারণ তারা এখনও বিবাহিত নয়। ভবিষ্যতের সুখের জন্য এটা আবশ্যক যেন বিবাহের সময় উভয়েই কুমার ও কুমারী থাকে। বৈবাহিক সুযোগ সুবিধাগুলো বিবাহ পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকা আবশ্যক, যাতে প্রেম ঘৃণায় পরিণত হয় ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় (২ শমূয়েল ১৩:১৫)।

মণ্ডলী নেতৃবর্গের দম্পতিদের শিক্ষাদানের এই হল আদর্শ সময়, যেন একটি খ্রীষ্টান পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইফিষীয় ৫ এবং তীত ২ অধ্যায় দেখুন। উভয়েই যেন সকল সমস্যা ও ভুল বোঝাবুঝির সময় একত্রে প্রার্থনা করতে শেখে। তাদেরকে সারা জীবন কাজে ও কথায় পরস্পরের প্রতি তাদের প্রেমের প্রকাশ করতে উৎসাহিত করুন।

বিবাহ হল প্রাচীনতম অনুষ্ঠান। পরিত্রাণ বিষয়ের পর জীবন সাথী মনোনয়ন হল এক যুবক/যুবতীর পক্ষে সব থেকে বড় সিদ্ধান্ত। আত্মিক নেতৃবর্গের উচিৎ এই সময় দৃঢ়তার সাথে উপদেশ দেওয়া এবং এই চরম সন্ধিক্ষণে দাঁড়ানো।

সুখী বিবাহের নীতিসমূহ:

১) খ্রীষ্টানদের কেবল খ্রীষ্টানদেরই বিবাহ করা উচিৎ -২ করি ৬:১৪-১৭ পদ।

২) প্রচুররূপে প্রার্থনা করুন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় অন্বেষণ করুন।

৩) অন্য ব্যক্তিটিকে সম্পূর্ণরূপে জানার পূর্ব পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখুন। ভাল ও মন্দ উভয় দিকই বিবেচনা করুন। চটপট বিবাহ ভয়ানক।

৪) প্রকৃত প্রেমের জন্য অপেক্ষা করুন। আবেগ যথেষ্ট নয়। বিবাহ সারা জীবনের জন্য এবং কেবল ঐশ্বরিক প্রেমই এক সুখী পরিবার তৈরী করতে পারে।

৫) আপনি প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত বিবাহের জন্য অপেক্ষা করুন। বিবাহ প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য। শিশুদের জন্য নয়। কেননা বিবাহ এক গুরু দায়িত্ব নিয়ে আসে।

৬) নৈতিক বিষয়গুলোর মীমাংসা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কখন এক জন ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন আনার জন্য, তাকে বিবাহ করবেন না।

৭) বিবাহে কনের পিতা মাতার সম্মতির জন্যও অপেক্ষা করুন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৮) আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্যও অপেক্ষা করুন। সম্পদ নয় কিন্তু কিছু নিরাপত্তার জন্য।

৯) জনসমাজে বিবাহের ওপর জোর দিন। কখনই মুহূর্তের জন্য গোপনে পলায়ন করে বা গোপনে বিবাহের কথা চিন্তা করবেন না। বিবাহ এক পবিত্র অনুষ্ঠান।

নির্ধারিত কাজ : সুখী বিবাহে পদার্পণের জন্য যুবকদের ক্লাসে কি বলবেন সেই নিয়ে একটি পাঠ প্রস্তুত করুন।

পাঠ ৩১- সন্তানহীন দম্পতিদের কিভাবে পরামর্শ দান করবেন।

যখন বিবাহিত দম্পতি সন্তান আশা করেন, কিন্তু বছরের পর বছর সন্তান হয় না, তখন হতাশায় ভোগেন। এর ফলে তারা খ্রীষ্টিয় জীবনে পরাস্ত হন। তারা গীর্জায় তাদের বন্ধু বান্ধবদের ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসতে দেখেন এবং তারা প্রশ্ন করেন, "ঈশ্বর কেন আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেননি?" কেউ কেউ এই তিক্ততায় গীর্জা পরিত্যাগ করেন, কেউ কেউ এমন চিকিৎসকের কাছে যান যারা মন্ত্রতন্ত্র ব্যবহার করে। তারা তাদের সঞ্চি ত অর্থ নষ্ট করেন এবং ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সন্তানহীন দম্পতিরা আপনার প্রার্থনা, পরামর্শ ও সাহায্য চান। তারা প্রায় রাহেলের মত বলে থাকেন, "আমাকে সন্তান দেও, নতুবা আমি মরিব' (আদিপুস্তক ৩০:১)।

হান্নার বহু বছরের বন্ধ্যাত্ব ও তার স্বামীর ভালোবাসা ও স্নেহ একজন সন্তানহীন দম্পতিকে উৎসাহ দিতে পারে। হান্নার কোন সন্তান ছিল না, কিন্তু তার স্বামী ইলকানার অপূর্ব ভালোবাসার বিষয়টি ১ শমূয়েল ১:৫ পদে দেখা যায়। "তিনি হান্নাকে ভালবাসিতেন যদিও সদাপ্রভু হান্নার গর্ভ রুদ্ধ করিয়াছিলেন"। সন্তানহীন স্ত্রীকে তার বাবার বাড়ীতে ফিরিয়ে দেওয়ার কোন অধিকার স্বামীর নেই। তার উচিৎ ইলকানার মত আচরণ করা।

আপনার মণ্ডলীর হান্নাদের এই সত্যগুলি শিক্ষা দিন:

১। তাদের হান্নার মত প্রার্থনা চালিয়ে যাওয়া উচিৎ। ঈশ্বর এক বিশেষ কারণে তার গর্ভ রোধ করে রেখেছিলেন এবং তাঁর সময়ে তিনি তা উন্মোচন করলেন। ঈশ্বর অব্রাহাম ও সারাকে একটি সন্তান দিলেন কেবল যখন তারা এর জন্য যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন (আদি ২১:২)। গীত ১১৩: ৯ পদটিও বড় সুন্দর।

২। শিথিল হলেও প্রভুতে আনন্দ করুন। রাহেলের মত আপনার স্বামীকে বিরক্ত করবেন না। যে সমস্ত আশীর্বাদ আপনি পেয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞচিত্ত হন এবং আপনার মুখে সেই আনন্দের প্রকাশ হোক। বিষন্নতা কেবল আপনার স্বামীর প্রেমকে নষ্ট করবে ও আপনাকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে নিয়ে যাবে।

৩। যদি ঈশ্বর আপনাকে সন্তান না দেন, তথাপি আপনি এক মায়ের হৃদয় নিয়ে আপনার প্রেম অন্য শিশুদের প্রতি দেখাতে পারেন। অনেক অনাথ অবহেলিত শিশু রয়েছে যাদের যত্ন প্রয়োজন। বাইবেল ক্লাব বা সান্ডে স্কুলের ক্লাস আপনাকে আধ্যাত্মিক সন্তান পেতে সুযোগ করে দিতে পারে। দবোরা ইস্রায়েলের মধ্যে মাতৃ স্থানীয় হইয়া উঠিলেন (বিচারকর্তৃগণ ৫:৭)।

আলোচনা: আপনার মণ্ডলীতে সন্তানহীন মহিলারা কিভাবে পরিচর্যা কাজে এগিয়ে আসতে পারে? আপনি কিভাবে তাদের উৎসাহিত করবেন?

পাঠ ৩২- বিধবাদের পরিচর্যা

আপনার মণ্ডলীতে হয়ত কিছু বৃদ্ধা বিধবা আছেন, যারা প্রভুকে ভালবাসেন ও তার সেবা কাজে বিশ্বস্ত। তারা হয়ত নিজেদের অপ্রয়োজনীয় ও নিঃসঙ্গ মনে করতে পারে। তাদের তালন্তগুলি প্রভুর কাজে ব্যবহার করা উচিৎ - ১ পিতর ৪:১০ পদ। তাদের কাছে এই বিধবাদের বিষয় বলুন।

১) নয়মী তার নাতীর ধাত্রী হয় ওঠেন (রূত ৪:১৬) এবং তার বিশ্বাস পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হন। ঠাকুমা দিদিমার মণ্ড লীর ছোট শিশুদের যত্নের ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য দিতে পারেন এবং পরিবর্তে তারাও ভালবাসা পাবেন।

২) সারিফতে এক বিধবা ঈশ্বরের লোককে আশ্রয় দেন (১ রাজা ১৭ অধ্যায়)। বৃদ্ধারা আতিথ্যের কাজ সুন্দরভাবে করতে পারেন।

৩) ৮৪ বছরের বৃদ্ধা হান্না, "উপবাস ও প্রার্থনা সহকারে কতদিন উপাসনা করিতেন এবং তাঁর সম্বন্ধে সবার কাছে বলে বেড়াতেন" (লূক ২:৩৬-৩৮)। বৃদ্ধা মহিলারা প্রার্থনার ভাল যোদ্ধা হতে পারেন।

৪) অপর একজন তার সর্বস্ব ঈশ্বরকে দিতে মনস্থির করেন (লূক ২১: ৪)।

৫) দর্কা অনেককে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং তাদের জন্য বস্ত্র সেলাই করতেন। তিনি একজন বিধবা ছিলেন। কেননা যারা রোদন সহকারে তার পাশে এসে দাঁড়াতেন, তারা

সকলেই বিধবা ছিলেন (প্রেরিত ৯:৩৯)। তিনি বিভিন্ন লোককে তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করতেন।

৬) তীমথিয়কে প্রচার কাজের জন্য প্রস্তুত করার পক্ষে তার মাতামহী লোয়ীর অবদান ছিল (২ তীম ১:৫)। জীবনের এই সময় খুবই ফলপ্রসূ হতে পারে। এটা অনন্তকালের ডাকের অপেক্ষায় থাকার থেকে আরও উত্তম।

আলোচনা: *শাস্ত্রের অংশগুলোতে বিধবাদের জন্য পরিচর্যা বিষয়ে যে সমস্ত পরিকল্পনা আছে তার পর্যালোচনা করুন। আপনি কি এর সঙ্গে আরও কিছু যোগ করতে পারেন?*

পাঠ ৩৩- যে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর স্বামী/স্ত্রী পরিত্রাণ প্রাপ্ত নন

বিবাহিত ব্যক্তি যে একা দাঁড়িয়ে আছে তার বিশেষ যত্ন ও উৎসাহের প্রয়োজন। তাদের প্রতি আপনার পরামর্শ দানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকা প্রয়োজন:

১) আপনার আত্মিক অভিজ্ঞতার জন্য আপনার ও আপনার জীবনসঙ্গীর সম্পর্কে কোন চিড় ধরতে দেবেন না।

২) আপনার সাথীকে কখনও তার নিজের সম্পর্কে হীন ধারণা করতে দেবেন না।

৩) আপনার সাথীর ওপর প্রচুর প্রেম দেখান। আপনার প্রেম স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখান কারণ এমন ঈশ্বরের প্রেম আপনার হৃদয়ে বর্ষিত হয়েছে।

৪) আপনার সমস্যাগুলো বাইরের লোকদের সাথে আলোচনা করবেন না।

৫) আপনার গৃহে ঐশ্বরীক পরিবেশ বিরাজ করুক।

৬) আনন্দময় ব্যক্তি হন। একনিষ্ঠ আত্মার আবেশে বিভূষিত হন।

আলোচনা : *দম্পতির মধ্যে যারা পরিত্রাণ পায়নি, তাদের সাথে মণ্ডলীর নের্তৃবর্গ কিরূপ যোগসূত্র গড়ে তুলতে পারেন? কি ধরণের কাজ তাদেরকে গীর্জা, তাঁর লোকবৃন্দ ও খ্রীষ্টমুখী করে তুলতে পারে বলে আপনি মনে করেন?*

পাঠ - ৩৪
প্রভুর দিন পালন

রবিবার অর্থাৎ প্রভুর দিন নতুন নিয়মের বিষয়, যার মূল ভিত আছে পুরাতন নিয়মের বিশ্রামবারের মধ্যে।

১। বিশ্রামবার ও প্রভুর দিনের মধ্যে তফাৎ:

ক) বিশ্রাম দিনটি হল সপ্তম দিন এবং প্রভুর দিনটি হল সপ্তাহের প্রথম দিন।

খ) বিশ্রাম দিনটি ঈশ্বর কর্তৃক সকল সৃষ্টির পর তাঁর বিশ্রাম গ্রহণের দিনের স্মরণার্থে

পালন করা হয় এবং প্রভুর দিনটি খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের দিন হিসাবে স্মরণ করা হয়।

গ) বিশ্রাম দিনটি ছিল ইহুদীদের জন্য এবং প্রভুর দিনটি হল যীশু খ্রীষ্টের মণ্ড লীর জন্য।

২। প্রৈরিতীক মণ্ডলী সপ্তাহের প্রথম দিনটি মনোনীত করেন:

ক) মথি ২৮:১ পদ - ইহুদীদের বিশ্রাম দিন পূর্ণ করতে যীশু যথেষ্ট সময় কবরে ছিলেন এবং প্রথম ঈস্টার রবিবার পুনরুত্থিত হয়েছিলেন।

খ) প্রেরিত ২০:৭ পদ - নিয়মিত উপাসনার কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

গ) ১ করি ১৬:২ - রবিবার গীর্জায় দান সংগ্রহের জন্য বর্ণিত নিয়ম।

ঘ) প্রেরিত ১:১০ পদ - যোহন প্রভুর দিনের কথা বলেন।

৩। প্রভুর দিন পালনের প্রকৃত উপায় :

ক) প্রভুতে আনন্দ করা। এই দিনটিকে উপাসনা, প্রার্থনা ও প্রশংসার জন্য ব্যবহার করুন।

খ) নিজের উপভোগ থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। এই দিনটি তাকে প্রীত করার জন্য, অসুস্থদের সাথে সাক্ষাৎ করুন এবং তাঁর জন্য দয়ার কাজগুলো করুন।

গ) এই দিনটিকে এমন করুন যাতে প্রভু সম্মানিত হন। ছটি দিন আমরা কাজ করি ও আমাদের জীবিকা উপার্জন করি। কিন্তু সপ্তম দিনটি তাঁর।

আলোচনা : *রবিবার এমন কাজগুলোর নাম করুন যা প্রভুর দিনে করা উচিৎ নয়।*

পাঠ ৩৫- পিতৃ দিবস

ঈশ্বর স্বামীকে গৃহের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করেছেন - আদিপুস্তক ১৮:১৯;ইফি ৫:২৩ পদ। খ্রীষ্টে বিশ্বাসী পিতাদের, তাদের পরিবারের যাজক হিসাবে তাদের কাজ সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহের প্রয়োজন। মণ্ড লীর পিতাদের সম্মানিত করার জন্য, কেন আমরা মণ্ড লীতে এক বিশেষ দিন রাখব না? এই বিষয়ে বহু পূর্বেই বিজ্ঞাপন দিন এবং ঘোষণা করুন, যেন তাদের সকল শিশুরা এমন কি প্রাপ্ত বয়স্করা তাদের পিতার সঙ্গে বসেন। একজন পিতাকে শাস্ত্র পড়তে দিন। অন্যজনকে প্রার্থনা করতে বলুন। এইভাবে মণ্ড লীর সব থেকে বয়ঃজেষ্ঠ্য পিতাকে, সর্বকনিষ্ঠকে এবং যার অনেক সন্তান আছে তাদের চিহ্নিত করতে পারবেন।

প্রচারটি খ্রীষ্ট কর্তৃক সম্মানকারী পিতাদের সম্বন্ধে বাইবেল ভিত্তিক মাপকাঠির ওপরে আলোকপাত করবে। তার উচিৎ তার স্ত্রীকে প্রেম করা (ইফিষীয় ৫:২৫)। স্বাস্থ্যে অসুস্থতায়, দারিদ্রে অথবা প্রাচুর্যে তার উচিৎ স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং দুঃখের সময়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া (১ শমূ ১:৮)।

প্রভুর উদ্দেশ্য শিশুদের নিয়মানুবর্তীতা ও শিক্ষাদানের এক সক্রিয় ভূমিকা পালন করা উচিৎ — (হিতোপদেশ ২২:৬)।

একটি পারিবারিক বেদি গঠন করে প্রতিদিন পরিবারকে প্রার্থনায় নিয়ে যাওয়া তার দায়িত্ব।

আহারের সময় অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করা তারই দায়িত্ব। পিতামাতাদের এক সাথে কাজ ও প্রার্থনা সহকারে শিশুদের প্রভুর কাছে প্রাথমিকভাবে নিয়ে আসা তাদের কর্তব্য (মথি ১৯:১৩-১৪)। তার উচিৎ পরিবারে তার স্ত্রী ও সন্তানদের প্রেম করা, তথাপি সর্বাপেক্ষা খ্রীষ্টকে প্রেম করা তার কর্তব্য। খ্রীষ্টান পিতার উচিৎ তার নিজের জীবনে খ্রীষ্টকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া (লূক ১৪:২৬)।

নির্ধারিত কাজ : *পিতৃদিবস পালনের ওপরে উপযুক্ত কিছু প্রচারের তালিকা প্রস্তুত করুন।*

পাঠ ৩৬ - মাতৃদিবস

উত্তম স্ত্রী ও উত্তম মাতা প্রভুর আশ্চর্য দান (হিতোপদেশ ৩১:১০)। স্ত্রীদের সম্মান ও প্রশংসার প্রয়োজন, মণ্ডলীকে সাবধানতার সঙ্গে গৃহে তাদের পরিচর্যা করার বিষয়ে ও সাক্ষ্যের বিষয়ে তাদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

কোন উপাসনায় মাতাদের সম্মান জানানোর জন্য তাদের উদ্দেশে শিশুদের গান দিয়ে শুরু করে বড় লোকদেরও তাদের উদ্দেশে কিছু বলতে দেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেক শিশু যেন ফুল নিয়ে গীর্জায় আসে এবং মাকে উপহার দেয়।

প্রচার: বাইবেলের কোন নারী চরিত্রের উপর প্রচার করা যেতে পারে।

নির্ধারিত কাজ: আপনার মণ্ডলীতে মাতৃ দিবসের উপাসনার পরিকল্পনা নিয়ে কর্ম প্রস্তুত করুন। ছেলে মেয়েদের নামের তালিকা এবং কে কিভাবে অংশ নেবে তা ঠিক করুন।

পাঠ ৩৭- পারিবারিক বেদি স্থাপন করা

একটি আদর্শ খ্রীষ্টিয় পরিবারের গোপন রহস্য হল, পারিবারিক বেদি, যেখানে খ্রীষ্ট পরিবারের মস্তক স্বরূপ এবং পরিবার উপাসনার অংশ গ্রহণ করে ও তার বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে।

আপনি যদি পারিবারিক আরাধনার গুরুত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করেন এবং খ্রীষ্টানদের এটি শুরু করতে আবেদন জানান, তবে কেউ কেউ উৎসাহিত হবেন, কিন্তু অন্যেরা হয়ত আদৌ বিষয়টি বুঝতে পারবে না। আপনি তাহলে এ সম্বন্ধে একদিন উপাসনার সময় উত্থাপন করবেন না কেন? একটি পরিবার মনোনীত করে, তাদের পারিবারিক বেদির উদাহরণস্বরূপ হওয়ার জন্য প্রস্তুত করুন। তারা কোন কোরাস দিয়ে অথবা পরিচিত কোন পদ বা গীত গেয়ে শুরু করতে পারে। যে সমস্ত শিশুরা বয়েসে বেশ বড়, তারা পালা পালা করে শাস্ত্রাংশ পড়তে পারে এবং ছোটরা মুখস্থ আছে এমন কিছু পদ আবৃত্তি করতে পারে। সম্ভব হলে পিতা শাস্ত্রের সেই অংশ থেকে কিছু মন্তব্য করতে পারেন এবং প্রার্থনায় শেষ করবেন। পরিবারটির সামনে এগুলো সম্পন্ন করার পর পারিবারিক উপাসনায় মা, বাবা ও সন্তানদের একত্রিত হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখা যেতে পারে।

এইভাবে যে পরিবারটি এটি প্রদর্শন করল, তারা শক্তিপ্রাপ্ত হবে এবং অন্য পরিবারগুলোকেও পারিবারিক উপাসনার জন্য উৎসাহ দেওয়া যাবে।

পারিবারিক বেদি গঠন করলে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জীবন কতই না পরিবর্তন আসতে পারে।

নির্ধারিত কাজ : ক্লাসে শিক্ষার্থীরা পারিবারিক উপাসনা বেদির ব্যাপারটি প্রদর্শন করুক।

পাঠ ৩৮- সমগ্র পরিবারের কাছে পৌঁছান

পরিচর্যা কাজের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হবে সমগ্র পরিবারকে স্বর্গের পথে পরিচালিত করা। এটি আপনি করতে পারেন যখন পিতামাতাকে ঈশ্বরের বাধ্য হতে বলেন, যেন তারা সন্তানদের কাছে ঈশ্বরের আদর্শ নিয়ে আসে। এখানে কতগুলো প্রস্তাব দেওয়া হল:

১। প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ দিন যেন পিতামাতা তাদের সন্তানদের ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পরিচালিত হয়। এ বিষয়ে কতগুলো উত্তম শাস্ত্রাংশ হল: ২ বিবরণ ৬:৬-৯;হিতোপদেশ ৬:২০-২৩;এবং গীত ১১৯:১১ পদ।

২। পিতামাতাদের উৎসাহিত করুন যেন তারা তাদের গৃহ ও জীবন তাদের সন্তানদের খ্রীষ্টান বন্ধু দের জন্য খুলে দেয়। তাদের বুঝান তারা যেন সন্তানদের জন্য উৎসাহী, অনুগত ও সমগ্র হৃদয় সহকারে খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হন এবং মণ্ড লীর সেবা করেন। সকল পরিবারের একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হল ঈশ্বরের প্রেম যা পিতামাতার জীবনে প্রতিফলিত হয়।

৩। আপনার মণ্ড লী যেন পরিবার কেন্দ্রীক হয়। বিশ্বাসীদের উৎসাহ দিন যেন তাঁরা অন্য পরিবারগুলোর শিশুদের জন্য প্রার্থনা করে এবং তাদের সাহায্য করে। এমন কর্মসূচী গ্রহণ করুন যার মধ্যে দিয়ে মণ্ড লীর বয়স্করা শিশু ও যুবকদের সঙ্গে পরিচিত হবেন। ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে যেন প্রজন্মের ফারাক না থাকে।

৪। পরিবারে প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের পিতামাতাদের শিক্ষা দিন যেন তারা পণ প্রথার কুফল সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। অনেক যুবক/যুবতী পাপে পড়ে যায় কারণ প্রচুর পণ দাবি করার জন্য পবিত্র বিবাহ বহু বছর ধরে স্থগিত থেকে থাকে।

শিশুরা প্রভুর আশ্চ র্য দান এবং তাদের পরিত্রাতার কাছে পরিচালনা করলে মণ্ড লীর পিতামাতার কত আনন্দ হয়, যে আনন্দ অনন্তকাল স্থায়ী।

আলোচনা: উপরোক্ত চারটি বিষয় ভাবুন। এগুলো কি আপনার মণ্ড লীর জন্য সাহায্যকারী হবে? আপনি কি অন্য কোন চিন্তাধারা দিতে পারেন?

পাঠ ৩৯- সাধারণ সভ্যসভ্যাদের পরিচর্যা কাজের জন্য প্রশিক্ষণ

হয়তো আপনি মণ্ডলীর মধ্যে সব থেকে সক্ষম ও সমর্থ ব্যক্তি যার নের্তৃত্বের অনেক ভাল ফল আছে, তাই মণ্ডলীর সকল কাজই আপনি নিজে করার জন্য দৃঢ়ভাবে পরীক্ষিত হবেন। এটি কিন্তু মারাত্মক ভুল, কেন?

প্রথমতঃ ১ পিতর ৪:১০ পদ পাঠ করুন। এখানে শিক্ষাটি খুবই স্পষ্ট, "তোমরা যেমন অনুগ্রহ দান পাইয়াছ, তদনুসারে ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহ ধনের উত্তম অধ্যক্ষের মত পরস্পর পরিচর্যা কর।" প্রভুতে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য আপনার লোকদের নিজ নিজ অনুগ্রহ দান ব্যবহার করা উচিৎ এবং আপনি অবশ্যই তাদের শিক্ষা দিন, উৎসাহিত করুন। যে পুকুরে বাইরে জল যাওয়ার পথ নাই, তাতে জল দুর্গন্ধ হয়ে যায়। জীবন জল যেন আপনার মণ্ডলীর সাধারণ সভ্যসভ্যাদের জীবন থেকে প্রবাহিত হয়।

সুসমচার গায়ক দল গড়ে তুলুন। একজন পরিচালনা করুক, একজন এককভাবে গান করুক, হয়ত একজন গীটার বাজাবে, অন্যজন সাক্ষ্য দেবে। আপনার উপাসনায় তাদের অংশ নিতে দিন। কাউকে বলুন যেন সে পারিবারিক প্রার্থনায় নের্তৃত্ব দান করেন অথবা পারিবারিক বাইবেল অধ্যয়ন পরিচালনা করেন। কেউ কেউ সাণ্ডে স্কুলে ক্লাস নিতে পারেন, কেউ বা সারা সপ্তাহ ধরে শিশুদের ক্লাব চালাতে পারে। পুতুল নাচের মধ্যে দিয়ে পরিচর্যার পদ্ধতি গড়ে তুলতে পারেন। সর্বোপরি কোন ব্যক্তিকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসার পদ্ধতির শিক্ষা দিন।

আলোচনা : *অন্যান্য পদ্ধতির আলোচনা করুন, যার মধ্যে দিয়ে আপনার মণ্ডলীর সভ্যসভ্যারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের সেবা ও ভালবাসা প্রদর্শন করতে পারবেন।*

পাঠ ৪০- স্ত্রীলোকদের তালন্তের ব্যবহার।

আপনার মণ্ডলীর নারীগণ যেন মণ্ডলীতে প্রভুর কার্যের নীরব দর্শক না হয়ে থাকেন। তাদের এমন অনুগ্রহ দান দেওয়া হয়েছে যার দ্বারা তারা মণ্ডলীতে আশীর্বাদ আনতে পারেন, প্রভুকে গৌরবান্বিত করতে পারেন এবং নিজেদের আত্মাকে শক্তিযুক্ত করতে পারেন।

আপনার পালের মধ্যে মহিলাদের সম্বন্ধে জানুন। আপনি তাদের উৎসাহ দিন এবং তাদের প্রস্তুত করুন যেন নিম্নলিখিত কোন পরিচর্যা কাজের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের প্রভুর সেবা করতে পারেন।

১। মহিলাদের মধ্যে কাজ:

ক) মহিলা ডিকন হিসাবে - যারা অসুস্থ ও দুঃখার্ত তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

খ) প্রার্থনার দল পরিচালনা করা বা প্রার্থনা সভার আয়োজন করা।

গ) বাইবেল অধ্যয়ন পরিচালনা করা।

ঘ) যারা নতুন বিশ্বাসী তাদের শিষ্যত্বের পথে পরিচালনা দেওয়া এ বিষয়ে বড়দিদি - ছোট বোন হিসাবেও অংশ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২। শিশুদের মধ্যে:

ক) সাণ্ডে স্কুল ক্লাসে শিক্ষা দেওয়া।

খ) প্রতিবেশীদের মধ্যে বাইবেল ক্লাব পরিচালনা করা।

৩। গৃহে

ক) তাদের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া যেন তারা প্রভুকে অনুসরণ করে।

খ) সহ খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের এবং অপরিত্রাণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আতিথ্য দেওয়া।

গ) স্বামীর সাহায্যকারী হিসাবে তাকে উৎসাহ দেওয়া, যদি সে পরিত্রাণপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে যদি পরিত্রাণপ্রাপ্ত না হয়, তাহলে তাকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসা।

আলোচনা : *আপনার পালের মধ্যে আপনি মহিলাদের জন্য কি কি পরিচর্যা কাজ দিতে পারেন?*

৫ পবিত্র জীবনযাপন, পবিত্র কাজের জন্য প্রস্তুতি

সূচনা : এই পাঠগুলো সব স্থানান্তরযোগ্য কর্মসূচীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কেননা "হৃদয় হইতে যাহা ছাপিয়া ওঠে, মুখ তাহাই বলে" (মথি ১২:৩৪)। শুধুমাত্র পবিত্র জীবনই পারে আধ্যাত্মিক ফল উৎপাদন করতে এবং যে বিষয়গুলো তাদের ভেতরের বিজয়কে চুরি করতে পারে, তাদের সাক্ষ্য নষ্ট করতে পারে, সেই সমস্ত বিষয় থেকে খ্রীষ্টান কর্মীদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

এই সকল উপকরণগুলোর অধিকাংশই ডগলাস এ্যলবানের লেখা 'বাইবেলের একশত অনুশীলন' বইটি থেকে, রেভাঃ আর স্ট্যান্‌লীর লেখা 'প্রচারকগণ এবং জনগণ' বইটি থেকে এবং ডঃ লিলিয়ান স্ট্যানলীর 'আদর্শ নারী' বইটি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিষয়সূচী

১) প্রভুকে ভয় করা
২) আত্মায় পূর্ণ জীবন
৩) শয়তানকে দমন করা
৪) ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা
৫) নীরবতার সময়
৬) বিচ্ছেদ
৭) ব্যক্তিগত জীবন
৮) অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যসমূহ
৯) একজন নেতার গুণাবলী
১০) ব্যভিচার
১১) পরিবারিক নের্তৃত্ব
১২) একমাত্র সত্য
১৩) অর্থ
১৪) সুশৃঙ্খল অধ্যয়ন
১৫) আপনার শরীরকে মজবুত রাখুন
১৬) অলসতা
১৭) প্রশংসা
১৮) যখন প্রলোভন আসে
১৯) অনুকরণকারীগণ
২০) বিজয় সুনিশ্চিত

পবিত্র জীবন পালন
পাঠ ১- প্রভুকে ভয় করা

ভয় দুই ধরণের হতে পারে .... সঠিক এবং ভুল। "ভয় করিও না" হল শাস্ত্রের একটি মূল্যবান উপদেশ, ৫০ বার এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এবং সামান্য পরিবর্তিত হয়ে ৩৬৬ বার এর প্রয়োগ হয়েছে। প্রভুর উক্তি স্মরণ করুন, "আমি উপস্থিত, ভয় করিও না"। কিন্তু প্রভুর ভয় আমাদের সকলেরই থাকা উচিৎ। এই পদগুলো দেখুন : ইয়োব ২৮:২৮; গীত ১৯:৯; ২ শমূ ২৩:৩; ২ বিবরণ ৬:১৩ পদ।

ক। এখানে কিছু বিষয় রয়েছে যা আমরা ভয় করব না।

১) মূর্তি বা অন্যান্য দেবতা - ২ রাজা ১৭:৩৮ পদ।

২) মানুষ - শৌলের ভ্রান্তি দেখুন (১ শমূ ১৫:২৪; হিতোপদেশ ২৯:২৫)।

৩) জাগতিক বিপর্যয়, কারণ সেগুলো আমাদের ত্রাণকর্তার আসন্ন দ্বিতীয় আগমনকে নির্দেশ করে - লূক ২১: ২৫-২৮ পদ।

৪) ভবিষ্যতের শাস্তি - ইব্রীয় ১০:২৭ পদ।

৫) আমরা "ভয়"- কে ভয় করব না, কারণ বিশ্বাসই তাঁর ভয়কে প্রভুর ওপর সমর্পণ করে - ১ পিতর ৫:৭ পদ।

শুধুমাত্র একটি ভয়ই অবশিষ্ট রইল এবং তা হল ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়।

খ। ঈশ্বরের ভয় কি?

১) সকল প্রকার মন্দের প্রতি ঘৃণা - হিতো ৮:১৩ পদ।

২) প্রজ্ঞা - গীত ১১১:১০ পদ।

৩) সম্পদ - হিতো ১৫:১৬; যিশাইয় ৩৩:৬ পদ।

৪) জীবনের উৎস ধারা - হিতো ১৪:২৭ পদ।

৫) শুদ্ধতা - গীত ১৯:৯ পদ।

৬) চিরস্থায়ী - গীত ১৯:৯ পদ।

৭) ধার্মিকতাযুক্ত - ইব্রীয় ১২:২৮

গ। সদাপ্রভুর ভয় থেকে কি কি ফল উৎপন্ন হয়:

১) সদাপ্রভুকে আনন্দ দেয় - গীত ১৪৭:১১ পদ।

২) প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় - প্রেরিত ১০:৩৫ পদ।

৩) প্রভু তাঁর সন্তানদের সান্ত্বনা দেন - গীত ১০৩: ১৩ পদ।

৪) আশীর্বাদ আনে - গীত ১১২:১ পদ।

৫) মন্দ থেকে পৃথক করে - হিতো ১৬:৬ পদ।

৬) খ্রীষ্টীয় সহভাগিতা সৃষ্টি করে - মালাখি ৩:১৬ পদ।

৭) প্রার্থনার উত্তর আনে - গীত ১৪৫:১৯ পদ।

৮) দীর্ঘ জীবনের কারণ হয় - হিতো ১০:২৭ পদ।

আলোচনা : ক্লাসে আলোচনা করুন কিভাবে ভীত হৃদয়ের দুর্বলতার ওপর জয়লাভ করা যায়। তারপর ঈশ্বরের প্রতি ভয় দ্বারা যে প্রজ্ঞা হয় তা আলোচনা করুন।

পাঠ ২ - আত্মায় পূর্ণ জীবন (ইফিষীয় ৫:১৮)

প্রত্যেক বিশ্বাসী পবিত্র আত্মাপ্রাপ্ত (রোমীয় ৮:১৬), কিন্তু আত্মা তাঁর জীবনে বাস করলেও হয়তো জীবনের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারেন না। তিনি একজন আবাসিক হতে পারেন কিন্তু কর্তৃত্বের অধিকারী নন। যখন আমরা আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণের ভার তাঁর ওপর সমর্পণ করি, তিনি আমাদের জীবন অধিকতরভাবে তাঁর সত্তা দ্বারা পূর্ণ করেন (লূক ১১:১৩)। এই পূর্ণতা গ্রহণ করা হয় যখন বিশ্বাসী সচেতনভাবে স্বীকার করতে "সক্ষম হন যে পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীর জীবনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং প্রতিটি অংশের ওপর কর্তৃত্ব করেন।

মূল গ্রীক শব্দের অর্থ একটি ধারাবাহিকতা বোঝায় - পূর্ণ হতে থাক। এই পূর্ণ হওয়া সকল সময় এবং ধারাবাহিকভাবে ঘটতে থাকবে।

প্রেরিত পিতর আত্মায় পূর্ণ ছিলেন (প্রেরিত ২:৪, আবার দেখি প্রেরিত ৪:৮ এবং প্রেরিত ৪:৩১ পদ)। প্রতিদিনই নতুনভাবে পূর্ণতার প্রয়োজন আছে।

ক। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার শর্তগুলো:

১) সকল পাপের ক্ষমা - প্রেরিত ২:৩৮ পদ।

২) পুত্রত্ব - গালাতীয় ৪:৬ পদ।

৩) পূর্ণ হওয়ার ইচ্ছা - যোহন ৭:৩৭ - ৩৯;যিশাইয় ৪৪:৩ পদ।

৪) বিশ্বাস - যোহন ৭:৩৯ পদ।

৫) বাধ্যতা - প্রেরিত ৫:৩২ পদ।

৬) অপেক্ষা করা - লূক ২৪:৪৯ পদ এবং প্রেরিত ১:৪ পদ, ব্যস্ততার প্রয়োজন নেই।

৭) প্রার্থনা - লূক ১১:১৩ পদ।

৮) সত্যের প্রয়োগ বা তা গ্রহণ করা - যোহন ১:১২ পদ।

খ। আত্মায় পূর্ণ হওয়ার ফল:

১) সাক্ষ্য দেওয়ার শক্তি - প্রেরিত ১:৮ পদ।

২) বিজয়ী খ্রীষ্টীয় জীবন যাপনের শক্তি - প্রেরিত ২০: ২২-২৪ পদ।

৩) প্রভু মহিমান্বিত হন - যোহন ১৬:১৪ পদ।

উপসংহার: আমরা আধার নই কিন্তু প্রণালীস্বরূপ, আমাদের ছাপিয়ে উঠতে হবে।

আশীর্বাদের ধারা বইবে। দেখুন বাইবেল পবিত্র আত্মার কার্য সম্বন্ধে কি ছবি এঁকেছেন।

১) একটি প্রবাহিত ধারা (যোহন ৪:১৪)।
২) প্রাণশক্তির প্রাচুর্য (রোমীয় ৮:১১)।
৩) প্লাবিত জলধারা (ইফিষীয় ৫:১৮)।

আলোচনা: হয়তো ক্লাসের কেউ কেউ স্বীকার করেছেন যে তাঁরা আত্মায় পূর্ণ হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন নি। কিছু সময় পাপ স্বীকার ও প্রার্থনা মহান আশীর্বাদের উৎস হতে পারে।

পাঠ ৩ - শয়তানকে দমন করা
(১ পিতর ৫:৮,৯)

আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে শয়তান ঈশ্বরের প্রতিটি সন্তানকে আক্রমণ করে থাকে। এই পাঠ কিছু বাস্তব পন্থা বা উপায় বলে দেবে যার দ্বারা আমরা এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে পারি।

ক। শয়তান যে ভাবে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের আক্রমণ করে - ২ করি ২:১১ পদ।

১) সে আমাদের অলস করে রাখে।
২) কাজের চাপে আমাদের ভারগ্রস্ত করে।
৩) আমাদের স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে, খামখেয়ালী ভাব সৃষ্টি করে এবং দিবাস্বপ্ন দেখায়।
৪) সমালোচনা আমাদের হতাশ করে, আমরা ভুলে যাই যে আমাদের তা গ্রহণ করতে হবে।
৫) হতাশা।
৬) আত্মিক অহঙ্কারের প্রলোভন।

খ। কিভাবে শয়তানকে প্রতিরোধ করবো।

১) কোন্ সমস্যাকে মনে করবেন হয়তো দিয়াবলের আক্রমণ? (যাকোব ৪:৭)।
২) প্রতিরোধ করুন, যুদ্ধ করুন, তরবারি ব্যবহার করুন - ইফি ৬:১১ পদ।
৩) আত্মিক অস্ত্রগুলি ব্যবহার করুন - ইফিষীয় ৬:১০-১৮
৪) খ্রীষ্টকে পরিধান করুন - রোমীয় ১৩:১৪ পদ।
৫) ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করুন - রোমীয় ১৩:১৪ পদ।
৬) আপনার ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করুন এবং বলুন, "আমি পাপ করব না। আমার অন্তরে বাসকারী খ্রীষ্টের শক্তিতে এই শপথ নিই যে পাপের ওপর জয়লাভ করব এবং বিজয়ী জীবনযাপন করব।"

৭) প্রার্থনা - ইফিষীয় ৬:১৮ পদ।

৮) খ্রীষ্টের রক্তের আহ্বানের জন্য বিনতি করুন 'আর মেষশাবকের রক্ত প্রযুক্ত তাহারা তাহাকে জয় করিয়াছে" (প্রকাশিত বাক্য ১২:১১)।

আলোচনা : শয়তানের আক্রমণের কি কি অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছে? এই আক্রমণের ওপর জয়লাভ কি ফল দায়ক উপায়ে সম্ভব হয়েছিল?

পাঠ ৪- ঈশ্বরের ইচ্ছা কীভাবে জানবো

খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা সর্বদাই একটি সমস্যায় পড়েন, কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানবো। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঈশ্বরের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে, যা নির্ভর করে আমাদের ব্যক্তিত্ব, তালন্ত, চাহিদা, এবং পরিবেশ, ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর - ইফিষীয় ২:১০ পদ।

শুধু আপনার জন্য ঈশ্বরের ব্যক্তিগত পরিকল্পনা - গীত ৩২:৮

এটি বিশদ্ভাবে বর্ণিত আছে - গীত ৩৭:২৩

ইহা সুনির্দিষ্ট এবং সঠিক - যিশাইয় ৩০:২১

তিনি চান যেন আমরা যেন তাঁরপরিকল্পনা অনুসরণ করি (গীত ১৪৩:৮) এবং প্রতিদিন প্রার্থনার মাধ্যমে তা জানা দরকার।

তার পরিকল্পনা সব সময় প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে ভাল, গ্রহণযোগ্য এবং সম্পূর্ণ (রোমীয় ১২:২)।

১। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় সর্বদা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত থাকে:

ক) পবিত্রতার জন্য পাপ থেকে দূরে থাকা - ১ থিষ ৪:৩ পদ।

খ) ধন্যবাদ ও প্রার্থনা- ১ থিষ ৫:১৭,১৮ পদ।

গ) ভাল কাজ করা - ১ পিতর ২:১৫ পদ।

২। পরিচালনার পদ্ধতিসমূহ :

ক) ঈশ্বর প্রায়ই তাঁর বাক্যের মাধ্যমে পরিচালনা দেন। ঈশ্বরের বাক্য প্রচুর পরিমাণে ধারণ করুন। ঈশ্বরের ইচ্ছা কখনও বাইবেলের বিরুদ্ধ নয়।

খ) আন্তরিক চেতনা পবিত্র আত্মা দ্বারা হয় - রোমীয় ৮:১৬; প্রেরিত ১৩:২; যোহন ১৬:১৩ পদ।

গ) বর্তমান অবস্থার মধ্যে দিয়ে। ঈশ্বর একটি দরজা বন্ধ করেন, আবার অন্য দরজা খুলে দেন। ঈশ্বরের সন্তানদের জীবনে হঠাৎ করে কিছু হয় না।

ঘ) কখনও আবার অবিশ্বাসীদের দ্বারা - বিচারকর্তৃগণ ৬:৩৭-৩৯ পদ, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ঐ পরিবেশ আমরা যেন সৃষ্টি না করি।

৩। ঈশ্বরের পরিকল্পনা পাওয়ার জন্য জর্জ মূলারের সূত্র:

১) তোমার নিজের ইচ্ছা সম্পূর্ণ করা। এই বিষয়ে যেন নিজের কোন নির্দিষ্ট পছন্দ না থাকে। সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ থাকুন।

২) ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে আত্মার ইচ্ছা জানুন।

৩) ঈশ্বরদত্ত অবস্থাগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখুন।

৪) পরিচালনার জন্য প্রার্থনা করুন।

৫) ঈশ্বরের অপেক্ষায় থাকুন।

আলোচনা: আপনার কি কখনও পরিচালনা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে? কিভাবে আপনি তার পরিচালনা নির্ধারণ করেছিলেন?

পাঠ ৫- ব্যক্তিগত ধ্যান এবং প্রার্থনা

ব্যক্তিগত ধ্যান এবং প্রার্থনার সময় হল বিজয়ী খ্রীষ্টীয় জীবনের গুপ্ত রহস্য। এটি বাদ দিলে আত্মিক বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

ক। অব্রাহামের প্রাতঃকালীন উৎকৃষ্ট ধ্যান ও প্রার্থনা।

১) তিনি অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে জেগে উঠতেন, এটি হল সর্বোৎকৃষ্ট অভ্যাস।

২) ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য তার একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল। আমাদের তা থাকা উচিৎ।

৩) এটি তার প্রাত্যহিক অভ্যাস ছিল, খামখেয়ালী ভাবে নয়।

৪) তিনি ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াতেন এবং অপেক্ষা করে থাকতেন যেন ঈশ্বর তার সঙ্গে কথা বলেন।

খ। ব্যক্তিগত ধ্যান এবং প্রার্থনার সময়ের উপকরণ:

১) একটি বাইবেল। একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মেনে বিশ্বস্তভাবে বাইবেল পাঠ করুন।

২) একটি নোট বই এবং কলম রাখবেন যেন ঈশ্বরের বাক্য থেকে শিক্ষা লাভ করেন।

৩) প্রার্থনার অনুরোধ ও তার উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট একটি খাতা।

গ। ব্যক্তিগত ধ্যান এবং প্রার্থনার সময়ের জন্য একটি পরিকল্পনা:

১) যদি সম্ভব হয় প্রতিদিন একটি সময়ব্যক্তিগত ধ্যান এবং প্রার্থনার সময় পালন করুন।

২) একটি ছক অনুসারে অগ্রসর হন। সম্ভব হলে অর্ধেক সময় পাঠ এবং বাকী অর্ধেক সময় প্রার্থনা করুন।

৩) গোঁড়ামী বর্জন করুন। আত্মার পরিচালনা থাকলে প্রার্থনায় রত থাকুন। যদি বাক্য নতুন আলোর দিশা দেয় তাহলে পাঠ চালিয়ে যান ও পূর্ণতা লাভ করুন।

৪) এখানে একটি ধারা দেওয়া হল: সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ এবং তারপর প্রার্থনা। বাক্যই হল প্রার্থনা এবং বিনতির ভিত্তি।

পাঠ ৬- পৃথকীকরণ (১ যোহন ২:১৫)

জগৎকে প্রেম করিও না - এখানে জগৎ শব্দটি দ্বারা আমরা কি বুঝি। এর পরের পদটি এটি ব্যাখ্যা করে, তা হল বর্তমানের জগৎ ব্যবস্থা যা শয়তান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

১। কিছু কিছু বিষয় আমরা মন্দ বলে জানি:

১) বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ (২ করি ৬:১৪-১৭;আমোষ ৩:৩)।

২) সকল প্রকার অধার্মিকতা এবং অন্ধ কারের কাজ (২ করি ৬:১৪)। এর মধ্যে কোনও ব্যবসায় অংশীদার হওয়ার বিষয়টিকেও বুঝায়।

৩) বলীয়াল, পুরাতন পাপদেব এবং অবিশ্বাসীগণ - ২ করি ৬:১৫ পদ।

৪) প্রতিমাসকল - ২ করি ৬:১৬ পদ।

৫) ভ্রান্ত শিক্ষকগণ - ১ তীমথিয় ৬:৫ পদ।

৬) সকল প্রকার পাপ ও অনৈতিকতা (মদ্যপান প্রভৃতি) — ১ পিতর ১:১৬ পদ।

২। মূল নিয়মগুলি যা অনুসরণ করা উচিৎ:

১) সেই সকল বিষয় থেকে আমার পৃথক হওয়া উচিৎ যেগুলো ঈশ্বরের সহিত সম্পর্কে প্রতিবন্ধ কতা সৃষ্টি করে।

২) যে বিষয়গুলো আমার সম্মান নষ্ট করতে পারে তার থেকে পৃথক থাকতে হবে।

৩) যে বিষয় আমার নৈতিক অধঃপতন ঘটায় ও আমাকে পাপে নিয়ে যায় তার থেকে পৃথক থাকা।

৪) যদি আমার কাজ আমার ভাইয়ের বিঘ্নের কারণ হয়, তবে আমি সেই কাজ হতে বিরত থাকব (১ করি ৮:১৩)।

৫) যা আমার দেহ, মন এবং আবেগের ক্ষতি করে তার থেকে পৃথক থাকতে হবে।

৬) এটি কি যীশু খ্রীষ্টের প্রীতিজনক? যদি তিনি তা না করেন তাহলে আমিও তা করব না (১ পিতর ২:২১)।

৭) এটি কি সাক্ষ্য জোরালো করবে, না কি দুর্বল করবে? (২ করি ৬:১৭)।

আলোচনা: পাপের অভ্যাসগুলো থেকে পৃথক থাকার জন্য আপনাকে যুদ্ধ করতে হয়? আপনার জীবনে এখনও কি এই যুদ্ধ ঘটে? কিভাবে আপনি তা সমাধান করেন?

পাঠ ৭ - পালকের ব্যক্তিগত জীবন

পালকের ব্যক্তিগত জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ লোকরা রবিবার তার উপদেশ শোনে এবং সারা সপ্তাহ তিনি সেগুলো কিভাবে পালন করেন তা লক্ষ্য করে।

বারংবার যুবক তীমথিয়কে পত্রের দ্বারা পৌল, জীবনের পবিত্রতা এবং ধার্মিকতার ওপর জোর দিয়েছেন। যদি প্রচারক তাঁর উপদেশ অনুযায়ী জীবন যাপন না করেন তা হলে খুব শীঘ্রই লোকেরা তা ধরে ফেলবে।

১) পালক হবেন একজন ধার্মিক ব্যক্তি। একজন পবিত্র ব্যক্তি যিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আলোক প্রতিফলন করেন।

২) তিনি তার স্ত্রী এবং পরিবারের সম্পর্কে মণ্ডলীর কাছে আদর্শ হবেন। তাকে অবশ্যই মেষগণের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে হবে।

৩) তার জীবন হবে প্রার্থনাশীল। তার লোকবৃন্দ তার কাছে যে বিষয়টি আশা করে তা হল প্রতিদিন, এমন কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রার্থনা। তার নিজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এটি প্রয়োজন। ঈশ্বরের লোকের কাছে শয়তান অনেক প্রলোভন উপস্থিত করে।

যে পর্যন্ত না সকল কালীমা দূর হয় সে পর্যন্ত ঈশ্বরের সম্মুখে তার থাকা উচিৎ-যিশাইয় ৫২:১১।

মেষ্যদের জন্য তার অবশ্যই প্রার্থনা করা উচিৎ-১ শমূ ১২:৩৩;কলসীয় ১:৯। লোকদের নাম ধরে তার প্রার্থনা করা উচিৎ।

৪) হারানো এবং মৃতদের আত্মীয় স্বজনদের জন্য তার অন্তরে ঐকান্তিক ভালবাসা থাকা দরকার -প্রেরিত ২০:৩১: "যে প্রভুর পাত্র বহন করে তাকে শুচি হতে হবে।"

আলোচনা : এমন কিছু খ্রীষ্টান নেতাদের নাম করুন, যারা আপনার কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তাদের কি কি বিশেষ গুণাবলী আছে।

পাঠ ৮ - অন্তরের উদ্দেশ্য

ঈশ্বরের সেবকদের সঠিক উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়ে ঈশ্বরের গৌরব করা উচিৎ - তার উদ্দেশ্য ঈশ্বরের নামের গৌরব করা, অর্থ বা যশ লাভ করা পৌলের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু মানুষকে পরিত্রাণে পৌঁছে দেওয়া এবং গড়ে তোলাই ছিল পৌলের একমাত্র উদ্দেশ্য।

তার ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং তৎপরতাই তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল - ১ করি ১:১৫-১৮ পদ।

তিনি ভোজন এবং পানের বিষয় বর্জন করতে রাজী ছিলেন যদি কাউকে বিশ্বাসে আনা যায়-১ করি ৯:৪ পদ।

তিনি করীন্থে বেতন প্রত্যাখ্যান করেন, যেন মানুষের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক না হয় এবং অনেক আত্মাকে জয় করতে পারেন। তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতেন - ১ করি ৯:১৯-২৩ পদ।

তিনি বিবাহ, পরিবার ও সন্তান সুখ বর্জন করেন যেন বহুজনকে বিশ্বাসে আনতে পারেন।

আশ্চর্য বার্তা, সংক্ষিপ্ত জীবন ও জীবনের অন্তিমকাল, ও খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন, এগুলি তার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল যেন, খ্রীষ্ট গৌরবান্বিত হন (কলসীয় ৩:১৭;১ করি ১০:৩১)।

আলোচনা: পরিচর্যা কাজের জন্য পৌল ব্যক্তি জীবনে কি কি ত্যাগ স্বীকার করেন? আপনি কি মনে করেন সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল? পৌলের চারটি উদ্দেশ্য যা এই পাঠে বলা আছে সে সম্বন্ধে মন্তব্য করুন।

পাঠ ৯ - আত্মিক নেতার আবশ্যক গুণাবলী

১) তাকে অবশ্যই দোষমুক্ত, সুনামের অধিকারী, সৎ চরিত্র এবং মর্যাদা সম্পন্ন হতে হবে - তীত ১:৬ পদ।

২) তিনি অবশ্যই এক স্ত্রীর স্বামী হবেন এবং একবারই বিবাহ করবেন - তীত ১:৬ পদ।

৩) তিনি অবশ্যই বিশ্বস্ত সন্তান-সন্ততির পিতা হবেন। তার সন্তানগণ হবে বাধ্য এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ (তীত ১:৬)। এটাই হল মানদণ্ড । যে ব্যক্তি নিজ গৃহ উত্তমরূপে শাসন করে, সে মণ্ডলীও উত্তমরূপে শাসন করতে পারবে।

৪) তিনি স্বেচ্ছাচারী হবেন না এবং একনায়কত্ব পরিহার করবেন (তীত ১:৭)।

৫) ক্রোধে ধীর - (তীত ১:৭)। আশুক্রোধী ও রেগে ওঠার এখানে কোন স্থান নেই।

৬) তিনি মদ্যপায়ী নয় - (তীত ১:৭)।

৭) তিনি উগ্র নন - (তীত ১:৭)।

৮) তিনি অর্থলোভী হবেন না - (তীত ১:৭)। এটি আবশ্যকীয় যেন মণ্ডলীর অর্থ তাকে প্রলুব্ধ না করে।

৯) তাকে অতিথিপরায়ণ হতে হবে - (তীত ১:৮)। তাকে সহবিশ্বাসী ও আগন্তুকদের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করতে হবে।

১০) যা কিছু উত্তম, বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর তাতে তিনি আসক্ত হবেন (তীত ১:৮)।

আলোচনা : এই গুণাবলীর প্রত্যেকটি নিয়ে আলোচনা করুন এবং দেখান কেন এগুলো মণ্ডলীর নেতার জন্য আবশ্যক। এই তালিকায় আপনিও কি, অন্য কোন গুণাবলী যোগ করতে চান?

পাঠ ১০ - ব্যভিচার

শয়তান তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে যেন ঈশ্বরের সেবকের পরাজয় আসে। যে ব্যক্তি তার পরিচর্যা ক্ষেত্রে শীর্ষে আছেন, তার পতনে শয়তান খুব আনন্দ পায়। কারণ শুধু তিনিই নন কিন্তু তার অনুগামী অনেকেরই পতন হয়, যারা প্রভুর পথে চলে। খুব দুঃখের সঙ্গে যে সত্যটি স্বীকার করতে হয়, তা হল অনেক আত্মিক নেতারা আত্মিক বিজয়ী জীবনের পর্বত শৃঙ্গ থেকে পরাজয়ের কালো উপত্যকায় নেমে এসেছেন। কারণ মহিলাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে তারা যত্নবান হননি। তার নিজস্ব পরিচর্যা নষ্ট হয়ে চারিত্রের অপূরণীয় ক্ষতি হয় এবং খ্রীষ্টের মণ্ডলী বিদ্রুপের পাত্র হয়ে ওঠে।

ঈশ্বরের সেবকের সদাসর্বদা প্রলোভন হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিৎ। তাকে অবশ্যই প্রত্যেক প্রলোভনকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে হবে। মহিলাদের মধ্যে পরিচর্যা কাজ করার সময়, তিনি অবশ্যই তার স্ত্রী অথবা মণ্ডলীর প্রাচীনকে নেবেন। সকল মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকবেন।

আপনাকে অবশ্যই প্রচুর প্রার্থনা করতে হবে; যেন ঈশ্বর আপনাকে শয়তানের অগ্নিবান

থেকে রক্ষা করেন এবং আপনাকে প্রত্যেক বিপদের সংকেত সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। আমাদের জেগে থেকে প্রার্থনা করতে হবে।

আলোচনা: শিমোন এবং দায়ূদের বিষয় চিন্তা করুন এবং নারীদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক কিভাবে তাদের জীবনে দুঃখ এনেছিল।

পাঠ ১১ - গৃহে নের্তৃত্ব

মণ্ডলীর পবিত্র বেদিতে যে ধার্মিকতা তার সঙ্গে গৃহের ধার্মিকতার সামঞ্জস্য থাকবে। এলিয় যাজক তার দুষ্ট পুত্রদের শাসন করতে না পারার জন্য শাস্তি পেয়েছিলেন। অন্যদিকে ঈশ্বর অব্রাহামের গৃহে সাফল্য দিয়ে তাকে আরও বড় দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

১। খ্রীষ্টীয় নেতাকে অবশ্যই আদর্শ স্বামী হতে হবে। নিজ স্ত্রীর প্রতি তার আনুগত্য অন্যান্য স্ত্রীলোকদের তাকে প্রলোভন করা থেকে বিরত রাখবে। সঙ্গী হিসাবে স্ত্রীর সঙ্গে তার ব্যবহার, মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে যা হবে মণ্ডলীর উচ্চ আদর্শ।

২। তার সন্তানদের দেখে বোঝা যাবে যে তারা ভালবাসা ও শৃঙ্খলাপূর্ণ গৃহের ফল— ১ তীম ৩:১২ পদ। তারা অবশ্যই বাধ্য ও শাসনাধীন হবে। কোন আগন্তুকের পক্ষে কোন ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানানো কঠিন হয়ে পড়ে, যখন তার নিজের সন্তানেরা তাকে সম্মান করে না।

৩। নেতার গৃহ যেন সহ বিশ্বাসী ও আগন্তুকদের জন্য খোলা থাকে — তীত ১:৮ পদ। সেই গৃহে ধার্মিকতার প্রভা বিরাজমান হবে যেন দর্শনার্থীরা সহজেই বুঝতে পারেন যে খ্রীষ্ট হলেন সেই গৃহের মস্তকস্বরূপ। কোন্ সময় থেকে তাদের শিক্ষা শুরু হওয়া উচিৎ?

আলোচনা: খ্রীষ্টীয়ান নেতাদের সন্তান-সন্ততিদের কোন্ কোন্ বিষয়গুলো প্রভাবিত করবে যেন তারা মণ্ডলীর অন্য যুবক যুবতীদের কাছে আদর্শস্বরূপ হয়। কোন্ সময় থেকে তাদের শিক্ষা শুরু হওয়া উচিৎ?

পাঠ ১২ - কেবল সত্য!

আপনার হাঁ, হাঁ হউক বা না না হউক (মথি ৫:৩৭)। খ্রীষ্টীয় কর্মীর কাছে সামান্য মিথ্যা বলে কিছু নেই। তিনি হবেন এমন এক ব্যক্তি যিনি নির্ভরযোগ্য। ছলনাকারীর প্রতি ঈশ্বরের কঠিন বাক্য — গীত ১০১:৭ পদ।

১। অতিরঞ্জন :

সুসমাচার প্রচারকগণ অনেক সময় অতিরঞ্জন জনিত পাপে পতিত হন। তারা অনেক সময় বলেন যে তাদের সভায় বহু লোকের সমাবেশ হয় এবং অনেকে প্রভুর পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কিন্তু বাস্তবে হয়ত তা ঘটেনি। এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তিত হয় না কিন্তু প্রচারকের মহিমা কীর্তিত হয়।

২। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা:

প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করতে হবে। তা না হলে প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হয়ে যায় এবং

মিথ্যাবাদীদের জন্য ঈশ্বরের কোন আশীর্বাদ থাকে না।

আলোচনা: এই পদগুলো পাঠ করুন এবং মন্তব্য করুন : গীত ১০১:৭;হিতো ১২:২২; ১৯:৫;কল ৩:৯;প্রকা ২১:৮ পদ।

পাঠ ১৩ - অর্থ সম্বন্ধীয় বিষয়

জগতের সমস্ত মানুষের মধ্যে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরাই হবে ন্যায়বান ও বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, কারও কাছে মণ্ডলী ঋণী থাকবে না, সততা ও বিশ্বস্ততা দ্বারা চালিত হয়ে সকল ঋণ পরিশোধ করবে, এটাই একজন আশা করে থাকেন;কিন্তু দুঃখের বিষয় এটা সর্বদা ঘটে না।

অনেক ব্যবসায়ী প্রভুর সেবকদের অর্থ ধার দিতে চান না কারণ পূর্বে হয়তো তারা প্রতারিত হয়েছেন। খ্রীষ্টীয় নেতারা এইভাবে ঈশ্বরের নামের যে অমর্যাদা করেন সেটা কতই না দুঃখজনক ব্যাপার।

পৌলের শিক্ষা খুবই স্পষ্ট। কোন মানুষের কাছে প্রেম ছাড়া আর কোন বিষয়ে ঋণী হইও না (রোমীয় ১৩:৮)। ব্যক্তিগত ও মণ্ডলীর অর্থের লেনদেনে নেতাকে অবশ্যই সৎ হতে হবে।

কাউকে অর্থ দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণ করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তবে তার পরিচর্য্যার কাজ বিঘ্নিত হবে এবং ঈশ্বরের নাম অসম্মানিত হবে।

আলোচনা: রোমীয় ১২:১৭ পদ পাঠ করুন, আপনার ধারণায় এর অর্থ কি? আপনি কি কোন খ্রীষ্টান নেতাকে জানেন যিনি অর্থ সম্বন্ধে অসৎ, খ্রীষ্টের কাজে তা কিরূপ বাধা সৃষ্টি করে।

পাঠ ১৪ - নিয়মিত পাঠ

প্রেরিত পৌল যুবক পালক তীমথিয়কে অনুযোগ করে বলেছিলেন পাঠে মনোযোগী হতে — ১ তীমথিয় ৪:১৩ পদ।

যদি কেউ বাক্য প্রচার করে, তার উচিত সেই বাক্যের গভীরে প্রবেশ করা এবং এর জন্য সকল প্রকার সাহায্যকারী উপকরণগুলি ব্যবহার করতে হবে। এই কথাটি মনে রাখুন, "লোকেরা যতবার আপনার কথা শোনে ততবার যেন কিছু নতুন বিষয় শিক্ষা পায়।"

টীকা সহ বাইবেলের ভাষ্য পাঠ করতে হবে এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের লোকদের লেখাও পাঠ করতে হবে। অধিক পাঠ একটি পূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করে।

আলোচনা: সম্প্রতি আপনি কি পাঠ করেছেন যা আপনাকে ঈশ্বরের বাক্যে বলশালী করেছে? সেরকম কিছু বিষয় স্মরণ করুন।

পাঠ ১৫- আপনার দেহকে সুস্থ সবল রাখুন

দেহ হল ঈশ্বরের মন্দির এবং তার যথাযোগ্য যত্ন নেওয়া উচিত (১ করি ৩:১৬)। সুষম খাদ্য খান, অতি ভোজন করবেন না। সময়ে ঘুমাতে যান ও প্রত্যুষে উঠুন। প্রত্যেকদিন শরীর চর্চা করুন। সুস্থ স্বাস্থ্যের অনুশীলন আপনাকে প্রভুর পরিচর্যায় দীর্ঘায়ূ দেবে। সরল জীবন যাপন ও উন্নত চিন্তাধারা এটাই হবে আপনার পথ নির্দেশক।

আলোচনা: কয়েকটি দৈহিক অনুশীলন প্রদর্শন করুন যা আপনার সুস্বাস্থ্যের সহায়ক। উন্নত স্বাস্থ্য লাভের পক্ষে উপযুক্ত,অন্যান্য বিষয়গুলো বলুন।

পাঠ ১৬- অলসতা

পৌলের এই লেখায় অবশ্যই যুক্তি ছিল,"আমরা চাই না যে তোমরা অলস হয়ে থাক" (ইব্রীয় ৬:১২)। খ্রীষ্টীয় কর্মী সৎভাবে তার সময় কাটাচ্ছেন কিনা তা দেখার জন্য কারোর প্রয়োজন হয় না বলে তিনি বেদিতে যান এবং একই বাণী যা বিভিন্ন জায়গায় আগে প্রচার করেছেন তা বলেন। অনেক সময় তার বক্তব্য শক্তিযুক্ত হয় না কারণ তার জীবনে প্রার্থনার অভাব থাকে। তার লোকেরা মনে করেন তারা পালকহীন কারণ খুব কম সময়ই তিনি তাদের গৃহে যান এবং পরামর্শ দেন।

ছেদনের সময় সংক্ষিপ্ত এবং ছেদনের সময় যে ঘুমিয়ে থাকে সেই সন্তান কলঙ্ক স্বরূপ (হিতোপদেশ ১০:৫)। আপনি খ্রীষ্টের সেবক, তার মহান আহ্বানে আহূত এবং মহান কার্যে যুক্ত। প্রত্যুষে উঠুন, নিয়মমত উপাসনা করুন এবং পরিচর্যা করুন, যেন প্রত্যেক প্রহর ফলপ্রসূ হয়। নিদ্রায় মগ্নগণ জেগে ওঠ! (ইফিষীয় ৫:১৪)।

আলোচনা: কোন্ কোন্ অবস্থায় একজন প্রচারক অলস হয়ে পড়ে? আপনি কি কোন অলস প্রচারককে জানেন? তার লোকেরা কি তাদের সম্মান দেখাতো?

পাঠ ১৭- প্রশংসা

আপনি কি আত্মিক অন্ধ কারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন? আপনি কি কোনও সমস্যায় ভারগ্রস্থ?

অন্ধ কার ও আত্মিক পরাজয়ের থেকে মুক্তি পাওয়ার চাবিকাঠি হল প্রশংসা। এটি হল আপনার ওষুধ যা আশ্চর্যভাবে আপনার দেহ মন ও আত্মার আরোগ্য দেবে (হিতো ১৭:২২; ১৫:১৩)।

আপনার অবস্থার জন্য ঈশ্বর ও অপর ব্যক্তিকে দায়ী করে আপনার সময় ও শক্তির অপব্যয় করবেন না। সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে চোখ ফিরিয়ে আপনি প্রভুর ওপর দৃষ্টি রাখুন। আপনার আঘাত ও ব্যথা ভুলে যান। এখানে আপনার সুযোগ, যখন আপনি আপনার সমস্যাকে প্রশংসায় বদলে ফেলেন এবং জগৎকে বোঝান যে অন্ধ কারের দিনগুলোর মধ্যেও এমন একজন আছেন, যিনি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

অনেক সময় প্রশংসা করা সহজ হয় না - এই কারণে আমাদের এই শিক্ষা দেওয়া আছে যে আমরা যেন সর্বদা ঈশ্বরের কাছে প্রশংসার বলি উৎসর্গ করি। যখন আপনি প্রার্থনা করার

জন্য নতজানু হন তখন আপনার বিনতির বিষয়গুলো ভুলে যান এবং ১০৩ এর গীত অথবা দায়ূদের কোন প্রশংসার গীত গান করুন এবং উপাসনার মধ্যে দিয়ে মনোযোগ সহকারে ঈশ্বরের প্রশংসা করুন। আবার বলি, আনন্দ কর।

আলোচনা: ২ বংশা ২০:২২ পদ পাঠ করুন এবং প্রশংসার কি ফল তা দেখুন। গীতসংহিতার গীতগুলো বিশ্লেষণ করে দেখুন কতবার ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসা করার জন্য বলা হয়েছে।

পাঠ ১৮- যখন প্রলোভন আসে

ঈশ্বরের সেবকের কাছে প্রলোভন আসে। তাঁর নিজেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। যখন আপনি পাপের দিকে পা বাড়ান, তখন যেন পবিত্র আত্মা আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্মরণ করান।

১) ঈশ্বরের বিষয় মনে করুন - আদি ৩৯:৯; ১ শমূ ২:২২-২৫;যাকোব ৪:৪ পদ।

২) নিজের বিষয় চিন্তা করুন - ২ করি ৬:১৮;হিতো ৬:৩২ পদ।

৩) আপনার স্বামী/ স্ত্রীর বিষয় ভাবুন - মালাখি ২:১৪-১৬ পদ।

৪) আপনার পাপের সঙ্গীর বিষয় ভাবুন - মথি ১৮:৬ পদ।

৫) শিশুদের জন্য চিন্তা করুন - গণনা ১৪:৩৩ পদ।

৬) পরিবারের বিষয় ভাবুন - আদি ১২:১৭;২০:১৮ পদ।

৭) লজ্জাও দুঃখের বিষয় চিন্তা করুন - হিতো ৫:১১-১৪;৬:৩৩-৩৬ পদ।

৮) মণ্ডলীর বিষয় ভাবুন - ১ করি ৫:১-৬;১ শমূ ২:২৪ পদ।

৯) যারা খ্রীষ্টান নয় তাদের বিষয় ভাবুন - রোমীয় ২:২২,২৪ পদ।

১০) সুসমাচারের শত্রুদের বিষয় ভাবুন - ২ শমূ ১২:১৩,১৪ পদ।

১১) আপনার নিজের পরিচর্যা কাজের বিষয় ভাবুন - বিচারকর্ত্তৃগণ ১৬:১৯,২০;১ করি ৯:২৭ পদ।

১২) ঈশ্বরের বিচারের বিষয় ভাবুন - ইব্রীয় ১৩:৪;যিহিষ্কেল ১৬:৩৮ পদ।

১৩) অনন্তকালের বিষয় ভাবুন - গালা ৫:১৯-২১ পদ।

১৪) সর্বশেষ, যদি আপনি জয় লাভ করেন তাহলে ভবিষ্যতের গৌরব লাভের বিষয় ভাবুন - প্রকাশিত বাক্য ১৪:৪ পদ।

আলোচনা: *উপরোক্ত কারণগুলোর মধ্যে কোন্ কোন্‌টি সব থেকে আবশ্যক, কেন?*

পাঠ ১৯- অনুকরণকারী

আমরা পছন্দ করি বা না করি, যে ব্যক্তি বেদিতে দাঁড়ান, লোকেরা তাঁকে, তাঁর ভালমন্দ বিষয়গুলোকে অনুকরণ করে। পৌল বলেছেন, "তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও" (ইফি ৫:১), এবং এই উপদেশটি যদি মানা হয়, তাহলে পরাজয়ের ভয় থাকে না। সাধারণ মরণশীল মানুষ কোন নেতাকে অনুসরণ করতে চায় এবং আত্মিক নেতা তাঁর মেষগণের কাছে দৃষ্টান্ত রাখার জন্য দায়ী।

যদি তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমনে সচেষ্ট হন, তাহলে অন্যেরা ধার্মিকতার পথ অনুসরণ করবে। কিন্তু তিনি যদি পাপ নিয়ে খেলা করেন এবং খ্রীষ্টীয় আদর্শের সাথে কিছু আপোষ করেন, তাহলে তারা আরও পাপের পথে এগিয়ে যাবে। যদি তিনি হারানোদের অন্বেষণ করেন এবং আত্মা জয় করার জন্য উৎসাহী হন, তাহলে তিনি সম্ভবতঃ কিছু স্বেচ্ছাসেবী পাবেন যারা সাক্ষ্য দেবার জন্য অগ্রণী হয়ে শিক্ষা লাভ করতে শুরু করবেন। কিন্তু তিনি যদি হারানোদের অন্বেষণ না করেন, তাহলে তাঁর লোকেরা শুধু "রবিবারের খ্রীষ্টান" হয়ে থাকবে, তারা শুধুমাত্র বাক্যের শ্রোতা হবে, কার্যকারী নয়। যদি তাঁর পরিচর্যা কাজ স্বার্থশূন্য এবং ত্যাগী হয়, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা শীঘ্রই অধিক দান করতে শিখবে এবং প্রভুকে দান করার আনন্দ পাবে। পৌল থিষলনীকীয়দের বলেছেন , "তোমরা আমাদের অনুকারী হও এবং প্রভুর অনুকারী হও" (১ থিষ ১:৬)। তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন যে তিনি নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করবেন এবং সেই জন্য বলেছিলেন, আমি এই অনুরোধ করি, তোমরা আমার অনুকারী হও (১ করি ৪:১৬)।

আলোচনা : *আপনার দৃষ্টান্ত নির্ধারণ করবে খ্রীষ্টান কেমন হবে?*

পাঠ ২০ - জয় সুনিশ্চিত

ফিলিপীয় ৩ এবং ৪ অধ্যায় পাঠ করুন

প্রভুর অনেক সেবক এই ধরণের হীনমন্যতার রোগে ভোগেন যা তাদের ভিতর থেকে সৃষ্টি হয়। এর ফলে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তারা ভীরু হয়ে পড়ে এবং ঈশ্বরের সেবক হিসাবে পরিচয় দেন না। কিন্তু ঈশ্বর তাদের গণ্য করেন "সর্বোচ্চ মহান ঈশ্বরের সেবক" হিসেবে (দানিয়েল ৩:২৬)। এটি ছিল পৌলের মনোভাব যখন তিনি ঈশ্বরের সেবা করতেন (১ তীম ১:১১,১২)।

ঈশ্বর আমাদের শক্তির আত্মা দিয়েছেন (প্রেরিত ১:৮)। শক্তির যে গ্রীক শব্দ দেওয়া হয়েছে তা হল 'ডিনামাইট' কোন শক্তিই ঈশ্বরের শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না।

ঈশ্বর আপনাকে যে শক্তি দিয়েছেন তা ছোট করে দেখবেন না। যা অসম্ভব তা সাধন করুন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এগিয়ে যান। কখনও মনে করবেন না যে আপনি ধনীর বা উচ্চ শিক্ষিতের কাছে পৌঁছাতে পারবেন না। "ক্ষুদ্র" পৌল অনেক বড় বড় কাজ করেছিলেন কারণ ঈশ্বরের শক্তির ওপর তাঁর আস্থা ছিল। সেই শক্তি গ্রহণ করুন এবং কাজে নেমে পড়ুন। ঈশ্বরকে সুযোগ দিন যেন তিনি আপনার মধ্যে দিয়ে তাঁর মহান শক্তি প্রকাশ করেন। ঈশ্বর আপনাকে চান।

আলোচনা: এই অংশগুলো পাঠ করুন এবং চিন্তা করুন, ঈশ্বর কিভাবে দুর্বল বিষয়গুলোর মধ্যে দিয়ে তাঁর শক্তি প্রকাশ করেছেন এবং অনেক ফল উৎপন্ন হয়েছে : যাত্রা ৪:২; বিচারকর্তৃগণ ১৫:১৫; ১ শমূ ১৭:৪০; সখরিয় ৪:১০; মথি ১৩:৩২; যোহন ৬:৯ পদ।

১ করি ১:২৭-২৯ পদে, এক মহান সত্য প্রকাশ পেয়েছে। এই পদগুলো মুখস্থ করুন।

৬ মণ্ডলীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

প্রত্যেক মণ্ডলীর নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং যেহেতু এই পাঠক্রম সকল মণ্ডলীর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তাই সমস্ত মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। শিক্ষকেরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন, তাছাড়া নিজস্ব মণ্ডলীর ও গোষ্ঠীর ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করতে পারেন।

এই পাঠক্রমের শেষে নতুন ভাবী মণ্ডলীর পরিচালক নিজস্ব ক্ষেত্র সম্বন্ধে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং একজন স্বাধীন প্রচারক হিসাবে নিজেদের কাজ সম্পর্কেও জানতে পারবেন।

পাঠ ১ : বিদেশী মণ্ড লীর ইতিহাস, অন্যান্য মণ্ড লী থেকে তার উৎস, তাদের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাচীন নেতাগণ এবং সংগঠন সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে।

পাঠ ২ : আফ্রিকা মণ্ড লীর ইতিহাস, যে গোষ্ঠীদের মধ্যে তাদের পরিচর্যা কাজ, প্রত্যেক গোষ্ঠীর মণ্ড লীর আয়তন এবং অন্যান্য মণ্ড লীর নেতৃবর্গ।

পাঠ ৩ : অন্যান্য মণ্ড লী থেকে কি কি বিষয়ে তারা পৃথক, বিশেষ প্রকারের পরিচর্যা কাজ এবং বিশেষ ক্রিয়ার ওপর জোর, ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো কতখানি শাস্ত্রসঙ্গত।

পাঠ ৪ এবং পাঠ ৫ : ঈশ্বরতত্ত্ব শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো।

পাঠ ৬ : মণ্ড লীর সর্বমেয়াদী সর্বদেশীয় সংগঠনসমূহ, তাদের প্রধান কার্যালয় ও নের্তৃবর্গ, নের্তৃবর্গের নের্তৃত্বের মেয়াদ এবং নির্বাচন পদ্ধ তি।

পাঠ ৭: মণ্ড লীর স্কুল ও হাসপাতালগুলো, তাদের নের্তৃবর্গ, বাৎসরিক সভা এবং অন্যান্য সভাগুলো।

পাঠ ৮ : তাদের জেলাভিত্তিক কার্যালয় ও নেতাগণ, জেলাভিত্তিক সভা এবং পঞ্জিকা।

পাঠ ৯ : স্থানীয় শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ। জেলায় কত সংখ্যক গ্রাম এবং কত সংখ্যক গ্রামে পালক আছেন।

পাঠ ১০ : মণ্ড লীর ভবিষ্যৎ পালকদের শিক্ষা ব্যবস্থা।

পাঠ ১১ : পালকের দায়িত্ব নিজ সংস্থার প্রতি, কতবার উপাসনা করবেন।

পাঠ ১২ : নিজের মণ্ড লী ও সংস্থার শিক্ষার নিয়ম অনুসারে নতুন বিশ্বাসীদের বাপ্তিস্মের জন্য প্রস্তুতি।

পাঠ ১৩ : যখন মণ্ড লীর সদস্য পাপ কাজ করে, তখন পালকের করণীয় কি, নিজস্ব মণ্ড লী বা সংস্থার নিয়মানুসারে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

পাঠ ১৪ : যদি মন্দ লোক বা কারও কাছ থেকে বাধা আসে, তখন পালক কি করবেন।

পাঠ ১৫ : বিবাহের জন্য কিভাবে প্রস্তুতি নেবেন?

পাঠ ১৬ : মণ্ড লীতে দান সংগ্রহ ও তার ব্যবহারের পদ্ধ তি।

পাঠ ১৭ : গ্রামের বিশ্বাসীরা কিভাবে মণ্ড লী গৃহ তৈরী করবেন?

পাঠ ১৮ : প্রতিবেশী গ্রামে মণ্ড লী স্থাপনের উদ্যোগ এবং প্রচার দল গঠন।

পাঠ ১৯ : সপ্তাহব্যাপী প্রচার অভিযানের জন্য জেলাভিত্তিক পালকদের সহযোগিতা।

পাঠ ২০ : যদি মণ্ড লীর মধ্যে কোন প্রকারের সমস্যা আসে তখন পালক সাহায্যকারী হিসাবে কিভাবে উপদেশক হিসাবে সাহায্য করবেন?

BIBLIOGRAPHY

Alban, Douglas, *100 Bible Lessons*. Gospel Literature Service, Bombay, India.

Balchin, John. *Compact Survey of the Bible.* Bethany House Publishers, Minneapolis.MN.

Evans William. *The Great Doctrines of the Bible and How to Prepare Sermons.* Moody Bible Institute of Chicago. Moody Press. Used by Permission.

McGee. J. Vernon. *Books of the Bible and Briefing the Bible.* Thru the Bible Books, Pasadena, CA.

Mead, Henritta, *What the Bible is All About.* Regal Books, Div. of Gospel Light, P.O. Box 3875, Ventura, CA 93006, Used by permission.

Stanley, Dr. Liliane, *The Ideal Woman,* and Stanley, Rev.R., *Preachers and People.* Blessing Books, Post Bag 609, Vellore 632006, India.

Great appreciation is expressed to the publishers of these books who graciously permitted their use in this manual of lessons for portable schools.